উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮০,২১৮.৩৭ (+১০০৫.৮৫)

নিফটি : ২৪,৩২৮.৫০ (+২৮৯.১৫)

নাবালিকা শ্যালিকাকে নিয়ে চম্পট

চার চারবার বিয়ে করেও মেটেনি সাধ। কুশমণ্ডির প্রত্যন্ত গ্রামে বিয়ের নেশায় মশগুল পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই প্রেমিক প্রবর নাবালিকা শ্যালিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেল এলাকা ছেড়ে। » ৩

ডিমের কার্টনের গোপন চেম্বারে মাদক

৩০টি ডিমের কার্টন একসঙ্গে রেখে তারমধ্যে সুকৌশলে কেটে তৈরি করা হয়েছে চেম্বার। সেই চেম্বারের মধ্যে বস্তা ভর্তি করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ১ কুইন্টাল গাঁজা। » ৬

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩২°	২৮°	৩০°	৩১°
সর্বনিম্ন	২১°	২২°	২০°	২১°

লন্ডনের শো বাতিল সলমনের » ১০

১৫ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 29 April 2025 Tuesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 339

মোদি-রাজনাথ বৈঠক

প্রয়োজনে পরমাণু বোমা...

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল : আরও খাদের কিনারে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের সোমবারের চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট, যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে পাকিস্তান। প্রয়োজনে পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করা হবে। ভারতের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখছেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে আসিফ বলেছেন, 'কিছু যে একটা হবে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা স্ট্র্যাটেজিগত কারণেই সেনাদের সংখ্যা বাড়িয়েছি সীমান্তে। আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করব।'

পাকিস্তানে যখন এই পরিস্থিতি, তখন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ আগের দিন আলোচনা করেছিলেন সেনাপ্রধান অনিল চৌহানের সঙ্গে। সেই রিপোর্ট নিয়েই মোদি-রাজনাথ কথা হয়। যে বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও।

ভয়ংকর উদ্বেগ... মা রামসা ভারতীয়। তাঁর তিন সন্তান আবার পাকিস্তানি। ওয়াঘা সীমান্তে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

ভারত ও পাকিস্তানে যখন এমন সাজোসাজো রব, সে সময় আসরে নেমেছে চিন ও আমেরিকা। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন পাকিস্তান ও ভারত দুটো দেশকেই সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সোমবার। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য তারা উদ্যোগ নিতে রাজি। আমেরিকা আবার বলেছে, সন্ত্রাস দমনে তারা ভারতের পাশে থাকবে।

এদিকে, রবিবার আচমকাই ইসলামাবাদ ছেড়ে লাহোরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোজা হাজির হন দাদা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বাড়িতে। দুই ভাই দীর্ঘ বৈঠক করেন। ঘটনাচক্রে তারপর থেকে পাকিস্তান সরকারের তরফে কোনও ভারতবিরোধী বক্তব্য সামনে আসেনি। এদিকে, এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ মুনির সপরিবার দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে জানিয়েছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। কেউ কেউ আবার দাবি করেছে, রাওয়ালপিন্ডির একটি সুরক্ষিত বাংকারে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সোমবার পর্যন্ত জেনারেল মুনিরকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তাঁর অবস্থান নিয়ে নীরব পাক সেনাবাহিনী।

এরপর বারোর পাতায়

'অভিমানে'র ফাঁসে কৈশোরে শেষ প্রাণ

বিশ্বজিৎ সরকার ও বিপ্লব হালদার

রায়গঞ্জ ও গঙ্গারামপুর, ২৮ এপ্রিল : অভিভাবকের সঙ্গে তর্কাতর্কি বা বকুনি। আর তাতেই নিজের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে আনা। তাও আবার বয়ঃসন্ধিতে। এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় স্তম্ভিত পরিজনরা। কিন্তু কমছে না এহেন মর্মান্তিক পরিণতি। বেড়েই চলেছে শহর থেকে গ্রামে। যার সর্বশেষ সাক্ষী থাকল রায়গঞ্জ আর গঙ্গারামপুর।

সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু নাবালকের। এদিন অর্থাৎ সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায়। আবার গঙ্গারামপুরে টিউশনে যাওয়া নিয়ে তাঁর বকুনি যে মেয়ের জীবনে এমন ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনবে তা টের পাননি মা। অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর।

রায়গঞ্জের ঘটনায় পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম আয়ুস দাস (১২)। শহরের করোনেশন হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। নাবালকের সুইসাইড নোটে বাবা-মায়ের উদ্দেশে স্পষ্ট করে লেখা, 'মা- বাবা তোমরা অনেক ভালো থেকো, আমি চলে যাচ্ছি, আমি অনেক খারাপ ছিলাম, আমি জানি আমি পরীক্ষায় অনেক খারাপ করেছি। আর মা কালকে রাতে আমি যা বলেছিলাম সব রেগে গিয়ে বলেছিলাম আমি কিছু জেনেবুঝে বলিনি।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালক এলাকায় খুব ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত। তার নেশা ছিল ক্রিকেট খেলা। দিনরাত ক্রিকেট নিয়ে মগ্ন থাকত।

সম্প্রতি স্কুলে প্রথম সামিটিভ পরীক্ষা ছিল। সম্ভবত কম নম্বর পাওয়ায় বাবা- মা পড়ার জন্য বকুনি দেয়। অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাবা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মী। মা চন্দনা দাস গৃহশিক্ষিকা। তাঁদের দুই ছেলে, আয়ুস বড়, অপর ছেলের বয়স সাত বছর।

ঘটনার প্রসঙ্গে মৃত নাবালকের বাবা অমিত দাস বলেন, 'ছেলে সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না।' শোকের আঘাতে মৃত নাবালকের মা বাকরুদ্ধ। ওই নাবালকের মৃত্যুতে শিক্ষকেরাও হতবাক। এদিন বিকেলে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

গঙ্গারামপুরের ঘটনায় মৃতের নাম বিভা বর্মন (১৩)। ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার সহ গোটা গ্রাম। গঙ্গারামপুর থানার মহারাজপুর গ্রামের বাসিন্দা তপন বর্মন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতে তপনবাবু শ্রমিকের কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে বিভা গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সোমবার সকালে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যাত্তয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্ক হয় বিভার। মা বকাবকি করে। এরপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় মেয়ে। কিছুটা সময় কেটে গেলেও বিভা বের না হওয়ায় মা ডাকাডাকি করে। পরে তিনি চ্যাঁচামেচি করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। প্রতিবেশীরা দরজা ভাঙতে নজরে

এরপর বারোর পাতায়

মর্মান্তিক পরিণতি

- সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু নাবালকের
- সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায়
- গঙ্গারামপুরে টিউশনে যাওয়া নিয়ে তাঁর বকুনি যে মেয়ের জীবনে এমন ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনবে তা টের পাননি মা
- অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর

অপহরণের অভিযোগে সালিশি সভায় তরুণকে মার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : আজব বিচার। নাবালিকাকে অপহরণের তকমা দিয়ে সালিশি সভায় এক তরুণকে নিয়ে এসে এলোপাতাড়ি মারধরের অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে। ওই ঘটনায় গুরুতর জখম তরুণকে উদ্ধার করে প্রথমে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সোমবার বিকেলে ওই তরুণকে ভর্তি করানো হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ওই তরুণ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে কর্মরত। ওই গ্রামেরই

এরপর বারোর পাতায়

কথায় কথায়

মুসলিম নাম মুছে ইতিহাস পালটে দিতে মরিয়া পদ্ম

আশিস ঘোষ

গোড়ার দিকে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। যেখানে যত গোলমাল সেখানেই নেহরুর দোষ। যত দোষ সব নেহরু। তা সে অর্থনীতি হোক কিংবা বিদেশনীতি, কৃষি হোক বা শিল্প সবেতেই নেহরু। তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কয়েক বছর এভাবে কাটিয়ে যখন ঠাহর হল দেখতে দেখতে রাজত্বের এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে, লোকে আস্তেধীরে তাদের দিকেও আঙুল তুলছে, তখন আরও পিছনের দিকে এগিয়ে সোজা মোগল আমলে পৌঁছে গিয়েছে বিজেপি।

এখন তাদের চাঁদমারিতে ঔরঙ্গজেব। মাঝের আড়াইশো বছরের ইংরেজ আমল বেমালুম টপকে মোগল আমলের সঙ্গে লড়াই। এটা বেশ নাগপুরের সিলেবাসের সঙ্গে মিলে যায়। মোগল শাসকরা মুসলমান। তারা অত্যাচারী। অতএব ইতিহাসের পাঠ্য থেকে তো বটেই, লোকের স্মৃতি থেকেই মুছে দাও। চার-পাঁচশো বছর আগেকার চরিত্র নিয়ে হল্লা পাকিয়ে এখনকার সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দাও। আর সংখ্যালঘুদের ভয় পাইয়ে দাও।

তৃতীয়বার গদিতে বসে বিজেপি পুরোপুরি মন দিয়েছে হিন্দুত্বে। যাঁরা মনে করেছিলেন রাম মন্দির হয়ে যাওয়ার পর বিজেপি এবার হিন্দুবাদী 'কারিয়াক্রমে' ক্ষান্তি দেবে তাঁরা ডাহা ফেল। তাদের মাথা সতত সচল। মাথা খাটিয়ে নানারকম পন্থা খুঁজে বের করায় নাগপুরের জুড়ি মিলবে না। একটার পর একটা ইস্যু ঝুলি থেকে বেরোতে

এরপর বারোর পাতায়

মেঘলা দিনে... মঙ্গলবার বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জে আত্রেয়ী নদী। - মাজিদুর সরদার

যৌবন হারিয়ে সংকটে বামনগোলার চার নদী

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৮ এপ্রিল : কোনও এক সময় টাঙন, পুনর্ভবা, ব্রাহ্মণী ও হাঁড়িয়া ছিল যৌবনোচ্ছল। ভরা বর্ষায় এই চার নদীর রূপের বিচ্ছুরণ ঘটত। সে হত বাঁধনহীন। সেই লাবণ্য, চঞ্চলতা আর নেই। হারিয়েছে স্বাভাবিক ছন্দ। হয়েছে মন্থর। নাব্যতা কমতে কমতে এখন কোথাও হাঁটুজল, কোথাও জলে পা ডোবে না, এমনকি ঘটিও না। গ্রীষ্মের শুরুতেই চার নদীর জল তলানিতে ঠেকেছে। শুধুই নামেই অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে টাঙন, পুনর্ভবা, ব্রাহ্মণী ও হাঁড়িয়া।

এই চার নদী একসময় হয়ে উঠেছিল বামনগোলার লাইফলাইন। নদীতে কান পাতলে ব্লকের বাসিন্দাদের জীবনের কথা শোনা যেত। তাঁদের জীবিকার কেন্দ্র ছিল এই চার স্রোতস্বিনী। রোজের ঘরোয়া কাজের জন্য ব্লকের বাসিন্দারা এই চার নদীর জল ব্যবহার করতেন। ভরা তারুণ্যে দেখা মিলত কৃষকেরা দূরের জমিতে উৎপাদিত ফসল নৌকায় চাপিয়ে নিয়ে আসছেন। সেচের ভরসা ছিল টাঙন, পুনর্ভবা, ব্রাহ্মণী ও হাঁড়িয়া। নদীতে পাওয়া যেত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। মৎস্যজীবীদের বেঁচে থাকার রসদ জোগান দিত এই চার নদী। এখন এই সব কিছু শুধু পটে লেখা। ভরা বর্ষায় নদীতে জল থাকলেও বর্ষা বিদায় নিতেই নদীগুলি শুকিয়ে যায়। বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার চেহারা। নৌকা চলাচল অলীক স্বপ্ন। এমনকি চাষের কাজেও জল মেলে না। চার নদীর বর্তমান চেহারার সঙ্গে মিলে যায় মান্না দে'র গাওয়া সেই বিখ্যাত গান- 'এ নদী এমন নদী, জল চাই একটু যদি, দু-হাত ভরে উষ্ণ বালু দেয় আমাকে।'

এ নদী এমন নদী... টাঙন (১), পুনর্ভবা (২), ব্রাহ্মণী (৩), হাঁড়িয়া (৪)। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

পরিবেশবিদ থেকে নদীবিশেষজ্ঞদের এই নিয়ে আক্ষেপের

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরের স্বাস্থ্য মহলে চর্চায় চিকিৎসায় এলন মাস্কের দাবি

মানব সার্জনদের হার মানাবে রোবট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কিন সিনেমা 'এলিসিয়াম'-এ গুরুতর অসুস্থ একজনকে কয়েক সেকেন্ডে সুস্থ করে তুলেছিল একটি রোবোটিক মেশিন। আচ্ছা, বিষয়টিকে আরও একটু সহজ করে তোলা যাক। রজনীকান্ত ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন অভিনীত সিনেমা 'রোবট'-এর একটি দৃশ্য মনে পড়ে? যেখানে ঐশ্বর্যের দিদিকে ভর্তি করা হয়েছিল নার্সিংহোমে। চিকিৎসকরা জটিল শারীরিক সমস্যার কারণে নিরাপদ প্রসবের হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন সিনেমার চিত্রনাট্য অনুযায়ী, চিট্টি (রোবট চরিত্রে রজনীকান্ত) অসম্ভবকে সম্ভব করে। সুস্থভাবে পৃথিবীর আলো দেখে শিশুটি।

পর্দার বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য কি এবার বাস্তবের মাটিতে দেখা যাবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রশ্নাতীত। কিন্তু রোবটের মানব সার্জনদের ছাপিয়ে যাওয়া নিয়ে টেসলার কর্ণধারের মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে নতুনভাবে। এক্স হ্যান্ডেলে এলন মাস্ক দাবি করেছেন, 'কয়েক বছরের মধ্যে ভালো মানব সার্জনদের এবং আগামী পাঁচ বছরে সেরাদের পেছনে ফেলবে রোবট।' এমনকি আগামীতে গোটা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর সাফল্য চোখধাঁধানো হতে চলেছে বলেও দাবি তাঁর।

ধরুন আপনাকে ওটিতে (অপারেশন থিয়েটার) নিয়ে যাওয়া হল। দেখলেন, ভেতরে আপনার পরিচিত সার্জন তো দূর, একজন চিকিৎসকও নেই সেখানে। রয়েছে রোবট এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। সেগুলোই আপনার অপারেশন করবে। কেমন অনুভূতি হবে? নেটদুনিয়ায় এসব নিয়ে চর্চা চলছে জোরদার।

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সার্জনদের প্রয়োজন ফুরোবে? যন্ত্রমানবের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে অপারেশন থিয়েটার? পিছিয়ে পড়বে মানব বুদ্ধিমত্তা? চিকিৎসকরা অবশ্য এটা মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, যন্ত্রকে পরিচালনা করতে হয়। আর সেই পরিচালনার কাজটি করতে সার্জনদের প্রয়োজন পড়বে সবসময়। তবে, রোবটের ব্যবহারে অপারেশন

এরপর বারোর পাতায়

সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এস-২০২৫-কে-৫, তারিখ : ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : সিঙ্গাবাদ স্টেশনে মেইন সিএসএল লাইনগুলিকে সম্পূর্ণ সিএসএল-তে সম্প্রসারণের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮২,২৪,৭৯১.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৬৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT No : BANARHAT/EO/NIT-009/2024-25** Last date of online bid submission **05.05.25 Hrs 06:00 PM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

পাহাড়ে তুষারপাত, সমতলে ঝড়-বৃষ্টি

তাপমাত্রার পতনে স্বস্তি

সানি সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : বৃষ্টির সঙ্গে পাহাড়চূড়ায় তুষারপাত। সমতলে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটে দিল উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। এক ধাক্কায় অস্বাভাবিক পারদ পতনে গ্রীষ্মকালীন পরিস্থিতি উধাও। কিছুটা বর্ষা, কিছুটা শীতের আবহ। যা অব্যাহত থাকবে আগামী ৪৮ ঘণ্টা। পরবর্তী সময়ে যে বৃষ্টির দেখা মিলবে না, তা নয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলেই, বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি চলবে লাগাতার, উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই। ঘটবে পারদ পতনও। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে বাতাসের উপরিভাগে ঘূর্ণাবর্ত তো রয়েইছে, তার মধ্যে পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাবে বাতাসের উপরিভাগে নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় এমন পরিস্থিতি। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'মূলত নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবেই উত্তরবঙ্গে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী দু'দিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া। কিছুটা বৃষ্টি পাবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরও।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল, সতর্কতা জারি করেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। কিন্তু কালবৈশাখীর তাণ্ডব যে এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে সেই আন্দাজ ছিল না কারও কাছে। তথ্য বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি জেলার রামসাইয়ে ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫৭ কিলোমিটার এবং কিছুটা কমে কোচবিহারের দিনহাটায় তা ছিল ঘণ্টায় ৫৪ কিলোমিটার। দেখা গিয়েছে সাধারণ ঝড় পাহাড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু রবিবার রাতে

নগরাকাটা থেকে ভুটান পাহাড়ে তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

কালিম্পং পাহাড়েও তীব্র গতিতে (ঘণ্টার ৪১ কিলোমিটার) হাওয়া বয়ে গিয়েছে।

ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি কার্যত নতুন করে পাহাড়ে ফিরিয়ে এনেছে শীতের দিনগুলি। যে কারণে গ্রীষ্মেও তুষারকণা আছড়ে পড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুতে। হালকা তুষারপাত হয়েছে ফালুট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। রবিবারের পর সোমবারও তুষারপাত হয়েছে উত্তর সিকিমের থাংগু, পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু, নাথু লা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। স্বাভাবিকভাবে এমন আবহাওয়ায় খুশি পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই বাদ সেধেছে বৃষ্টি। সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে ২৯.৮, কালিম্পংয়ে ২৬.০, গ্যাংটকে ৪২.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তবে তুষারপাত বা বৃষ্টির জন্য এদিন সিকিমের কোথাও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়নি। গত বৃহস্পতিবারের প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিমে ৩০ এপ্রিল থেকে পারমিট মিলতে পারে বলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে লাচুংয়ে পর্যটক প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হলেও লাচেনে যথারীতি থাকবে নিষেধাজ্ঞা।

ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হাত ধরে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে সমতলেও। রবিবার মাঝরাত থেকেই পালটে যেতে থাকে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। এই গ্রীষ্মেও কোচবিহারে ৪০.০, জলপাইগুড়িতে ৩৮.৮ এবং শিলিগুড়িতে ২৮.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মাঝরাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, আবহাওয়া দপ্তরের তরফে এই তিন জেলার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে লাল সতর্কতা জারি করা হয়। রবিবারের বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে সোমবারও। চলবে অন্তত আরও দু'দিন। ফলে, ততদিন অন্তত গরমের হাঁসফাঁস থেকে রক্ষা।

অন্যদিকে, তাপমাত্রা কমে বরফে ঢাকল লাগোয়া ভুটান পাহাড়ের চূড়া। সোমবার দিনের তাপমাত্রা একধাক্কায় ৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমল। ফলে ভরা বৈশাখে এমন অপ্রত্যাশিত শীতের আমেজকে সঙ্গী করে তুষারস্নাত পাহাড় দেখতে ডুয়ার্স ভ্রমণে আসা পর্যটকরা নাগরাকাটার জলঢাকার তীরে ভিড় জমালেন। ওই স্থানটি ডুয়ার্সের অন্যতম ভিউপয়েন্ট। এমনকি এদিন উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা থেকে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা গণেশচন্দ্র সর্দারের কথায়, 'এ এক অসাধারণ উপলব্ধি। পাহাড়ের মাথায় তাজা বরফ।'

লেপার্ড ক্যাটের শাবক উদ্ধার

গয়েরকাটা, ২৮ এপ্রিল : গয়েরকাটার সমাজপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইদুর বাড়ি থেকে রবিবার রাতে উদ্ধার করা হয় একটি লেপার্ড ক্যাটের শাবক। প্রাণীটিকে প্রথমে চিতাবাঘের শাবক ভেবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা এসে প্রাণীটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'উদ্ধার হওয়া প্রাণীটি লেপার্ড ক্যাট প্রজাতির।'

উদ্ধার হওয়া লেপার্ড ক্যাটের শাবক।

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1703/KCK-IIIP SI No-01 to 07 Dated-28.04.2025, invited by the B.D.O, Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 12.05.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak -III Development Block
Baishnabnagar, Malda

কর্মখালি

আশিঘর নরেশমোড়ে ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে শপ টু শপ সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন। এবং পিয়াজিও টাটা এসি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। শিলিগুড়ি লোকাল হতে হবে। M : 9641075640, 9563622025. (C/116235)

•

ইসলামপুর, জলপাইগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রী, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 9775539686

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুব্যবস্থা আছে। M-7863977242

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় H.S. পাশ কর্মঠ স্টাফ চাই। M-9641618231

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.Q No :- 1) WBMAD/JM/CH/eNIQ-13/2025-26 Memo No.211/JM Dated : 21/04/2025 (Tender ID : 2025_MAD_837125-1)
Last date of bidding (Online) dated : 08/05/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my client Smt. Pushpa Sharma Nepal, wife of Sri Ghanashyam Sharma Nepal desirous to sale her landed property measuring 3 Katha 8 Chhataks in Plot Nos. 687, 688 & 689 (R.S.), 3260 & 3263 (L.R.), Khatian No. 467 (R.S.), 7253 (L.R.), Mouza Siliguri (R.S.), Siliguri Uttar Paschim (L.R.), J.L. No. 110 (R.S.), 89 (L.R.), Ward No. 2 under Siliguri Municipal Corporation, within the jurisdiction of Police Station Siliguri now Pradhan Nagar, in the District of Darjeeling, Pin -734003 and my client has lost or misplaced her Original Title Deed being Deed No. 1 2338 for the year 1995 and she lodge a General Diary before the Pradhan Nagar Police Station vide G.D. Entry No. 1139 dated 19-03-2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances

Tapash Nandi (Advocate),Siliguri
(M):- 94341- 51274

আজ টিভিতে

শুভলক্ষ্মীকে ঘিরে পূর্বস্মৃতি কি সত্যিই মনে পড়ল আদৃতের?
গৃহপ্রবেশ ধুন্ধুমার ৩ দিন রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ চাঁদের পাহাড়, দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.১৫ দুরন্ত প্রেম, সন্ধে ৭.১৫ তুমি আসবে বলে, রাত ৯.৩০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.৩০ মেজবউ, রাত ১০.০০ বাবা কেন চাকর, ১.০০ বসু পরিবার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ফিরিয়ে দাও, ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ বড়বউ, বিকেল ৪.১৫ ভিলেন, সন্ধে ৭.১৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.১৫ শিবাজি, ১.০০ ফাইট ১:১
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমি যে তোমারই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম বিভ্রাট
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৭ ভীমা, বিকেল ৩.০১ মেই, ৫.০৯ মর্দ, রাত ৮.৩০ অ্যাকশন রাউডি, ১১.০৯ ডেয়ারিং পুলিশওয়ালা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৯ রুস্তম, দুপুর ২.১০ গঙ্গাজল, বিকেল ৫.১৫ কোয়লা, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.৩৩ আজ কা শরিফজাদা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ রমন রাঘব ২.০, ২.১৪ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৪৩ নীল বট্টে সন্নাটা, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.১৬ উঁচাই
এমএনএক্স : দুপুর ১.২৮ মিট দ্য স্পার্টান্স, ২.৪৩ সাউথ প', বিকেল ৪.৪১ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, সন্ধে ৬.০৮ মডার্ন টাইমস, ৭.৩৬ ওয়াইল্ড কাউ, রাত ১০.৫৫ সাংহাই নাইটস।

সন্তান দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজ**

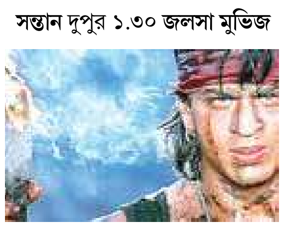
কোয়লা বিকেল ৫.১৫
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

জঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

তিস্তা-করলার ড্রেজিং ব্রাত্যই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : আসন্ন বর্ষার আগে তিস্তা ও করলা নদীর ড্রেজিং নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ করল না সেচ দপ্তর। এমনকি সোমবার সেচ দপ্তরের বৈঠকেও এবিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এদিন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির সেচ বিভাগকে নিয়ে জলপাইগুড়ির সেচ নিবাসে জরুরি রিভিউ বৈঠক ডাকেন। সেখানে বর্ষার আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলি কী অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে বৈঠকে তিস্তা বা করলা নদীর ড্রেজিং নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'তিস্তা নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক বড় প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। তবে তিস্তার ড্রেজিংয়ের বিষয়টি রাজ্য সরাসরি দেখছে। এছাড়া করলা নদীর খননের দায়িত্ব আমাদের উপর নেই।'

তিস্তা নদীবক্ষের অনেক এলাকাই ২০২৩ সালের সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর বালির চড়া পড়ে অগভীর হয়ে ওঠে। প্রথমে সেচ দপ্তর ৫৬৫ কোটি টাকার ডিপিআর বানিয়ে নিজেরাই ড্রেজিং করবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু পরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছিলেন, তিস্তার বালি তোলার কাজটি তাঁরা বিনা খরচে রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে করবেন। যদিও পরবর্তীতে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর ড্রেজিং প্রথমে সেচ দপ্তর করবে বলে ঠিক হয়েছিল। পরে মন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের সচিব জেলা প্রশাসনকেই সেই দায়িত্ব দেন। কিন্তু তাও হয়নি। ফলে বর্ষায় তিস্তা ও করলা নদীর আশপাশের অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।।

এদিনের বৈঠকে দুই সেচ বিভাগের জুনিয়ার ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার থেকে মহকুমা এবং কার্যনির্বাহী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে তিস্তা, মহানন্দা, পঞ্চনই, জলঢাকার মতো নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতির রিভিউ করা হয়েছে। কৃষ্ণেন্দু আরও জানান, আগামী মে মাসের মধ্যে এই দুই সেচ বিভাগের অধীনে ১০৮ কোটি টাকার ৬৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার সেচ বিভাগের অধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজগুলি রিভিউ করা হবে।

জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে পাখিরা অন্য জীবনে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' গানের এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে'। কিন্তু বর্তমান সময়ে নগরায়ণের কারণে যখন গাছ কিংবা জলাশয়ের সংখ্যা দিনের পর দিন কমেই চলেছে, তখন এর বাস্তবায়ন আদৌ কতটা সম্ভবপর সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু এরকম এক বাড়ি রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাতলি গ্রামে, যেখানে ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অ্যাবটস ব্যাবলার, পাফ থ্রোটেড ব্যাবলারের মতো পাখিদের গানে। যেই বাড়ির বাগানে সারাদিন খেলে বেড়ায় ময়না, টিয়া, কোকিল, শালিক ছাড়াও কয়েক প্রজাতির বুলবুল ও পাপিয়া এবং তিনরকমের প্যাঁচা। অনেকেই মনে করেন, এই বাড়ির মালিকের নাম জীবনকৃষ্ণ হতে পারে কিন্তু এখানকার প্রকৃত বাসিন্দা পাখিরাই।

পাখিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় বাড়িতে প্রায় দেড়শো রকমের গাছ লাগিয়েছেন যাতে সেখানে পাখিরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। ফলাফল, সারাবছর ওই বাড়ির বাগানে কমবেশি প্রায় ৯০ রকমের পাখির দেখা মেলে। বছর ৬৫-র

পাখিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় তাঁর বাড়ির সখের বাগানে।

জীবনকৃষ্ণ কর্মজীবনে চাকরি করতেন সেরিকালচার বিভাগে। যদিও গাছ লাগানোর শখ সেই স্কুলজীবন থেকে। তাঁর কথায়, 'মা ছোটবেলায় গ্রামের বিভিন্ন পাখিদের চিনিয়েছিলেন। সেই থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পাখি এবং প্রকৃতির প্রতি এক অন্যরকম ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতিকে বাঁচাতে হলে গাছ ও পাখিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা।' গাছ লাগানো ছাড়াও একাধিক সুউচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণ করেছেন। কয়েকশো প্রকৃতি পাঠ শিবিরে অংশ নিয়ে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতিকে ভালোবাসার পাঠ দিয়েছেন।

এখনও সময় পেলেই নিজের গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে পাখি চিহ্নিতকরণ চলে। ইতিমধ্যেই গ্রামে প্রায় ১২৬ প্রজাতির পাখি চিহ্নিত হয়েছে। তাদের নাম, তালিকা ও বৈশিষ্ট্য রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। তাদের বেশিরভাগের ঠিকানা অবশ্য জীবনকৃষ্ণেরই বাড়ি। তাঁর থেকেই জানা গেল, বাড়ির তিন বিঘা জমিতে প্রায় ৮০ রকমের ফুল গাছ, ৭০ রকমের ফল ও বড় গাছ, ২০ প্রজাতির ঔষধি ও ১০ রকমের লতাগুল্ম এবং কয়েক প্রজাতির ঘাস রয়েছে। আর এই ফুল ও ফলের টানেই বাড়িতে পাখিরা তো বটেই সেইসঙ্গে প্রজাপতি, মৌমাছিরও আনাগোনা লেগেই রয়েছে।

উত্তমের মডেল এবার মুম্বইয়ে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প থেকে দিবাং হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্টের পর শিলিগুড়ির উত্তম দাসের কাঁধে মুম্বইয়ের সাইডুঙ্গায় একটি পিএসপি প্রোজেক্টের মডেল তৈরির ভার। গান্ধি সাগর পিএসপি প্রোজেক্টের মডেলও তাঁর হাতে তৈরি। মুম্বইয়ের প্রকল্পটির থেকে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারই তাঁর তৈরি মডেল পৌঁছে যাচ্ছে মুম্বইয়ের প্রকল্প এলাকায়। জানা গিয়েছে, একটি প্রদর্শনীতে তাঁর তৈরি মডেল দেখে গুজরাটের একটি সংস্থা যোগাযোগ করে। তারাই সাইডুঙ্গায় বিদ্যুৎ তৈরির প্রকল্পটি গড়ে তুলবে।

তাঁর মডেলে সাইডুঙ্গায় পাহাড়ের ওপরে একটি রিজার্ভার তৈরি করে সেখান থেকে জল নীচের রিজার্ভারে নিয়ে আসা এবং ছেড়ে দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন, পাম্পের মাধ্যমে ওপরের রিজার্ভারে জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও থাকবে। উত্তমের বক্তব্য, 'আমি কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছি। সেইমতোই কাজ করেছি। কাজ দেখে সংস্থার কর্মকর্তারাও ভীষণ খুশি।'

স্মার্ট বাজারের পয়সা উশুল সেল

নিউজ ব্যুরো

২৮ এপ্রিল : অবশেষে অপেক্ষার অবসান। 'ফুল পয়সা উশুল সেল' নিয়ে চলে এসেছে স্মার্ট বাজার। আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত দেশের ৯৩০-এরও বেশি দোকানে এই সেল চলবে। গৃহস্থালির সরঞ্জাম থেকে শুরু করে জামাকাপড়ের ওপর রয়েছে দারুণ সব অফার। রিলায়েন্স রিটেইলের সিইও দামোদর মল বলেন, 'আমার সবাই সেল পছন্দ করি। স্মার্ট বাজারের এই সেল সকলের ক্যালেন্ডারে রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ক্রেতারা এখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে ফিরবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। এলএইচবি রেকের আরএসএলআর সমূহ লিজে দেওয়ার জন্য চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী সহ বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারের প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ **অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-৫এ। পার্সেল স্পেস :** এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ০৮.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা। (HWH-49/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কারণে মেজাজ হারিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **বৃষ :** নতুন বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় হবে। **মিথুন :** অফিসে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **কর্কট :** আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। পথে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **সিংহ :** সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। **কন্যা :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। **তুলা :** শরীর খারাপ হতে পারে। মায়ের পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা মিটবে। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করবেন না। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। **ধনু :** নতুন কাজের সুযোগ আসবে। খেলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মকর :** ভালো কাজ করে সামাজিক স্বীকৃতি। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। **কুম্ভ :** রাজনীতির কারণে সমস্যা পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। **মীন :** নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫, ১৫ বহাগ, সংবৎ ২ বৈশাখ সুদি, ৩০ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।২৪। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৪। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ৬।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৩৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।২৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।৪৪ গতে নরগণ বিংশত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ৮।২৪ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।২৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৪৬ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৪ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৯।৪৪ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৯।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৪।১৯ মধ্যে ধনু মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।২৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ও ১১।১১ মধ্যে ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যন্ত্রে ওড়না জড়িয়ে ফাঁস গলায়

গাজোল, ২৮ এপ্রিল : ভুট্টা ছাড়ানোর মোটরচালিত যন্ত্রে এক মেধাবী ছাত্রীর ওড়না জড়িয়ে যায়। ওড়নাটিতে গলায় ফাঁস লেগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। ওই ছাত্রীর নাম সোনালি পারভিন (১৫)। বাড়ি গাজোল ব্লকের রাজারামচক এলাকায়। রাজারামচক হাই মাদ্রাসার পড়ুয়া সোনালি।

প্রতিদিনের মতো পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বাড়ির উঠোনে মোটরচালিত ভুট্টা ছাড়ানোর মেশিন দিয়ে ভুট্টা সংগ্রহ করা হচ্ছিল। হঠাৎ করেই সোনালির গলার ওড়না ওই যন্ত্রটি টেনে নেয়। গলায় ফাঁস লেগে ঘটনাস্থলে অসুস্থ হয়ে পড়ে সোনালি। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে।

সোনালির বাবা মহম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, 'মেয়ে মা-মাসির সঙ্গে উঠোনেই একসঙ্গে কাজ করছিল। ভুট্টা ছাড়ানোর মেশিন দিয়ে ভুট্টাগুলো এক জায়গায় গচ্ছিত করার সময় সোনালির গলার ওড়নাটি হাওয়ায় টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটি বন্ধ করে তাকে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।'

অবশেষে দেহ মিলল প্রৌঢ়ের

রতুয়া, ২৮ এপ্রিল : নদীতে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ অবশেষে সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ উদ্ধার হল। রতুয়া-১ ব্লকের বিলাইমারি পঞ্চায়েতে রবিবার সকালে জমিতে ভুট্টা তুলতে যাওয়ার সময় ফুলহর নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। প্রায় ২৯ ঘণ্টা পর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত ব্যক্তির নাম সাবেদ আলি (৫২)। বাড়ি বিলাইমারি পঞ্চায়েতের রহিমারি গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। কয়েক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তারপর থেকে শুরু হয় জোরদার খোঁজাখুঁজি। অবশেষে দেহটি উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার হতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারবর্গ। পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

কাফ সিরাপ আটক, ধৃত ১

কালিয়াগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : ভারত-বাংলাদেশ কাঁটাতার সীমান্ত দিয়ে কাফ সিরাপ পাচার করার সময় হাতেনাতে আটক হলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় কালিয়াগঞ্জ থানার রাধিকাপুর অঞ্চলের গোট গ্রাম সীমান্ত এলাকায়। এদিন বিএসএফের হাতে ১০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতে বৃদ্ধকে কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি বলেন, 'ধৃতের নাম আনোয়ার হোসেন, বাড়ি গোট গ্রাম এলাকাতে। সোমবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে ধৃতকে পেশ করা হয়।'

উলটে গেল পিকআপ ভ্যান

পতিরাম, ২৮ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউল এলাকায় ধান বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান উলটে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পিকআপ ভ্যানটির একটি চাকা হঠাৎ ফেটে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উলটে যায়। ফলে গাড়িতে থাকা ধানের বস্তা জাতীয় সড়কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করেন। এ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজ উদ্ধার

কুশমণ্ডি, ২৮ এপ্রিল : বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার দু'দিনের মাথায় এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল কুশমণ্ডি থানা। নাবালিকা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় গত ২৬ এপ্রিল। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

বয়সের ভার ক্লান্ত করতে পারেনি ...। *সোমবার মালদায় অরিন্দম বাগের ক্যামেরায়।*

মূল চক্রীকে ধরতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শরণাপন্ন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : কিছুদিন আগেই এসটিএফের জালে ধৃত ৩০ জন জঙ্গির মধ্যে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার একটি মাদ্রাসায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারীরা। ওই জঙ্গিদের জেরায় খাগড়াগড় সহ একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণের মূল চক্রী হিসাবে গুলাম সারোয়ার রাহাতের নাম উঠে আসছে। এবার তাকে বাগে আনতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি দিলেন এসটিএফের অধিকর্তা সহ বিএসএফের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।

এসটিএফের আধিকারিক জানান, বাংলাদেশ থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। যদিও বাংলাদেশের ইউনূস সরকার ওই জঙ্গিকে ভারতের হাতে তুলে দেবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের। কে এই রাহাত? শুক্রবার গোয়েন্দা দপ্তর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি পাঠাতেই আলোড়ন শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামাতুল-মুজাহিদিন-বাংলাদেশের (জেএমবি) সেকেন্ড-ইন-কমান্ড গুলাম সারোয়ার রাহাত খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল চক্রী। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে কিছু কাপড়ের ব্যবসায়ীর আর্থিক সাহায্যেই পূর্ব বর্ধমানের খাগড়াগড়, শিমুলিয়া এবং মুর্শিদাবাদের মুকিমনগরে মডিউল খুলেছিল জেএমবি। দু'পারের গোয়েন্দা নথিতেই রয়েছে, ২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের ত্রিশাল জেল থেকে আদালতে যাওয়ার পথে প্রিজন ভ্যানে হামলার ঘটনা ঘটে। প্রিজন ভ্যান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল সালাউদ্দিন সালেহান, জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমা মিজান এবং রাকিবুল হাসানকে। তারা প্রত্যেকেই এপার-ওপারের গোয়েন্দাদের মাথাব্যথার কারণ। পরে মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকিবুল হাসান মারা গেলেও, সালেহান ও বোমা মিজান যোগ দিয়েছিল এপারে জেএমবির মডিউলে। বোমা মিজানকে দক্ষিণ ভারত থেকে পরে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। কিন্তু ছদ্মবেশ ধরতে পারদর্শী সালেহান এখনও অধরা।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড

সালেহান-বোমা মিজানের এপারে ঢোকা থেকেই শুরু হয়েছিল এরাজ্যে বাংলাদেশি জঙ্গিদের উত্থানপর্ব। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, খাগড়াগড় পর্বে নারায়ণগঞ্জের মাসুম মিয়াঁকে এনআইএ তথা এপারের গোয়েন্দারা চিনেছিলেন শেখ সাজিদ নামে। এনআইএ ঘোষিত জঙ্গি সাজিদ ওরফে মাসুম মিয়াঁকে কলকাতা বিমানবন্দরের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করেছিল বিধাননগর কমিশনারেট। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ থেকে দুজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করার পর এসটিএফ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ নর্থ ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দেখছে যা বলার তারাই বলবে।

নাবালিকা শ্যালিকাকে নিয়ে চম্পট, থানায় নালিশ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি ২৮ এপ্রিল : একটি, দুটি নয়। চার চারবার বিয়ে করেও মেটেনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সাধ। কুশমণ্ডির একটি প্রত্যন্ত গ্রামের জনৈক বাসিন্দার কাণ্ড। এরপরেও বিয়ের নেশায় মশগুল পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই প্রেমিক প্রবর শ্যালিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেল বিয়ের উদ্দেশ্যে। অগত্যা গুণধর জামাইয়ের বিরুদ্ধে কুশমণ্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন নাবালিকার বাবা।

এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় রবিবার লিখিত অভিযোগ করেছেন নাবালিকার বাবা। তাঁর অভিযোগ, কয়েক বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ওই লোকটির সঙ্গে। তখন জামাইয়ের আগের একটা বৌ ছিল। গত ২৩ এপ্রিল তার ছোট মেয়েকে বাড়ি থেকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায় কীর্তিমান সেই জামাই। এখানেই শেষ হয়নি। ওই দিন তার বিবাহিতা মেয়েকে জামাই এবং জামাইয়ের পরিবারের লোকজন মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

> কয়েক বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। তখন জামাইয়ের আগের একটা বৌ ছিল। গত ২৩ এপ্রিল ছোট মেয়েকে বাড়ি থেকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায় কীর্তিমান জামাই।
>
> **নাবালিকার বাবা**

সেই বিবাহিত মেয়ে আপাতত অসহায় অবস্থায় বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। সূত্রের খবর, ওই রাজমিস্ত্রি পরিযায়ী শ্রমিক। নিজের পেশার কাজে ভিনরাজ্যে থাকে। পাঁচ মাস আগে সে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর নাবালিকা শ্যালিকাকে বিয়ের ফন্দি করে। তার এমন পরিকল্পনার আঁচ করতে পারেনি শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ঘটনার দিন নাবালিকা বাড়িতে একা ছিল। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ কাজে লাগায় সম্পর্কে জামাইবাবু। বিকেলে বাড়িতে ফিরে এসে মেয়েকে না দেখতে পেয়ে বহু খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। এরপর বিবাহিত মেয়ে স্বামীর মার খেয়ে বাড়ি ফিরে আসার খবর পেয়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, মামলা হয়েছে। খোঁজ চলছে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত পলাতক।

নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, জামাইয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

পারলৌকিক কাজে নদীতে নেমে তলিয়ে গেল ছেলে

জিয়াগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : বাবার শ্রাদ্ধের কাজ চলাকালীন ভাগীরথীতে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হলেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা স্বপন রবিদাস। ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। দুপুর থেকে সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালাতে শুরু করলেও তাঁর খোঁজ মেলেনি।

বাড়িতে বাবার শ্রাদ্ধের আয়োজন চলছিল। নিয়ম মেনে শ্রাদ্ধের কাজ সেরে গঙ্গায় স্নান করতে রওনা দেন স্বপন। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় দুপুর নাগাদ খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তাঁর আত্মীয়রা। বহু খোঁজাখুঁজির পর জিয়াগঞ্জের শিবতলা ঘাটে তাঁর সাইকেল ও জামাকাপড় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে পরিবারের সদস্যদের অনুমান, স্নানে নেমে তলিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন স্বপন। শিবতলা ঘাটের সিসিটিভি ক্যামেরা দুই বছর ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বাসিন্দাদের দাবি, সিসিটিভি ক্যামেরা সচল থাকলে নিশ্চিত হওয়া যেত স্বপন নদীতে ডুবেছে নাকি অন্য কোনওভাবে নিখোঁজ হয়েছেন।

সালিশি সভার নিদান অমান্যে শিক্ষকের বাড়িতে 'আক্রমণ'

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বা পারিবারিক বিবাদ মেটানোর নাম করে সালিশি সভা বসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করছেন গ্রামের মস্তান ও মাতব্বররা। অন্ধকারে রাখা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন ও আইনকে। সালিশি সভার নিদান না মানলে অত্যাচার শুরু হয়। রবিবার এমন একটি ঘটনা হয়েছে রায়গঞ্জের পদ্মপুকুর এলাকায়।

গত বছর অক্টোবর মাসে ওই এলাকার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে গ্রামের মস্তান ও মাতব্বররা ছয় লক্ষ টাকা জরিমানা করে। শিক্ষকের পরিবার বিজেপি করায় তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এলাকার শাসকদলের নেতারা। বাধ্য হয়ে দোষ স্বীকার করে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা দেয় ওই শিক্ষক। বাকি টাকা পরে দেবে বলে জানান তিনি।

কিন্তু এরপর ওই শিক্ষকের পরিবার বুঝতে পারে তাঁদের সঙ্গে এটা অন্যায় হচ্ছে। তাই টাকা দিতে অস্বীকার করে পরিবার। এরপর নেতারা পরিবারের ওপর চাপ, কটূক্তি ও ভয় দেখানো শুরু করে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ না হওয়ায় রবিবার রাতে ওই শিক্ষকের পরিবারের ওপর চড়াও হয়। ঘটনার পর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ওই শিক্ষকের পরিবারের সদস্যরা।

ওই পরিবারের সদস্য সুকান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'নেতারা চাপ সৃষ্টি করে গত অক্টোবর মাসে দুই লাখ টাকা নিয়েছে। আরও চার লাখ টাকার দাবি করছেন তারা। কিন্তু টাকা না দেওয়ায় প্রতিদিন হুমকি শুনতে হচ্ছে। রবিবার রাতে পাড়ার বেশ কয়েকজন এসে বাড়িতে ভাঙচুর করেছে।'

যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃষা প্রামাণিক ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আলতাব হোসেনের দাবি,এব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না। আলতাব আরও বলেন, 'সালিশি সভার বিষয়টি আমার জানা নেই। আমরা সালিশি সভা করি না। মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো বিবাদ মিটিয়ে দেই। তবে যদি কারও বাড়িতে আক্রমণের মতো ঘটনা হয়ে থাকে তবে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা উচিত।'

বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখব।'

অ্যাসিড খাইয়ে স্ত্রীকে 'খুন'

মালদা, ২৮ এপ্রিল : গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। যদিও এনিয়ে পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

মৃতের নাম সুচিত্রা চৌধুরী (২৬)। বাড়ি আইহো চাঁদপুরে। পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় ৬ বছর আগে পুরাতন মালদার ছটপুর এলাকার বাসিন্দা কালু চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয় সুচিত্রার। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।

অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই কালু মদ্যপ অবস্থায় সুচিত্রাকে মারধর করত। এনিয়ে থানায় দু'পক্ষের মধ্যে মীমাংসাও হয়। গত শনিবার সুচিত্রার বাবার বাড়ির সদস্যরা প্রতিবেশীদের থেকে ফোন মারফত জানতে পারেন, সুচিত্রাকে অ্যাসিড পান করা অবস্থায় মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা মালদা মেডিকেলে ছুটে আসেন। রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সুচিত্রার।

সুচিত্রার মা রেখা চৌধুরী জানান, 'প্রায় বছর দুয়েক আগে জামাইয়ের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারে মেয়ে। এরপর থেকেই পরিবারে অশান্তি লেগে থাকত। মেয়েকে মাঝেমধ্যেই মারধর করত জামাই। মেয়ে যাতে আমাদের কিছু জানাতে না পারে, সেই কারণে মেয়ের ফোন পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু জামাই ক্ষমা চেয়ে ফের মেয়েকে নিয়ে চলে যায়।' তাঁর অভিযোগ, 'গত শনিবার মেয়ের প্রতিবেশীদের থেকে খবর পাই, মেয়েকে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা নিশ্চিত অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করার কারণেই মেয়েকে জোর করে অ্যাসিড খাইয়ে খুন করেছে জামাই।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। এর আগেও সুচিত্রাকে মারধর করেছিল ওর স্বামী। সেই সময় দু'পক্ষকে নিয়ে থানায় মীমাংসা করা হয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক।

ধর্ষণের চেষ্টায় হেপাজতে

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে টিনের বেড়া কেটে বছর বারোর এক আদিবাসী নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় দুই তরুণের বিরুদ্ধে। নাবালিকার চিৎকার শুনতে পেয়ে নাবালিকার সৎমা একজনকে ধরে ফেলে। পরে এক ঝটকায় ওই তরুণ পালিয়ে যায়। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই চকভৃগু এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এনিয়ে সোমবার বালুরঘাট থানায় অভিযুক্তদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা। অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ওই নাবালিকার নিজের মা নেই। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। বর্তমানে তিনি কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। তাই বাধ্য হয়ে স্বামীর প্রথম পক্ষের মেয়েকে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে থাকেন সৎমা। গতকাল রাতে টিনের ঘরে বেড়া কেটে ভেতরে প্রবেশ করে দুই তরুণ। এদিকে পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন সৎমা। নাবালিকার চিৎকারে ঘটনাস্থল ছুটে আসেন সৎমা। দুই তরুণই পালানোর চেষ্টা করলেও দুজনকেই চিনে ফেলেন মা। রাতে প্রতিবেশীরা এসেও খোঁজখবর করেও দুজনের দেখা মেলেনি। এরপরই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই নাবালিকার সৎমা। অভিযোগ পেতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে গ্রেপ্তার করে।

মাথায় আঘাত, পুকুরে ডুবিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা

হেমতাবাদ, ২৮ এপ্রিল : বাড়ির রাস্তা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর গোলমাল। আর সেই বিবাদের জেরে কোপে পড়ল এক নাবালক। তার মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে পুকুরে ডুবিয়ে খুন করার চেষ্টা চলে। ঘটনাটি হেমতাবাদ থানার চৈনগর পঞ্চায়েতের ভরতপুর গ্রামে। জখম নাবালকের নাম তেজামুল হক (১৭)। বাড়ি চন্দ্রটিয়া গ্রামে। সে ভরতপুর হাইস্কুলের দশমের পড়ুয়া। তেজামুলকে রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তেজামুল মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা দিচ্ছে। বাবা খাইরুল মহম্মদ হেমতাবাদ থানায় মোকলেস আলি সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সুপারের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে।

জখম নাবালকের বাবা খাইরুল মহম্মদ বলেন, 'আমার ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আমি চাই অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।' হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।'

কাঁঠাল গাছে বৃদ্ধের দেহ

কুমারগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : বাড়ি থেকে সামান্য দূরে কলাবাগানের ভেতর একটি কাঁঠাল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক কৃষকের দেহ। মৃত ব্যক্তির নাম অক্ষয় বর্মন (৬৫)। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জ থানার মোহনা পঞ্চায়েতের খামার মতিজাপুর গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের ভাই সনাতন বর্মন জানান, 'দাদা কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এদিনও তাঁর পেটব্যথা ও অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা ছিল। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

ঝড়ে ঘরের ওপর গাছ ভেঙে জখম বৃদ্ধা

তপন, ২৮ এপ্রিল : ঝড়ের তাণ্ডবে ঘরের ওপর ভেঙে পড়ল আস্ত একটি গাছ। রবিবার গভীর রাতের এই ঘটনায় জখম হয়েছেন এক প্রৌঢ়া। একটিমাত্র ঘর ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙে যাওয়ায় সরকারি সাহায্যের দাবি তুলেছেন ওই প্রৌঢ়া।

রবিবার গভীর রাতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও শুরু হয়। তপন থানার আজমাতপুর পঞ্চায়েতের মনোহলি, গোপীনাথপুর, বজরাপুকুর এলাকায় বেশ কয়েকটি কাঁচা ঘরের টিনের চালা উড়ে যায়। ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। পাশাপাশি পশ্চিম বাসুরিয়ার আদিবাসী প্রৌঢ়া লক্ষ্মী টুডুর ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় অল্পবিস্তর আহত হন তিনি। ঝড়-বৃষ্টি থামার পর স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় প্রৌঢ়ার ঘর থেকে গাছ সরিয়ে নেওয়া হয়।

তাঁর কথায়, 'আমার থাকার একটিমাত্র কাঁচাঘর। রবিবার রাতে ঝড়ে ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার মাথায় আঘাত লেগেছে। সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হত।'

তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষের আশ্বাস, 'ঝড়ে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। যে বাড়িতে ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়েছে, তাঁকে সাহায্য করা হবে।'

সামসীতে সংঘর্ষে আহত তিন

সামসী, ২৮ এপ্রিল : টোটো ও বাইকের সংঘর্ষে আহত হলেন তিনজন। রবিবার রাত আটটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সামসী বাইপাস এলাকায় ৩১ নং জাতীয় সড়কের ওপরে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে নির্ণয় করেন এবং তাঁদের তিনজনকে মালদা মেডিকেলে রেফার করেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় তিনজন জখম হয়েছেন। তাঁরা হলেন টোটোচালক সাদ্দাম হোসেন এবং বাইকচালক মহম্মদ করিম ও বাইক আরোহী জুয়েল হক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, চাঁচলের দিক থেকে সামসী অভিমুখে একটি টোটো আসছিল। একই দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইক আচমকা টোটোর পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় এবং দুজন আরোহী সহ বাইকটিও ছিটকে পড়ে। সামসী বাইপাস এলাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন সামসীর বাসিন্দারা। পেশায় শিক্ষক স্থানীয় বাসিন্দা তারিকুল ইসলামের মতে, 'দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সামসী বাইপাস এলাকায় স্পিডব্রেকার বসানোর পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন ও নজরদারির ক্যামেরা লাগানো উচিত।'

গাছ কাটার তদন্তে বন দপ্তর

পতিরাম ও বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : পতিরাম ফরেস্টের ঘটনায় তদন্ত শুরু করল বন দপ্তর। বাজেয়াপ্ত করা হয় কাটা গাছের লগ। বিধায়ক বুধরাই টুডু দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বালুরঘাট ফরেস্টের রেঞ্জার তাপস কুণ্ডু এদিন জানান, 'অভিযোগ পাওয়ার পর বন দপ্তরের কর্মীরা পতিরামে গিয়ে কাটা গাছের লগগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে বালুরঘাটে নিয়ে এসেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' এদিকে, পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'শুকনো, মরে যাওয়া ও ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ বন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে কাটার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত অফিসের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে এই নিয়ে একটি প্রস্তাবও পেশ হয়। বৈঠকে বিজেপির দু'জন সদস্য ছিলেন। খাতায় তাদের সই রয়েছে।'

ইটাহারে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২৮ এপ্রিল : গরম পড়তেই পানীয় জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে ইটাহারের পতিরাজপুর অঞ্চলের মহিনগর গ্রামে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ায় সাধারণ টিউবওয়েল থেকে জল মিলছে না। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকেও জল সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা চালু হয়নি ওই গ্রামে। দীর্ঘ দুই মাস ধরে জলসংকটে ভোগার পর সোমবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামের বাসিন্দারা। পানীয় জলের দাবিতে এদিন প্রায় এক ঘণ্টা ইটাহার-বালুরঘাট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পুলিশ গিয়েও অবরোধ তুলতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকারের আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন বিক্ষোভকারীরা।

পানীয় জল না পেয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন মহিনগরের বাসিন্দারা। ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় এদিন দুপুরে কয়েকশো মানুষ ইটাহার-বালুরঘাট সড়কের উপর ঘটি-বাটি-বালতি নিয়ে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভে শামিল হন গ্রামের মহিলারাও। আন্দোলনের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দুই জেলার সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। অবরোধে আটকে পড়ে যাত্রীবাহী বাস সহ বিভিন্ন যানবাহন। অবরোধের খবর পেয়ে ইটাহার থানার ট্রাফিক ওসি জয়দেব বর্মনের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। বাসিন্দাদের বুঝিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করা হয়।

বিক্ষোভকারী নয়ানি সরকার বলেন, 'গত ফাল্গুন মাস থেকে আমরা পানীয় জল পাচ্ছি না। বাড়ির কলে জল উঠছে না। স্কুলের একটা সাবমার্সিবল কল আছে। সেখান থেকেও জল পাচ্ছি না। অনেক দূর থেকে খাওয়ার জল বয়ে আনতে হচ্ছে। খুব কষ্টে আছি আমরা। তাই জলের দাবিতে আজ পথ অবরোধ করেছি।'

ইটাহার-বালুরঘাট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর।

অপর এক বাসিন্দা অনিলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'গ্রামে পিএইচই'র পাইপলাইন থাকলেও তাতে জল সরবরাহ হচ্ছে না। অনেক দূরে মাঠের পাম্প মেশিন থেকে খাওয়ার জল বয়ে আনতে হচ্ছে। আমরা চাই আজকের মধ্যেই প্রশাসন আমাদের গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিক।'

বাসিন্দাদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছান ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার। গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শোনার পর সভাপতি বলেন, 'জলের জন্য অনেক জায়গায় হাহাকার চলছে। প্রতি বছর এই সময় পানীয় জলের সংকট হয়। আমি নিজেও ভুক্তভোগী। তাই বাসিন্দাদের সমস্যাটা অনুভব করতে পারছি। বাড়ি বাড়ি জল দেওয়ার জন্য পিএইচই'র পাইপলাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। মঙ্গলবার থেকেই মহিনগরবাসীর জন্য অস্থায়ীভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।'

সামশেরগঞ্জে জাল নোট আটক

ফরাক্কা, ২৮ এপ্রিল : ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ গ্রেপ্তার হল দুই তরুণ। সোমবার সকালে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। ধৃতদের নাম আলামীন শেখ (২০) এবং মিস্টার শেখ (২১)। উভয়ের বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জাল নোটগুলোর সবকটিই ৫০০ টাকার নোট। মালদার দিক থেকে জাল নোটগুলো সামশেরগঞ্জের দিকে নিয়ে আসছিল ধৃতরা। তখনই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধুলিয়ান ঘাটে হানা দেয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় দুই তরুণকে। সোমবার দুপুরে ধৃত দুই তরুণের সাতদিনের হেপাজত চেয়ে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের তরফে। জাল নোটগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তা খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বোলপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বোলপুর - এর একজন বাসিন্দা সুজয় হাজরা - কে

12.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 02762 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্মের সাথে তার পুরস্কার বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই সত্যটি আমাকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করেছে কারণ আমি ক্রমাগত বেশকিছু গণমাধ্যমে ডিয়ার লটারির বেশ কয়েকজনের কোটিপতি হওয়ার সুসংবাদ শুনে আসছিলাম। এখন আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতেছি যা আমাকে আমার আর্থিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

"MB"
GREAT EASTERN TRADING CO.
NOW OPEN
BECK BAGAN
Opp. Zeeshan, Nr. Quest Mall, M : 9830124057
0% Interest* Down Payment
GREATEST AC Festival
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
SOLID CHILL
Lowest Bill
With Inverter AC
1 + 4 yrs. FREE COMPREHENSIVE WARRANTY*
GET FLAT 6000* EXCHANGE VALUE
Discount Upto ₹ 41000 OFF!
15% CASHBACK UPTO ₹ 25000/-*
AIR CONDITIONERS AVAILABLE FROM CAPACITY - 0.8T / 1T / 1.5T / 1.8T / 2T / 2.5T & STAR RATING - 3 STAR / 4 STAR / 5 STAR
LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
180 LTR 184 LTR 188 LTR 190 LTR 207 LTR 207 LTR 210 LTR 224 LTR 235 LTR 240 LTR 244 LTR
FREE Mixer Grinder (3 Jar)
OFFER PRICE
₹14490* ₹14990* ₹15990* ₹15990* ₹16490* ₹18990* ₹19990* ₹20490* ₹21490* ₹24990* ₹24990*
268 LTR 272 LTR 243 LTR 293 LTR 358 LTR 408 LTR 445 LTR 401 LTR 596 LTR 600 LTR
CONVERTIBLE
4 IN 1 CONVERTIBLE
OFFER PRICE
₹26990* ₹27990* ₹30490* ₹33490* ₹37490* ₹39490* ₹52990* ₹57990* ₹61990* ₹67990*
LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
6.5 KG 7 KG 7 KG 7 KG 6.5 KG 7 KG 7 KG 7 KG 8 KG 8.5 KG 11 KG
FREE IRON
OFFER PRICE
₹13990* ₹14990* ₹16490* ₹17990* ₹18490* ₹18490* ₹19490* ₹19990* ₹21990* ₹22490* ₹27990*
7 KG 6.5 KG 7 KG 6.5 KG 8 KG 8 KG 8 KG 9 KG 9 KG 10 KG 13 KG
FREE IRON
OFFER PRICE
₹27490* ₹29990* ₹29990* ₹31990* ₹31990* ₹33490* ₹34490* ₹35490* ₹38990* ₹46490* ₹58490*
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257
BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100
RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028
MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029
BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660
JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859
S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025
COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240
DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

ONIDA FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 32990
ONIDA FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 37990
ONIDA FREE KETTLE 2 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 44990
MITSUBISHI ELECTRIC FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 38990
MITSUBISHI ELECTRIC FREE KETTLE 1.8 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 44990
MITSUBISHI ELECTRIC FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 46990
Whirlpool FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 33990
Whirlpool FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 38990
HITACHI FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 38990
HITACHI FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 45990
Carrier FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 37990
Carrier FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 43990
Godrej FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 33990
Godrej FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 38990
Panasonic FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 39990
Panasonic FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 49990
Panasonic FREE KETTLE 2 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 56990
IFB FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 35990
LLOYD FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 36990
LLOYD FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 42990
LLOYD FREE KETTLE 2 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 47990
Haier FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 36990
Haier FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 43990
IFB FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 40990
VOLTAS FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 36990
VOLTAS FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 42990
BLUE STAR FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 38990
BLUE STAR FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 45990
LG FREE KETTLE 1.5 Ton - 3 S - Inv. Offer Price ₹ 38990
LG FREE KETTLE 1.5 Ton - 5 S - Inv. Offer Price ₹ 46990
BAJAJ BUILT FOR LIFE 36 L Cost Price ₹ 6500/-
BAJAJ BUILT FOR LIFE 42 L Cost Price ₹ 6600/-
BAJAJ BUILT FOR LIFE 55 L Cost Price ₹ 9500/-
HAVELLS 35 L Cost Price ₹ 6500/-
HAVELLS 51 L Cost Price ₹ 9500/-
HAVELLS 55 L Cost Price ₹ 10500/-
HAVELLS 65 L Cost Price ₹ 10500/-
USHA 45 L Cost Price ₹ 9000/-
USHA 70 L Cost Price ₹ 12500/-

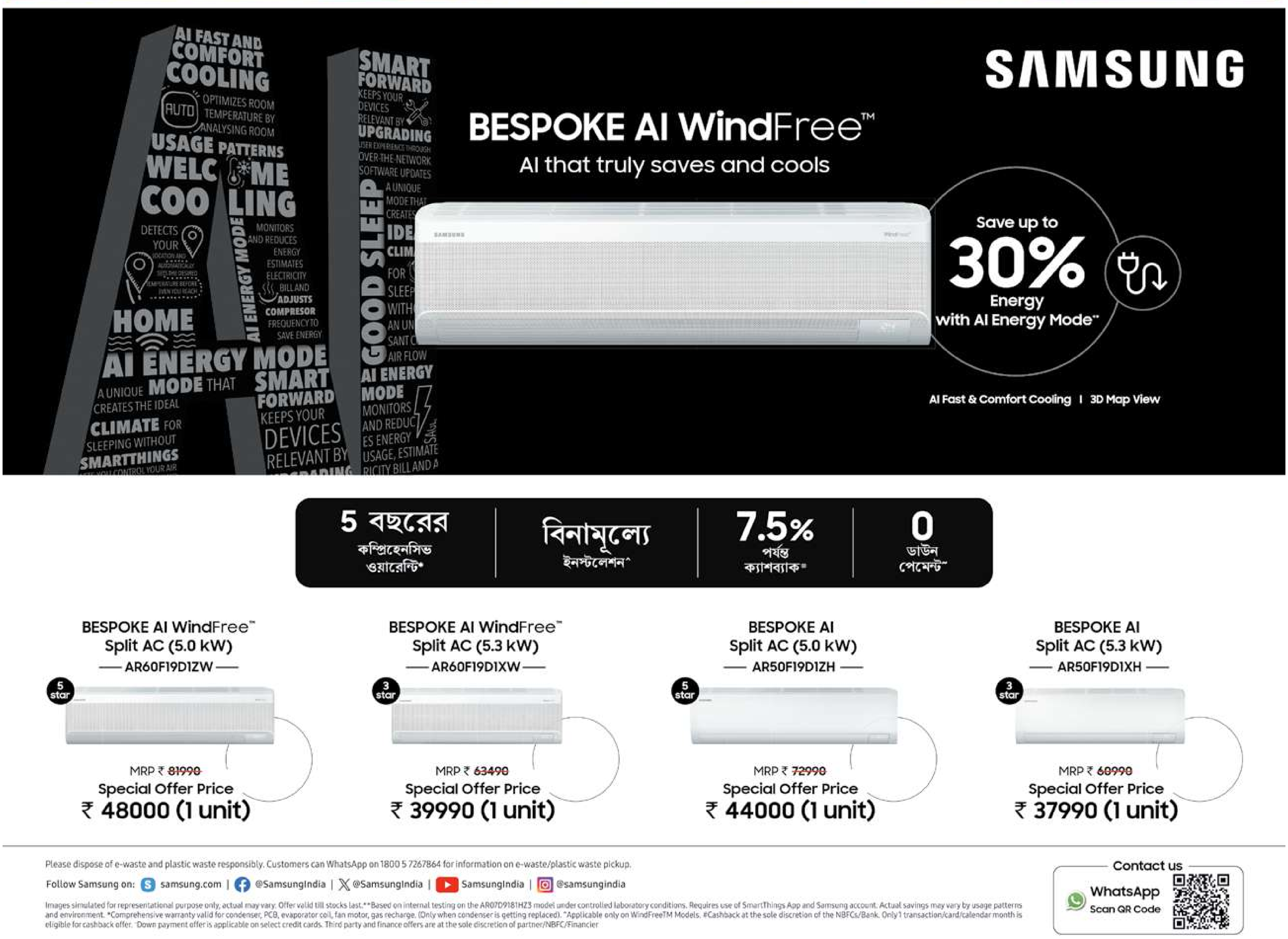

SAMSUNG
BESPOKE AI WindFree™
AI that truly saves and cools
Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**
AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View
5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*
বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^
7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক#
0 ডাউন পেমেন্ট~
BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.0 kW) AR60F19D1ZW 5 star MRP ₹ 81990 Special Offer Price ₹ 48000 (1 unit)
BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.3 kW) AR60F19D1XW 3 star MRP ₹ 63490 Special Offer Price ₹ 39990 (1 unit)
BESPOKE AI Split AC (5.0 kW) AR50F19D1ZH 5 star MRP ₹ 72990 Special Offer Price ₹ 44000 (1 unit)
BESPOKE AI Split AC (5.3 kW) AR50F19D1XH 3 star MRP ₹ 60990 Special Offer Price ₹ 37990 (1 unit)
Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.
Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia
Contact us WhatsApp Scan QR Code
Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offer valid till stocks last.**Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account. Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). ^Applicable only on WindFreeTM Models. #Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. ~Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier

টুকরো খবর

রাস্তা সংস্কার

গঙ্গারামপুর, ২৮ এপ্রিল : দীর্ঘদিনের টালবাহানের পরে অবশেষে গতি পেয়েছে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে প্রবেশের লিংক রোডের সংস্কারের কাজ। এক বছর আগে এই লিংক রোডের সংস্কারের কাজ শুরু হলেও মাঝে একাধিকবার বন্ধ হয়েছিল। এবার ওই কাজের গতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাস্তাটি চওড়া করে রাস্তায় পাথর ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। স্টেশনের লিংক রোডের সংস্কারের কাজ পুনরায় শুরু হওয়াতে খুশি সাধারণ রেলযাত্রী থেকে শুরু করে শহরবাসী।

রক্তদান শিবির

তপন, ২৮ এপ্রিল : তীব্র গরমে জেলার হাসপাতালগুলি রক্তসংকট ভুগছে। সেই কথা চিন্তা করে রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ। রবিবার তপন থানা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি প্রদীপ সরকার, তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা প্রমুখ।

মার্কেট পরিদর্শন

কালিয়াচক, ২৮ এপ্রিল : বন্ধ হয়ে থাকা কালিয়াচক কোকুন মার্কেটে রুরাল হাটের কাজের হালহকিকত খতিয়ে দেখতে কালিয়াচকে আসলেন এমএসএমই বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা দীপঙ্কর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বৈজ্ঞানিক ডক্টর দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মণ্ডল, কালিয়াচক কোকুন মার্কেটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আশিস দাস প্রমুখ।

সম্মেলন

হরিরামপুর, ২৮ এপ্রিল : রবিবার ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন হরিরামপুর লোকাল কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল উখলি গ্রামে। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শুভ্রজিৎ দাস।

চিকিৎসা শিবির

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির সহযোগিতায় বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারে বিশেষ সেমিনার ও চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হল।

নিঃশুল্ক পাঠদান

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জ শিশুসদনের আবাসিকদের জন্য বিশেষ ক্লাস নেন শিক্ষিকা আলপনা কুণ্ডু। আবাসনের নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য প্রতি বছরই এমন আয়োজন করে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলে জানালেন আবাসন কর্তৃপক্ষ।

শিলান্যাস

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জ পুরসভার মোহনবাটী হাইস্কুলের সামনের রাস্তা ডুবে থাকে নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনের জলে। এরকম পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বারংবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন গভীর ড্রেন নির্মাণের। এলাকাবাসীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে গভীর ড্রেন নির্মাণের কাজের সূচনা করল রায়গঞ্জ পুরসভা। রবিবার পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস কাজের শিলান্যাস করেন।

স্ক্রিনে দিঘা

কুশমণ্ডি, ২৮ এপ্রিল : দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সাধারণ মানুষকে দেখানোর প্রস্তুতি শুরু করল কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর ব্লক প্রশাসন। কুশমণ্ডির মহিপাল রাস্তায় অবস্থিত মিতালি মন্দিরের সামনে বসানো হবে জায়েন্ট স্ক্রিন। পরিদর্শন করেন বিডিও নয়না দে, আইসি তরুণ সাহা, বিধায়ক রেখা রায় প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠা দিবস

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : রবিবার বিকেলে সংস্থার ৪০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল জেলার একমাত্র পাহাড়ি সংস্থা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন সংগঠনের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত হয় একটি রক্তদান শিবির।

রাস্তার সূচনা

কুশমণ্ডি, ২৮ এপ্রিল : কুশমণ্ডি ব্লকের কাফিয়ার গ্রামের নতুন রাস্তার কাজের সূচনা হল। রাস্তার কাজের সূচনা করেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রূপসেনা খাতুন।

তুমি কোন কাননের ফুল...। সোমবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত ছেলে

পারিবারিক বিবাদে স্ত্রীর মাথায় কোপ

গৌতম দাস

গাজোল, ২৮ এপ্রিল : সম্ভবত পারিবারিক কলহের জের। আর তার জেরেই স্ত্রীকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কোপালেন স্বামী। মাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলের হাতেও মারা হয় কোপ। এরপর বাড়ির পেছনে সাবমার্সিবল পাম্পে রক্তাক্ত হাত-পা ধুয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত স্বামী। খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর বাড়ির লোকেরা এসে মা ও সন্তানকে উদ্ধার করে নিয়ে যান গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। আঘাত গুরুতর হওয়ায় দু'জনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় রক্তাক্ত হাঁসুয়া। পলাতক স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ

ঘটনা গাজোলের মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শরৎপল্লির। এখানেই বসবাস করেন সন্তোষ বর্মন এবং তাঁর পরিবার। সন্তোষ বর্মন মাঝেমধ্যেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে যান। অভিযোগ,

> **স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া শুরু হয়। উত্তরে আমি বলেছিলাম, যদি আমার সঙ্গে ঘর করতে অসুবিধা হয়, তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে ওদের সামনে খারাপ কথা বলবে না। এরপরই আমাকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপাতে শুরু করেন।**
>
> **টগরি বর্মন**
> **আহত গৃহবধূ**

সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে পরিবারের মধ্যে কলহ চলছিল। সম্ভবত এর জেরেই এদিন সকালে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে সন্তোষ বর্মন স্ত্রী টগরি বর্মনের (৩৬) মাথায় কোপ মারেন। এর ফলে মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। হাত দিয়ে বাঁচাতে গেলে সেই হাতেও তৈরি হয়েছে গভীর ক্ষত। মাকে বাঁচাতে ছুটে আসে বছর পনেরোর ছেলে। (প্রণব বর্মন)। তার হাতেও কোপ মারা হয়। টগরি বর্মন এবং তাঁর ছেলের আর্ত চিৎকার শুনে ছুটে আসেন পাড়া-প্রতিবেশীরা।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আহত গৃহবধূ টগরি বর্মনের অভিযোগ, 'ঘটনা সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। আমি ভাত রান্না করছিলাম। সেই সময় স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া শুরু হয়। স্বামী নানা ধরনের কটু কথা বলছিলেন। উত্তরে আমি বলেছিলাম, যদি আমার সঙ্গে ঘর করতে অসুবিধা হয়, তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে ওদের সামনে খারাপ কথা বলবে না। এরপরই আমাকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপাতে শুরু করেন।'

ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শরৎপল্লি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর সিংহ, ক্ষীরোদা মণ্ডলদের দাবি, সম্ভবত পারিবারিক কলহের জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল। যে হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেটি পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত সন্তোষ বর্মন ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

ইউনিফর্ম কার জন্য...

কালিয়াগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : সরকারের তরফে স্কুলে পাঠানো হয়েছে ইউনিফর্ম। তবে সেই ইউনিফর্ম পড়বে কে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। আড়ে-বহরে সেই পোশাক এতটাই বড় যে হাফ প্যান্ট প্রায় ফুল প্যান্ট হওয়ার জোগাড়। ফুল শার্টের হাতা হাত টপকে কোমর ছুঁয়েছে। স্কুল শিক্ষকদের কটাক্ষ, 'এটা কি আদৌ ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম, নাকি শিক্ষকদের জন্য তৈরি নববর্ষের উপহার?'

দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি নীল ও সাদা রংয়ের স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন স্কুলে। প্রথমত, জামা ও প্যান্টের অদ্ভুত মাপ। দ্বিতীয়ত, কাপড়ের গুণগতমান। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো পায়ের জুতো নিয়েও রয়েছে অভিযোগ। কারও জুতো টাইট আবার কারও ঢিলে।

কালিয়াগঞ্জ রাধিকাপুর অঞ্চলের উদগাঁও এফপি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অয়ন দত্তের অভিযোগ, '২০২৪ সালে শ্রেণিভিত্তিক জামা ও প্যান্টের মাপ নিয়ে যায় স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী। ২০২৫ সালে তা আমাদের স্কুলে সরবরাহ করা হয়। তারপর দেখি, ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া মাপের সাথে অধিকাংশ জামা ও প্যান্টের মাপের কোনও মিল নেই। এব্যাপারে রাজ্য সরকারেরও কোনও হেলদোল নেই। ফলে, স্কুল ইউনিফর্ম ছাড়াই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে বাধ্য হচ্ছে।'

এব্যাপারে, কালিয়াগঞ্জ ২ নং সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত এসআই তানিয়া রুবায়েত ইসলাম জানালেন, এধরনের কোনও অভিযোগ তাঁর কাছে যায়নি। সুতরাং, এ ব্যাপারে তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকারের আশ্বাস, 'যদি ছোট-বড় স্কুল ইউনিফর্ম হয়ে থাকে, তাহলে তা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখব।'

বটুনে অঞ্চল সভা

কুমারগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে অশান্তি ও চাকরিহারাদের বিরুদ্ধে সিপিএম-বিজেপির চক্রান্তের অভিযোগ সামনে রেখে কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন পঞ্চায়েতে একটি অঞ্চল সভা করল তৃণমূল। বটুন জুনিয়ার বেসিক স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সভায় তৃণমূলের বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা নেতা মফিজুদ্দিন মিয়াঁ, জেলা পরিষদ সদস্য রিয়াজুল মণ্ডল প্রমুখ।

পাচারের অভিনব পন্থা, হিলিতে গ্রেপ্তার ১

ডিমের কার্টনের গোপন চেম্বারে মাদক

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৮ এপ্রিল : ৩০টি ডিমের কার্টন একসঙ্গে রেখে তারমধ্যে সুকৌশলে কেটে তৈরি করা হয়েছে চেম্বার। আর সেই চেম্বারের মধ্যে বস্তা ভর্তি গাঁজা। পাচারের অভিনব কায়দায় ভ্যাবাচ্যাকা পুলিশও। যদিও পাচারের ছক বানচাল করেছে হিলি থানার পুলিশ।

সোমবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করে প্রায় ১ কুইন্টাল গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হিলিতে নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে কয়েকজনের কাছে গাঁজা পৌঁছানোর কথা ছিল। তারপরে বাংলাদেশে ওই গাঁজা পাচারের ছক কষেছিল কারবারিরা। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক তরুণকে। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে আদালতে পেশ করবে পুলিশ। সোমবার দুপুরের ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে সীমান্তে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ডিমের কার্টনগুলি প্রথমে শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাটে নিয়ে আসা হয়। এরপর বালুরঘাট থেকে টোটোতে করে হিলির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল। সোমবার সকালে গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশিতে হিলি থানার বক্সীগঞ্জ এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গ্যারাজের সামনে খালি ডিমের কার্টনের একাধিক বান্ডিল নজরে আসে পুলিশের। এরপরেই ডিমের কার্টনের বান্ডিলগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণের অস্বাভাবিক গতিবিধি নজরে পড়ে পুলিশের। তাদের সন্দেহ জোরালো হয়। ওই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জবাবে অসংগত উত্তর দিতে শুরু করে তরুণ।

এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছান হিলি থানার আইসি। তারপর তল্লাশির জন্য ডিমের কার্টনের বান্ডিল খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। ৮টি বান্ডিলের ভেতরে রাখা ৮টি বস্তা থেকে ৯৩ কেজি ৪১০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। ওই গাঁজা পাচারের জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেড়েছে পুলিশ।

এপ্রসঙ্গে ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হিলি থানার পুলিশ ত্রিমোহিনীর চাপাহাট এলাকার কাঞ্চন হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে প্রায় এক কুইন্টাল গাঁজা জাতীয় মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে সে এগুলি নিয়ে আসছিল। মূলত হাতবদলের মাধ্যমে সেগুলি বাংলাদেশ পাচার হত। আমরা ১২দিনের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে পাঠাচ্ছি।'

'এত পরিমাণ গাঁজা কার কাছে থেকে এনেছে, কোথায় দেওয়া হচ্ছিল, এর ভেতরে আরও কোনও বড় চক্র জড়িত আছে কি না তা তদন্ত করে দেখব' বলেও জানিয়েছেন তিনি।

উদ্ধার হওয়া কার্টন। সোমবার হিলিতে। - সংবাদচিত্র

পাচারের হালহকিকত

- **হিলি থানার বক্সিগঞ্জ এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গ্যারাজের সামনে ডিমের কার্টনের একাধিক বান্ডিল নজরে আসে পুলিশের**
- **এরপরেই ডিমের কার্টনের বান্ডিলগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণের অস্বাভাবিক গতিবিধি নজরে পড়ে**
- **তল্লাশিতে ৮টি বান্ডিলের ভেতরে রাখা ৮টি বস্তা থেকে ৯৩ কেজি ৪১০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা**

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নির্ভেজাল আড্ডা।। হলদিবাড়ি হাসপাতাল মাঠে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

রাস্তা বেহালে কোথাও বিপদ, কোথাও সমস্যার সমাধান

দুই পাশে মরণফাঁদ, চলাচলই দায়

পরাগ মজুমদার

মুর্শিদাবাদ, ২৮ এপ্রিল : রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের উদ্দেশে খোঁড়া হয়েছিল রাস্তার দু পাশ। কিন্তু বছর পার হতে চললেও ওই সড়ক না হয়েছে সম্প্রসারণ না হয়েছে সংস্কার। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানাখন্দের মুখে পড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। অনেকবার আবেদন- নিবেদন করে কোনও ফল না পেয়ে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর - লালগোলা রাজ্য সড়কের অন্তর্গত লালবাগের রেসবাগে পথ অবরোধ করেও মেলেনি ফল। এই ব্যাপারে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের এক উচ্চ আধিকারিক বলেন, 'সড়ক সম্প্রসারণের কাজের জন্য ওই এলাকার রাস্তার দুপাশ গর্ত করে খোঁড়া হয়। অবশ্য পূর্ত দপ্তর কথা দিয়েছে ফের কাজ করা হবে নিশ্চিত।' জানা গেছে, জেলার প্রবেশপথ বলে পরিচিত বহরমপুর থেকে লালগোলা রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয় বছর দেড়েক আগে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে লালবাগ রৌশনবাগ বিএসএফ হেডকোয়ার্টার্র সংলগ্ন এলাকার রেসবাগে রাজ্য সড়কের দুপাশে গভীর গর্ত করে মাটি তোলা হয়। এর ফলে ওই সড়কের পাশ বরাবর বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরিয়েই রাজ্য সড়কে উঠতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছিলেন। আবার একটু হাওয়া উঠলেই ধুলোবালিতে বাড়িঘরে মাটির আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় মতলেব শেখ ও বরজাহান আলি বলেন, 'রাস্তা বড় করতে যখন কাজ শুরু হয় খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতা বড্ড কষ্টকর হয়ে উঠল। রাস্তার কাজ যথাসময়ে শেষ হলে এই দুর্ভোগে পড়তে হত না।'

ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত।

সড়ক সম্প্রসারণের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে হওয়ায় বাসিন্দাদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। ফলে সড়ক সংস্কারের ব্যাপারে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল বলে দাবি করেন স্থানীয় বাসিন্দা দাবিরুল শেখ, মুর্তজা হোসেন।

কাজ শুরুর খুশিতে রসগোল্লা বিলি

নবগ্রাম, ২৮ এপ্রিল : অবশেষে অপেক্ষার অবসান। গ্রামের ১২০০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হল। এত বছর ধরে ঢালাই না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়তেন মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের নারায়ণপুর ছোট বাথান সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ।

এবার ওই রাস্তার কাজের সূচনা হতেই গ্রামের মানুষ রসগোল্লা বিলি করলেন। নারকেল ফাটিয়ে ওই রাস্তার কাজের সূচনা করেন বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপলাল মণ্ডল, সহ সভাপতি মহম্মদ এনায়েতুল্লাহ প্রমুখ। বিধায়ক বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনে রাস্তা তৈরি করা হবে।'

তৈরি হচ্ছে মিষ্টি। - সংবাদচিত্র

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে নবগ্রাম নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিএনএল রোড থেকে হরিদাসডাঙা এলাকায় ১২০০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজ হবে। ওই রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। এতদিন বর্ষাকালে এলাকার মানুষকে ঘুরপথে গোপগ্রাম হয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠতে হত। বর্ষাকালে সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হত অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

এদিকে কাদা পেরোতে না পেরে এলাকার বয়স্ক ও স্কুল পড়ুয়ারা বর্ষাকালে প্রায় গৃহবন্দি হয়ে দিন কাটাতে হত বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে স্বপন সরকার, বিকাশ রায়রা বললেন, গ্রীষ্মকালে এই রাস্তা পেরিয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে হত। তবে বর্ষাকালে চরম ভোগান্তি পোহাতে হত কয়েকটি গ্রামের মানুষকে।'

পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম মণ্ডল বলেন, 'রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। রাস্তাটি হয়ে গেলে ছোট বাথানের পাশাপাশি কারগিলডাঙা, হরিদাসডাঙা, নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন।' এব্যাপারে নবগ্রাম পঞ্চায়ত সমিতির সহ সভাপতি তথা ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ এনায়েতুল্লাহ বলেন, 'ওই রাস্তা নির্মাণের ফলে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যাবে। তাছাড়া বাসিন্দারা সহজে জাতীয় সড়কে উঠে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। ব্যবসা বাণিজ্যেও বাড়বে।'

অর্থ সংকটে পেশা বদল বহুরূপীদের

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৮ এপ্রিল : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীনাথের কথা মনে আছে? সে ইচ্ছেমতো রূপ বদল করে মানুষকে আনন্দ দিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপবদল হয়ে উঠেছিল এক শ্রেণির মানুষের জীবন জীবিকার মাধ্যম। 'বহু' অর্থাৎ অনেক, 'রূপ' অর্থাৎ সৌন্দর্য। অর্থাৎ অনেক রকমের রূপসজ্জা। তাই বোধ হয় পেশাটির নাম হয়েছিল বহুরূপী।

মনোরঞ্জনের জন্য এখন রয়েছে হাজারো উপাদান। সেই ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে 'বহুরূপী'র পেশা। তাঁরা বাধ্য হয়ে পেশা বদল করছেন। পথেঘাটে বহুরূপীর দেখা মিললেও সেটা কদাচিৎ।

এমনই এক 'বহুরূপী'র দেখা মিলল বামনগোলায়। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, কখনও গাড়িতে চেপে মানুষের মনকে রাঙিয়ে তুলছেন। মানুষ উপভোগ করছেন। 'বহুরূপী'র নাম বিজয়নাথ। তিনি বলেন, 'আগে এই পেশায় ভালো আয় হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিনোদনের রকমারি দরজা খুলে যাওয়ায় এই পেশায় মানুষের উৎসাহ খুব একটা নেই। রূপসজ্জার উপকরণের খরচও বেড়েছে। আবার টাকাপয়সা তেমন মেলে না। সংসার চালাতে হিমসিম অবস্থা। এত সমস্যা দেখে নতুন প্রজন্ম আর এই পেশাতে আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।'

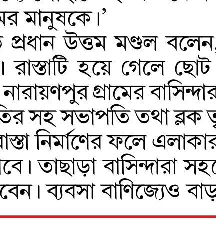

তবুও কেন এই পেশা ছাড়তে পারছেন না, সেটাও অকপটে জানিয়ে দিয়েছেন বিজয়নাথ তিনি বলেন, 'আমি ভালোবাসি বলে এই পেশাকে এখনও ধরে রাখার চেষ্টা করছি। তবে কতদিন পারবো জানি না। নতুন প্রজন্ম এই পেশায় না এলে হয়তো গ্রামবাংলায় আর বহুরূপীদের দেখা যাবে না। এক সময় হারিয়ে যাবে।'

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস

পতিরাম, ২৮ এপ্রিল : ভয়াবহ গরমে নাজেহাল দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার মানুষ। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকার ফলে এই অস্বস্তিকর পরিবেশ। অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিল মাঝিয়ান হাওয়া অফিস। রবিবার দুপুরের পর বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৬১ থেকে ৭৯ শতাংশের মতো।

রবিবার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীদিনে গরমে আরও নাজেহাল হতে পারেন দুই জেলার মানুষ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।

রবিবারের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, 'আগামী ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনদিন মিলিয়ে দুটি জেলায় সর্বোচ্চ ২০ মিলিমিটার করে বৃষ্টি হতে পারে। এই তিনদিন দুই জেলায় আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকতে পারে।' আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডক্টর জ্যোতির্ময় কারফর্মা বলেন, 'গত তিনদিনে দক্ষিণ দিনাজপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস । আগামীদিনে এই তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে পৌঁছাতে পারে । সেক্ষেত্রে আরও তীব্র গরম অনুভূত হবে। জনজীবনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।'

পতিরাম চৌরঙ্গিতে গর্ত, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

পতিরাম, ২৮ এপ্রিল : যত কাণ্ড পতিরাম চৌরঙ্গিতেই! এক সময়ে যানজটের কবলে থাকা চৌরঙ্গি মোড়ের সমস্যায় স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল চালু হওয়ার পরে এই সমস্যা মিটেছে প্রায় এক বছর আগে। তবে সমস্যার যেন আর শেষ নেই। মাঝে রাস্তার মধ্যে বিশাল গর্ত তৈরি হয়ে বেশ কিছু টোটো ও বাইক উলটে যাওয়ার পর প্রশাসনের তৎপরতায় তা মেরামত করা হয়েছিল।

কিন্তু ফের একমাস আগে পাইপ ফেটে জল লিকের সমস্যা দেখা দেয়। রাস্তা খুঁড়ে পাইপ সারানো হলেও আজও তার উপর পিচ বসানো হয়নি। আর এখন বিদ্যেশ্বরী মন্দিরের সামনেই পতিরাম-কুমারগঞ্জ রোডের উপরে পাকা রাস্তায় তৈরি হয়েছে আরেকটি বড়সড়ো গর্ত। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করছেন, শীঘ্রই মেরামত না হলে বর্ষার জলে গর্তটি কুয়োর আকার ধারণ করবে।

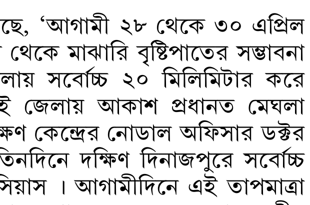

উঠে গিয়েছে পিচের চাদর।

ব্যবসায়ী ছোটন সাহা বলেন, 'গর্তটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। এখনই সামান্য বৃষ্টিতেই গর্ত থেকে গাড়ির চাকায় জল ছিটকে পড়ছে পাশের দোকান এবং পথচারীদের গায়ে। আর বর্ষায় যদি জল জমে থাকে, তাহলে টোটো, বাইক বা সাইকেল উলটে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল।' পথচারী ও দোকানদাররা দ্রুত মেরামতির দাবি তুলেছেন। ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্বল ঝা আশ্বাস দিয়েছেন, 'অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শ্রমিক সম্মেলন

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : সিআইটিইউ অনুমোদিত দক্ষিণ দিনাজপুর টালি ও ইটভাটা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন হল বালুরঘাটে শ্রমিক কৃষক ভবনে। পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। রবিবার দুপুরে ইউনিয়নের শতাধিক সদস্য সম্মেলনের সভাকক্ষে উপস্থিত হয়ে তাদের পেশাগত সমস্যা সহ সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মূল দাবিগুলি ছিল শ্রমিকদের সরকারি রেজিস্ট্রেশন, ইট ও টালি ভাটার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত বা মারা গেলে মালিক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সচেতনতা সভা

কুমারগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : ভালো মাইনের কাজ, বড়লোক পাত্রের সঙ্গে বিয়ের প্রলোভন ইত্যাদি টোপ দিয়ে ভিন রাজ্যে শিশু ও নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম, পকসো আইন, শিশুশ্রম বন্ধ করা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ড্রপ আউট হওয়া ছাত্রছাত্রীদের পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার নানাবিধ বিষয় নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা সভা হল কুমারগঞ্জে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শক্তি বাহিনীর উদ্যোগে ও জয়দেবপুর এফইউ ও সিনিয়ার মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় জয়দেবপুরে আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন শক্তি বাহিনীর ভিকটিম সাপোর্ট অফিসার স্বরূপ বসাক ও চন্দনা সরকার, জয়দেবপুর সিনিয়ার মাদ্রাসার টিচার ইনচার্জ সাত্তার আলি সরকার প্রমুখ।

অপরদিকে, আরব বাদকানাই হাই মাদ্রাসায় শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। সোমবার শক্তি বাহিনীর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচি হয়। শক্তি বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবু সরকার ও চন্দনা সরকার মণ্ডল প্রমুখ। এই শিবিরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু পাচার প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

জয় তৃণমূলের

জয়নগরে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়। কোনও দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয়নি এই নির্বাচনে। ২৯টি আসনে ১৭ জন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন।

ঝড়-বৃষ্টি

আগামী সাতদিন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। দক্ষিণের জেলাগুলিতেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। কিছু জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা।

কমল পড়ুয়া

চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিএড কলেজগুলিতে অনেকটাই কমল পড়ুয়ার সংখ্যা। ৬০০টির বেশি কলেজে প্রায় ৭০০০ আসন ফাঁকা রইল।

হেনস্তা

হাওড়ার আমতায় শিক্ষিকাকে হেনস্তার ঘটনায় এক শিক্ষক সহ শিক্ষিকাদের মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার হাজরা থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অবধি অভিযান ছিল শিক্ষাকর্মীদের। সেখানেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন চাকরিহারারা।

হাসেন অন্তর্যামী...

জয় শ্রীরামের জবাব ‘জয় জগন্নাথ’

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : জগন্নাথধামের দিকে আঙুল তুলে স্বামী বললেন, ‘দেখো দেখো, মোদির যেমন অযোধ্যা মন্দির, সেরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দিঘার জগন্নাথধাম।’ আর শোনা গেল না। কারণ, পুলিশ ততক্ষণে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে রাস্তার অন্যদিকের ফুটপাথে।

পথচলতি মানুষের এই কথাটা পাড়তেই মুচকি হাসলেন রাধারমণ দাস। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করার পরেই এর পরিচালনভার যাচ্ছে ইসকনের ওপরেই। রাধারমণ মুচকি হেসে বললেন, ‘এই মন্দিরে ঢুকলেই আপনি বুঝবেন আর দশটা মন্দিরের সঙ্গে এর ফারাক। একটা আলাদা অনুভূতি হবে। আমি বুঝতে পারছি মুখ্যমন্ত্রী প্রভুর আশীর্বাদধন্য। নইলে এরকম মন্দির তৈরি হতে পারত না।’

একই কথা বলছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৬-এর নির্বাচনে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানকে ভোঁতা করতেই মমতা ‘জয় জগন্নাথ’ স্লোগান ভাসিয়ে দিলেন দিঘার সমুদ্রতট থেকে। তার ঢেউয়ে জয় শ্রীরামের টেকা দায় হবে। কেন ‘জয় জগন্নাথ’ স্লোগান বেশি গ্রহণযোগ্য, তাও ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁরা বলছেন, আম বাঙালির কাছে রামের চেয়ে জগন্নাথ দেব অনেক কাছের। কমবেশি সব বাঙালিই অন্তত একবার পুরীর জগন্নাথধামে গিয়েছেন। ছোট থেকে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সঙ্গে কান অভ্যস্ত। তাই চেনা ধ্বনি মনের গভীরে ঢুকতে বেশি সময় নেবে না। এটা বুঝেই মমতা দলের সব পর্যায়ে জয় বাংলার পাশাপাশি এই ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্বোধনের লাইভ কভারেজ যাতে বড় পর্দায় সব জায়গায় দেখানো হয়, ভালো করে সে ব্যাপারেও জেলায় জেলায় সব স্তরের কর্মীদের কাছে নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে।

২০ একর জমিতে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈরির পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। ২১৩ ফুট উঁচু এই মন্দির তৈরির ঘোষণা হয়েছিল ২০১৯ সালেই। কিন্তু মাঝে একটা বিধানসভা নির্বাচন এসে যাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি। শেষমেশ ২০২২ সালে হিডকোর অধীনে নির্মাণকাজ শুরু হয়। এই মুহূর্তে মমতার কাছে এটিই টপ প্রায়োরিটি। তাই বহু মন্ত্রী-সান্ত্রী নিয়ে তিনি সোমবার দুপুর থেকেই এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ও শীর্ষ পদাধিকারীরা এখন দিঘায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দুপুরে দিঘায় পৌঁছেই কটকটে রোদে একবার মন্দির পরিদর্শনে আসেন। মাঝে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়েই তিনি আবার বিকালে চলে আসেন মন্দির চত্বরে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘাঁটিতে মমতার এই মন্দির রাজনীতি নিঃসন্দেহে তাঁকে অনেকটাই অস্বস্তিতে ফেলেছে। তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন, এই মন্দিরে তিনি আদৌ আসবেন না। তবে মন্দির উদ্বোধনের প্রাক মুহূর্তে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন প্রণামীর অধিকার নিয়ে। তাঁর জিজ্ঞাসা, ‘মন্দিরে জগন্নাথ দেবের চরণে যে প্রণামী দেবেন তা কে পাবে, এটা কি মন্দিরের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, নাকি এটা হিডকোর আয়ের একটা উৎস হিসাবে গণ্য হবে?’ বিজেপির অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে নেতাদের মন্তব্য থেকে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কি আদৌ মন্দির? কাগজে-কলমে তো বলা আছে এটি জগন্নাথধাম সংস্কৃতিকেন্দ্র। এভাবে ভক্তদের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা হচ্ছে কেন?

তৃণমূল নেতারা বলছেন, দিদিকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলে একটা সময় রীতিমতো উত্ত্যক্ত করা হয়েছে। এবার ওরা জয় জগন্নাথ সামলাক। দেখ, কেমন লাগে!

কৌশল

- রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাঙালির কাছে রামের চেয়ে জগন্নাথ অনেক কাছের
- ছোট থেকে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সঙ্গে কান অভ্যস্ত
- তাই চেনা ধ্বনি মনের গভীরে ঢুকতে বেশি সময় নেবে না
- সেজন্যই মমতা জয় বাংলার সঙ্গে ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন

ভগবানের সঙ্গে কোনও ঝগড়া নেই : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : আমন্ত্রণ পেলেও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে যে যাবেন না, আগেই তা জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর দলের সতীর্থ, প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ সোমবার জানিয়ে দিলেন, আমন্ত্রণ তাঁকেও করা হয়েছে। সময়-সুযোগ করতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই বুধবার দিঘার মন্দির উদ্বোধনে যাবেন। ওই দিন হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় দলের একটা অনুষ্ঠান আছে। এটা পূর্বঘোষিত। তাঁর থাকার কথা। ওই অনুষ্ঠানে দলের উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলে সময় বের করতে পারলে অবশ্যই বুধবার তিনি দিঘায় পৌঁছোবেন। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘শুভেন্দুবাবু যাবেন না, এটা ওঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভগবানের সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই। মন্দির উদ্বোধনে যেতে বাধা কোথায়? যেতেই পারি।’

সোমবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কাছে মন্দির উদ্বোধন নিয়ে এই মন্তব্য করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তিনি। টেনে এনেছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিলের কথা, ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের গুরুত্বপূর্ণ মামলা, আর দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আন্দোলনকারী হাজার হাজার টেট পাশ করা অসংখ্য চাকরিপ্রার্থীর কথা। তিনি বলেন, ‘মন্দির, পুজোপাঠ এসব তো থাকবেই, তবে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এসব নিয়ে ভাবা উচিত। ওটা তো মানুষের রুটিরুজির প্রশ্ন। মন্দিরের আগে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত যোগ্য শিক্ষিতদের রুটিরুজির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সব দেখে তো মনে হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসব নিয়ে উদাসীন।’

দিলীপ বলেন, ‘দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার বছরের কথা বলেছেন। তাহলে বলতে হয়, আসল দায়িত্বে মন না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্দির উদ্বোধন করে নিজে অমর হতে চাইছেন? নাহলে রাজ্যের শিক্ষিত সমাজের চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে মন্দির উদ্বোধনে কেন মেতে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী?’ উদ্দেশ্য তাঁর মোটেই ভালো নয় বলেই ধারণা তাঁর।

দিলীপ বলেন, ‘এরপর তো মুখ্যমন্ত্রীকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে মসজিদ তৈরির উদ্যোগও নিতে হবে। ইতিমধ্যেই এই দাবি তাঁরা তুলতেও শুরু করেছেন। কী করবেন মুখ্যমন্ত্রী? এমনিতেই হাজার হাজার চাকরি বাতিল, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যুতে প্রায় দিশাহারা অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল তৃণমূলের। বিপাকে পড়ে অস্বস্তির মধ্যে রাজ্য সরকার সব অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যা পরোক্ষে আদালত অবমাননার শামিল।’

প্রাথমিকের চাকরি বাতিল মামলার শুনানি ৭ মে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে একক বেঞ্চে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনা হয়নি বলে জানালেন তাঁরা। তাই সোমবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে আবেদনকারীদের বক্তব্য, একক বেঞ্চে পর্ষদ কী বক্তব্য রেখেছে তা জানতে চান তাঁরা। এই মামলার সমস্ত নথি তাঁদের কাছে নেই। তাই এদিন প্রাথমিকে মামলার সকল পক্ষকে ৭ মে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘একাধিক আইনজীবীর বক্তব্য একসঙ্গে শোনার সময় নেই আদালতের। যে আইনজীবীদের বক্তব্য একই তাঁদের কোনও একজনের নেতৃত্বে সকলের বক্তব্য একসঙ্গে পেশ করতে হবে।’ ওই দিন প্রথম বক্তব্য জানাবে পর্ষদ।

এদিন আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে নিয়োগ হয়। এর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ২০২৩ সালে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চের নির্দেশে ৪২৫০০ শিক্ষকের মধ্যে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়। তবে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন। পার্শ্বশিক্ষকদের মতো তাঁদের বেতন দেওয়া হবে বলা হয়। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। ওই মামলায় তাঁরা যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা এখনও কর্মরত রয়েছেন। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘আবেদনকারী কারা?’ আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি জানান, দুই ধরনের আবেদনকারী রয়েছেন। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘শীর্ষ আদালত সকল পক্ষের বক্তব্য শুনতে বলে। আপনি দিন নির্ধারণ করুন।’ আবেদনকারীদের তরফে জানানো হয়, পেপারবুকে কী ছিল, তা আমরা জানতে চাই। একক বেঞ্চে পর্ষদ কী বক্তব্য রেখেছিল, সেই সম্পর্কে আমরা অবগত হতে চাই। রাজ্যের উদ্দেশে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘আপনারা কেন পেপারবুক শেয়ার করছেন না?’ তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ৭ মে মামলার শুনানি শুরু হবে। প্রথম সওয়াল করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মামলার সমস্ত পক্ষকে কাগজপত্র বা পেপারবুক আদালতে জমা দিতে হবে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২৫৭৫২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পর প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা নিয়ে ইতিমধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন পর্ষদের তরফে কী বক্তব্য রাখা হয় তা নিয়ে এখন চর্চা।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : রবিবার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগেই ঘোষিত হওয়া দিঘা যাওয়ার দুটি ‘বিশেষ’ লোকাল ট্রেন বাতিল করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রেলের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছে সোমবার। তাদের অভিযোগ, ‘গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বা অনুষ্ঠানের আগে ট্রেন বাতিল করাটা বিজেপির হাতের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকে ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও দিঘাগামী দুটি ট্রেন রাজনৈতিক চাপেই দক্ষিণ-পূর্ব রেল বাতিল করেছে। যে দল হিন্দুত্বের জামা পরে ঘোরে তারাই শুধুমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য ভক্তদেরকে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে বাধা দিচ্ছে।’

বিজেপির আগের একাধিক ‘রেল চক্রান্ত’-এর কথা তুলে ধরেছে তৃণমূল। ২০২৩ সালে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকার দাবিতে জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা যখন বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে দিল্লি গিয়েছিলেন, তখনও কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ট্রেনের আবেদন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। আগেই সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা করা হয়ে গেলেও দিল্লি যাওয়ার আগের দিন বিকালে ই-মেল করে রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন বাতিলের কথা জানান। সেই সময়ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের তরফে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের সময়েও ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিশেষ ট্রেন এবং প্লেনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের আগে এমনভাবে ট্রেন বাতিল করাকে কেন্দ্রের প্রতিহিংসার রাজনীতি বলেই মনে করছে তৃণমূল।

উদ্বোধনের আগে সোমবারই দিঘায় পৌঁছে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন সবকিছু।

মন্দির নিয়ে রাজনীতির অঙ্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সৌজন্যে বাঙালির অক্ষয় তৃতীয়া এবার মন্দিরময়। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধামে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের সংস্কার ও নতুন করে সেখানে পূজার্চনা শুরু হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লক্ষ্য একটাই, বিধানসভা ভোটের প্রাক বর্ষে মন্দির রাজনীতি নিয়ে প্রচারের ‘অমৃত’ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ ছাড়তে নারাজ তৃণমূল-বিজেপি।

দিঘার জগন্নাথধামের উদ্বোধনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। বুধবার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যখন শুরু হবে, প্রায় একই সময়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে ঘোষপাড়া দুর্গামন্দির অথবা দাসপাড়া কালীমন্দিরের কোনওটিতে বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের লালপুর কালী মন্দির, দ্বিঘড়ি পালপাড়া মনসা মন্দির, বেতবোনা শিব মন্দির, ধূলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির দাসপাড়া কালী মন্দির, রতনপুরে মা শীতলা মন্দির, ঘোষপাড়ার দুর্গা মন্দির, ছেদিপাড়া দুর্গা মন্দির ও লালপুর শিব মন্দিরগুলি রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের তালিকায়। সব ঠিকঠাক থাকলে বুধবার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার শুভক্ষণেই মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সুকান্তর হাতে মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে একইদিনে দিঘা ও মুর্শিদাবাদের শাসক-বিরোধী এই মন্দির রাজনীতির তর্জায় নতুন করে সরগরম হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রীর বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেছেন, ‘রাজ্যে হিন্দুদের যে মন্দির রয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। অথচ নতুন মন্দির করে হিন্দুত্বের জাহির করতে চান তিনি।’

এদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর ওইদিনে কাঁথিতে বিশেষ কর্মসূচি এখনও আদালতের গেরোয় আটকে। মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার মন্দিরের উদ্বোধনের ঘোষণার দিনেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে শুভেন্দুও কাঁথিতে জগন্নাথ মন্দিরের শিলান্যাসের কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ তারিখ কাঁথিতে সেই মন্দিরের শিলান্যাস হওয়ার কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার কর্মসূচির জেরে ওইদিনে একই জেলায় শুভেন্দুর কর্মসূচিতে বাদ সেধেছিল পুলিশ প্রশাসন। তার বিরুদ্ধে আদালতে গেলেও সোমবার পর্যন্ত সেই মামলায় রায় পাননি শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে ৩০ এপ্রিল শুভেন্দুর কাঁথির জগন্নাথ মন্দিরের শিলান্যাস কর্মসূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আভা সার্জি সেন্টারের ডাঃ বিকে মিত্র এবং ডাঃ কঙ্কণ দাস মিত্র, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী, পদ্মভূষণপ্রাপ্ত ঊষা উত্থুপ এবং পুরস্কারপ্রাপকরা।

‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় আইভিএফ কেন্দ্র ‘আভা সার্জি সেন্টার’-এর ৩০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল ‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পদ্মভূষণ ঊষা উত্থুপ, জনপ্রিয় অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চার নারীকে ‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সেই চারজন হলেন প্রতিমা পোদ্দার, টুম্পা দাস, তানিয়া সান্যাল এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়। সবাইকে ট্রফি, সার্টিফিকেট এবং ৫০ হাজার টাকা করে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আভা সার্জি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বাণীকুমার মিত্র জানিয়েছেন, সম্মানপ্রাপকরা প্রত্যেকেই নানা বাধা পেরিয়ে জীবনে সফলতা পেয়েছেন, যা গল্পের মতো এবং অন্যদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই তাঁদের সম্মানিত করে ধন্য হল আভা সার্জি সেন্টার।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ ৭ মে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। সোমবার বিকালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, ৭ মে বুধবার বেলা ১২.৩০-এ বিদ্যাসাগর ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা ফলপ্রকাশ করবে। দুপুর ২টো থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ থেকে। তখনই রেজাল্ট ডাউনলোডও করা যাবে। ৮ মে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের হাতে মার্কশিট ও শংসাপত্র তুলে দেবেন। গত ১৮ মার্চ শেষ হয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষের প্রায় দেড় মাসের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হচ্ছে।

‘যোগ্য’ চিন্ময়

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশন যে ‘যোগ্য’দের তালিকা আগেই প্রতিটি স্কুলে পাঠিয়েছিল, সেখানে বঞ্চিত হয়েছিলেন ‘যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬’-এর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। সেই নিয়ে বিরোধী শিক্ষক মঞ্চগুলির সমালোচনাও কম হয়নি। তবে প্রায় ছয়দিন পর এসএসসির সংশোধিত ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের নামের তালিকায় যুক্ত হল চিন্ময়ের নাম।

স্বপ্ন আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হওয়ার

এত আয়োজন... পর্যটক কই?

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : পর্যটকশূন্য দিঘায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, দিঘার নতুন জগন্নাথধাম এই পর্যটনকেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবে। উদ্বোধনের দু’দিন আগেই তিনি এখানে পৌঁছে গিয়েছেন। একবার নয়, সন্ধে নামার আগে দু’বার তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ঘুরে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘কৃষ্টি, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধন হবে এই দিঘায়। দিঘায় এমনিতেই মানুষ সমুদ্রের টানে আসে। তার সঙ্গে এই তীর্থস্থান পরিচিতি একে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু যে পর্যটকদের জন্য এত আয়োজন হচ্ছে, তাঁরা কোথায়? দিঘা এখন পর্যটকশূন্য। মমতা এখানে পৌঁছোনোর আগেই পর্যটকরা দিঘা ছেড়েছেন। কলকাতা থেকে আসা মন্ত্রী, আমলা, সরকারি অতিথি আর সাংবাদিক ছাড়া কোনও বাইরের লোক এখানে নেই।

কলকাতা থেকে আসার সময়েই নজরে এসেছে রাস্তায় যানবাহন খুবই কম। গোটা রাস্তায় গার্ড রেল দিয়ে গতি কমিয়ে রাখার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। দিঘার রাস্তা আরও শুনসান। চতুর্দিকে গার্ড রেল দিয়ে ঘেরা। পুলিশে পুলিশে রাস্তা থেকে সমুদ্রতীর সর্বত্র ছয়লাপ। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ। স্থানীয়রা বললেন, পুলিশ এসে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত ব্যবসা বন্ধ। শুকনো মুখে দোকানদাররা আশপাশে ঘুরে বেড়ালেও মুখ খুলতে নারাজ। শুধু জানালেন, আপাতত দোকান বন্ধ। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে যাঁদের বাড়ি তাঁরাও এই তিনদিন দিঘায় থাকবেন না। চলে গিয়েছেন।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের তোড়জোড়।

তাঁরা মুখ না খুললেও দুঃখের কথা জানিয়েছেন দিঘা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী। বললেন, ‘কাদের জন্য জগন্নাথ মন্দির? পর্যটকরা যদি নাই থাকেন তাহলে আর কাদের জন্য মন্দির? একেই ব্যবসা নেই। তার ওপর হোটেলে টানা তিনদিন পর্যটক নেই। এতে কীভাবে পর্যটনের উন্নতি হবে কে জানে?’

আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয়দের হিসাব অনুযায়ী, মন্দিরের জন্য সরাসরি লাভবান হতে পারেন ৭৬ জন। দিঘা শংকরপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি মন্দির চত্বরে ডালা নিয়ে বসার জন্য ৭৬ জনকে অনুমতি দেবে। এর মধ্যে ১৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকি হল ওই জমিতে থাকা হকারদের ৬০ জনকে পুনর্বাসনের বিষয়টি। এর বাইরে সামগ্রিকভাবে মানুষজন এলে সামগ্রিকভাবেই সব ব্যবসাই ভালো চলবে।

শুনসান দিঘা কিন্তু সেজে উঠেছে অপরূপ সাজে। চন্দননগরের আলোয় ঝলমল করছে এই তটনগরী। দিঘা জুড়ে মাইকে গান চলছে মমতার লেখা ও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের গাওয়া ‘নয়নপথগামী জগন্নাথস্বামী’। পর্যটকের ভিড় সরতেই পাথরের সারি পেরিয়ে ঢেউয়ের মধ্যে খেলা করতে নেমে পড়েছে কুকুরের দল। ফাঁকা তটে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে মন্দির পরিদর্শনরত মুখ্যমন্ত্রীর লাইভ সম্প্রচার।

দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে সপার্ষদ এলেন বিকেলে। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু সর্বক্ষণ মন্দির সংক্রান্ত কাজের খুঁটিনাটি বিষয় দেখভাল করছেন। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাসের মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকছেন তিনি।

দিঘাজুড়ে হাজারখানেক টোটো চলে। কিন্তু এদিন বিকেল থেকে আর একটি টোটোও চলছে না। তাদেরও বারণ করা হয়েছে। এই দিঘা একেবারেই অচেনা। আমার আপনার চিরকেলে চেনা সমুদ্র শহর দিঘা নয়।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ বৈশাখ ১৪৩২

বাঙালির ধর্মসংকট

বাঙালি পরিচয় ছাপিয়ে চারদিকে বড় হয়ে উঠছে ধর্মীয় বন্ধন। শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি থাকুক, এই ভেদ চেতনা আচ্ছন্ন করছে অধিকাংশকে। সেই ভেদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বাঙালি পরিচয় গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি পরিচয়টাই যেন গৌণ হয়ে যাচ্ছে। আজকের বাঙালি ভুলে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে। যিনি ১৯০৫-এ রাখিবন্ধনকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালির মিলনোৎসব করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবোধে মুসলিম অংশীদারিত্বের সূচনা হয়েছিল। সেই শিক্ষায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সার সত্যটি বলেছিলেন- 'বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি।' সেই সত্য থেকে ক্রমেই দূরে সরছে বাঙালি। সাংস্কৃতিক মননে বাউল, এমনকি ফকিরদের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভাবনা বইছে বলে বাংলাদেশে লালন উৎসবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে সুফি সমাজ। নজরুল ইসলামকে মুসলিম না মনে করার ভাবনা ছড়ানো হচ্ছে।

বাঙালি শুধু কাঁটাতারের বেড়ায় দ্বিখণ্ডিত নয়, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রতিবেশীকে অচেনা মনে হয়েছে মুর্শিদাবাদে, মালদার মোথাবাড়িতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাইরের ইন্ধন, প্ররোচনা প্রমাণ হলেও সৌভ্রাতৃত্বের, সহাবস্থানের পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেনে হোক, না জেনে হোক, বাঙালি বিভাজনের সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছে। যে কারণে সিপিএম সমর্থক পরিবারও হিন্দুত্বের রাজনৈতিক ভাবনায় আশ্রয় নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদে যা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আবার বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসীকে হেনস্তা কিংবা মন্দির ধ্বংসের পিছনে প্রতিবেশীর বাঙালি পরিচয়টিকে লঘু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে জন্ম নিয়েছে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ। যা পরস্পরের 'অপর', বৈরী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এতে বাঙালি যে বাস্তবে হীনবল হয়ে পড়ছে, বাঙালি ঐক্যে আঘাত লাগছে- সেই চেতনা যেন ফিকে হয়ে আসছে। ভাষা এক হলেও নিছক ধর্মীয় ফারাক আচ্ছন্ন করছে বাঙালি মননকে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই পরিস্থিতি হঠাৎ তৈরি হয়নি। নতুন করে দুই ভিন্ন জাতীয়তাবোধ বাঙালিকে গ্রাসও করেনি। অনেক আগে থেকে ভাবনাগুলি ছিল। কখনও সুপ্তভাবে, কখনও ছিল সোচ্চার প্রকাশ। যে কারণে ভারতের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের একাংশের অনীহা অনুভূত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব তা বুঝতে পেরেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সার্বিক ভারতীয় ও বাংলায় সার্বিক বাঙালি পরিচয়ের সূত্রে গাঁথতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'বাঙালি যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের ওপর কোনও দাবি থাকিবে না।' এরপরেই বিপিনচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা আজকের বিভাজনের পটভূমিকায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি সতর্ক করেছিলেন, 'এই কথাটাই আজ বাঙালিকে সকলের আগে বাঙালিকে ভালো করে বুঝতে হবে।'

দুর্ভাগ্য বাঙালির! কথাটা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি দ্রুত ভুলতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কথা বলে মুজিবুর রহমানই আটকাতে পারেননি। বাংলাদেশের জন্মের আগে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু তকমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাত্য করতে চেয়েছে, পয়লা বৈশাখ নববর্ষের উদযাপন আটকাতে চেয়েছে। তবে সনজীদা খাতুনদের মতো কিছু ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় বাঙালি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ কিছুটা গড়ে ওঠে।

বাঙালি মননে সেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেনি। যে কারণে ইসলামিক মৌলবাদীদের আক্রমণ থেকে দাউদ হায়দরকে নির্বাসনে পাঠানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না মুজিবুর রহমানেরও। একই কারণে নির্বাসিত করা হয়েছিল তসলিমা নাসরিনকে। ধর্মের এই ভাগাভাগি বাঙালি জাতিসত্তায় আত্মপরিচয়ের সংকটকে ক্রমশ ঘনীভূত করে তুলছে। ইসলামেও এই দ্বন্দ্ব বহমান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শাহবাদ সমাবেশের পালটা ইসলামিক জাতীয়তাবোধের শাপলা জমায়েতে তা স্পষ্ট।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

চম্পাই সোরেন ও তাঁর নয়া আন্দোলন

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজনীতির উত্তাপ উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সেও আছড়ে পড়তে পারে।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

হ্যাঁ! এবার আদিবাসী নববর্ষে ঝাড়খণ্ডের কোলহান অঞ্চলে একটি নতুন উলগুলানের সূচনা হল! আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান হচ্ছেন, এবং পাশাপাশি 'তপশিলি জনজাতি'র জন্য সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে একাধারে ধর্মান্তরণ ও অন্যদিকে ধর্মান্তরিতদের এসটি বা তপশিলি জনজাতিত্বের স্ট্যাটাস বাতিলের জোরালো দাবি তুলেছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট আদিবাসী জননেতা, চম্পাই সোরেন। সম্প্রতি এই স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজনীতি জমে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে সেই উত্তাপ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে এমনকি উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সেও যে আছড়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। কারণ একটি ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে থাকলেও উত্তরবঙ্গের 'ঝাড়খণ্ডি আদিবাসীরা' (ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, খাড়িয়া প্রভৃতি ছোটনাগপুর উপত্যকা থেকে আসা মানুষজন) তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভালোমন্দের ব্যাপারে তাঁদের মাতৃভূমি, ঝাড়খণ্ড-বিহারের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে বা বলা ভালো, উত্তরবঙ্গে আজও করমপুজোর দিন ঠিক হয় ঝাড়খণ্ড নির্ধারিত আদিবাসী পঞ্জিকা অনুযায়ী। আজও আদিবাসী উৎসব-পরবে, সরহুল-সহরাইয়ের চাঁদ প্রথমে ওঠে লোহারদাগা, সিংভূম, রাঁচি বা ঝাড়খণ্ডর আকাশে। তারপর সেই চাঁদের আলো পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, জঙ্গলমহল বা উত্তরবঙ্গের ঝাড়খণ্ডি আদিবাসী আকাশে। ফলে কি উত্তর কি দক্ষিণ, বাংলার আদিবাসীদের হৃদয়ে ঝাড়খণ্ড, চেতনায় ঝাড়খণ্ড! যদিও বাংলার পাহাড় ও সমতলের তিব্বতি-মঙ্গোলীয় জনজাতিদের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের জনজাতীয় আবেগ ভিন্ন দিশায় চলে।

সম্প্রতি, এবারের চৈত্র মাসের আদিবাসী নববর্ষ, সরহুল বা বাহা পরবের সন্ধিক্ষণে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের) 'তপশিলি জনজাতিত্ব' বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, খোদ ঝাড়খণ্ডের চার দশকের পোড়খাওয়া আদিবাসী জননেতা ও সে রাজ্যের বহুবারের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, চম্পাই সোরেন। মজাটা হচ্ছে অন্তত ১৯৯০ থেকে গতবছরের জুলাই অবধি চম্পাই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় ছিলেন। এর মধ্যেই ছ'মাসের জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর হেমন্ত সোরেনের মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনর্বহালের পর তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে এসেই তিনি আদিবাসীদের এই ধর্মান্তরণবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন। গত মার্চ-এপ্রিল জুড়ে এই ভাইরাল ঘটনায় মোটামুটি তোলপাড় ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশার রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়ায় খবরটি গুরুত্ব না পেলেও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রতিবেশী বাংলার আদিবাসী মহলেও এ নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এখন বিজেপি হোন আর যাই হোন, দীর্ঘদিনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা ও ঝাড়খণ্ডি রাজনীতিতে 'কোলহান টাইগার' হিসেবে পরিচিত চম্পাই এই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। (ব্রিটিশরা তৎকালীন বিহারের ছোটনাগপুর এলাকার সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজদের কোলহান ট্রাইব বলত। ঝাড়খণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেল্লা-খারসোয়ান, এই তিনটি জেলা নিয়ে ঝাড়খণ্ডের পঞ্চম প্রশাসনিক বিভাগটি এখনও কোলহান বিভাগ নামে পরিচিত।) চম্পাই অকপটে বলছেন, 'দীর্ঘ আন্দোলনের পর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে, আজ ২৫ বছর। কিন্তু এখন সেই আদিবাসী আন্দোলনের গর্ভ থেকে সৃষ্ট ঝাড়খণ্ড সরকার আদিবাসীদের স্বার্থ দেখছে না। কাতারে কাতারে আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত জীবনচর্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। কিন্তু তারা সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিচ্ছে। আদিবাসী ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই! এটা একটা সাংঘাতিক সংকট! এটা চলতে পারে না!' চম্পাইয়ের দাবি, 'ঝাড়খণ্ডে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশিরা আসছেন। তাঁরা আদিবাসী মেয়েদের বিয়ে করছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, জনপ্রতিনিধিও বনে যাচ্ছেন। সাঁওতাল পরগনায় যেমন ধর্মান্তরণ হচ্ছে, সাহেবগঞ্জ, পাকুড়ে তেমনি ইন্টারকাস্ট বিয়ে হচ্ছে ব্যাপক। এছাড়া, শিল্পের নামে ব্যাপকভাবে জঙ্গলের লিজ দেওয়া হচ্ছে শিল্পপতিদের!' চম্পাইয়ের মতে, 'জঙ্গল থাকলে আদিবাসী থাকবে, আদিবাসী থাকলে জঙ্গল থাকবে।' চম্পাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে নতুন প্রজন্মকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারি। তারা গাছ-পাথর, পাহাড় ও জলের পূজারি। খ্রিস্টান হয়ে গির্জায় চলে গেলে আদিবাসীদের সারনাস্থল, দেশাওলি কারা দেখবে? তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আদিবাসীদের জীবনে মাঝি, পরগনা, পাহান, মানকি-মুন্ডা, পাড়হা-রাজার মতো বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গির্জাকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে এইসব আদিবাসী লোকজীবনের কোনও সম্পর্ক নেই।' তাঁর দাবি, গোটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যজুড়ে, এমনকি ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদিবাসী এলাকায় তারা মানুষকে এসব বিষয় নিয়ে বোঝাচ্ছেন, সংগঠিত করছেন এবং ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছেন।

সম্প্রতি, এবারের চৈত্র মাসের আদিবাসী নববর্ষ, সরহুল বা বাহা পরবের সন্ধিক্ষণে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের) 'তপশিলি জনজাতিত্ব' বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, খোদ ঝাড়খণ্ডের চার দশকের পোড়খাওয়া আদিবাসী জননেতা ও সে রাজ্যের বহুবারের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, চম্পাই সোরেন।

প্রসঙ্গত আদিবাসীদের 'ধর্মান্তর ও ইশাই মিশনারি'-দের বিরুদ্ধে আদিবাসীদেরই একটি প্রাচীনপন্থী গোষ্ঠী এই জেহাদ আগেও তুলেছিল। ১৯৬৭ সালে লোকসভায় ধর্মান্তরিতদের তপশিলি স্ট্যাটাস বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন, জাতীয় স্তরের বরেণ্য আদিবাসী নেতা, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিহারের আদিবাসী সাংসদ কার্তিক ওরাওঁ। ইন্দিরা গান্ধির সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুগ্ম সংসদীয় কমিটি গঠন করে। ৩২২ জন লোকসভা ও ২৬ জন রাজ্যসভার সাংসদ এই দাবিকে সমর্থন করলেও আদিবাসী রাজনীতির আবর্তে এই দাবি নাকচ হয়ে যায়। এবার দেখার নতুন করে চম্পাইয়ের এই আন্দোলনের ফলে জল কতটুকু গড়ায়!

চম্পাইয়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের কোলহান ডিভিশনের জনসংখ্যা ২০১১-র হিসেবে প্রায় ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে ৫২ শতাংশ বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও অন্যান্য অ-আদিবাসী ভাষাভাষী। সাঁওতালি, হো, মুন্ডারি মিলিয়ে আদিবাসী ভাষাভাষীর অনুপাত বড়জোর ৩৮ শতাংশ। বাকি ১০ শতাংশ ওডিয়া ভাষাভাষী। আদিবাসী ভাষাভাষী মানুষের অনুপাত স্বাভাবিকভাবেই আরও কমবে কারণ ২০১১-র জনগণনার পর ১৪ বছরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ওই এলাকাতেও বড় রকমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে দেখলে চম্পাইয়ের কাজটিকে কঠিনই মনে হয়!

এবার প্রসঙ্গক্রমে ঝাড়খণ্ডের প্রতিবেশী রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি সমাজের ধর্মীয় শ্রেণিবিভাজনটা কেমন? সেটা একটু দেখা যাক! এই প্রশ্নের উত্তর বা বাংলার জনজাতি সমাজের সাম্প্রতিক ধর্মীয় অবস্থান নানা কারণে আমাদের জেনে রাখা দরকার। কিন্তু সেটা জানলে একটু বিস্মিত হতে হয় বৈকি! সেন্সাসের হিসেব বলছে, পশ্চিমবঙ্গেও জনজাতিদের মধ্যে ১৯৭১-২০১১, এই ৪০ বছরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুপাত (রাজ্যের জনজাতি জনসংখ্যায়) কমেছে, ২০ শতাংশ। পক্ষান্তরে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধদের অনুপাত বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ৪ ও ২.৬৭ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জনজাতিদের মধ্যে এই সময়ে খ্রিস্টানদের অনুপাত যেমন বেড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ, তেমনি বুদ্ধিস্টদের অনুপাতও ৭ শতাংশ বেড়েছে! সেন্সাস বলছে ১৯৭১-২০১১, এই ৪ দশকে উত্তরবঙ্গে হিন্দু জনজাতির অনুপাত কমেছে ১৩ শতাংশ!

আর মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'তপশিলি জাতি'(এসসি)-দের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি শর্ত হলেও, 'তপশিলি জনজাতি'(এসটি)-দের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও বিবেচ্য বিষয় নয়। আদিবাসীদের ধর্মান্তরণ বিষয়টি সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রশ্নাতীত না হলেও সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নটি কিন্তু ভীষণভাবে রাজনৈতিক বা বলা ভালো রাষ্ট্রনৈতিক। ফলে সমস্যাটি একটু জটিলই!

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯১৯

তবলিয়া ওস্তাদ আল্লারাখার জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

অভিনেতা ইরফান খান প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিলাওয়াল ভুট্টোর রক্তগঙ্গা নিয়ে বালকসুলভ কথা ভুলে যান। ও নিজেই জানে না, ওর দাদুর কী হয়েছিল! ওর মায়ের কী হয়েছিল! ওর মাকে উগ্রপন্থীরা মেরে ফেলেছিল। অন্তত ওর এসব কথা বলা উচিত নয়। আমেরিকা সাহায্য না করলে, ওদের দেশটাই তো চলবে না।

- আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

ভাইরাল/১

ব্যাংককে যাওয়ার জন্য গুজরাটি অভিনেতা হীতেশ ঠক্কর ও তাঁর বন্ধুরা সুরাট বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। বিমানবন্দরের লাউঞ্জের মেঝেয় গোল হয়ে বসে পড়েন তাঁরা। খবরের কাগজে রাখা খাবার খেতে থাকেন। নেটদুনিয়ায় তর্কের ঝড়।

ভাইরাল/২

টেবিলে রাখা ভুট্টা, তরমুজ আর কলা। মাঝে জ্বলছে মোমবাতি। সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি ও একটি ছোট্ট হাতি। হাতির জন্মদিন। হাতিটি শুঁড় মোমবাতির কাছে নিয়ে গিয়ে ফুঁ দেয়। বাতি নিভতেই খাবার খেতে শুরু করে সে।

জনমন
জনমত

সংকটে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা

হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা না দিয়ে টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়াদের বাঁচাতে চেয়েছিল সরকার। পরে বিশেষ আদেশনামায় শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হলেও শিক্ষাকর্মীদের সেই ছাড় দেওয়া হয়নি। যোগ্য শিক্ষাকর্মীরা চাইছিলেন যোগ্যদের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। তা না করে মুড়িমুড়কির একদর করে গ্রুপ-সি'র জন্য মাসে ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি'র জন্য মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করা হল। অর্থাৎ আবার অযোগ্যদের স্বার্থরক্ষার এক মরিয়া চেষ্টা।

অর্থাৎ অযোগ্যরাও আমার-আপনার করের টাকায় বসে বসে মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। কিন্তু যোগ্যদের 'কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে'।

অন্যদিকে, রাজ্যের হাজার হাজার পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা গত ১৫ বছরে উদয়স্ত পরিশ্রম করেও মাসে ১০ থেকে ১৩ হাজার টাকার বেশি হাতে পান না। তখন তথাকথিত 'মানবিক' মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মুখটাই প্রস্ফুটিত হয়।

এই পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত (বিএড), সকলেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা গ্র্যাজুয়েট। দীর্ঘদিন স্কুলে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। অর্থাৎ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন। অন্য অনেক রাজ্যে বেতন কাঠামো অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মনোভাবের জন্যই এই অবস্থা। রাজ্যের উদ্ভূত শিক্ষা-সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকরা।

সরকারের উচিত এঁদের সীমাহীন বঞ্চনার নিরসন ঘটিয়ে রাজ্যের শিক্ষা-সংকট সমাধানে অগ্রসর হওয়া।

অমৃতেন্দু চ্যাটার্জি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পাঠ্যসূচিতে অর্থনৈতিক ভূগোল ফেরানো হোক

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনস্থ বাণিজ্য বিভাগের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়গুলির মধ্যে আগে অর্থনৈতিক ভূগোল নামক বিষয় ছিল। অর্থনৈতিক ভূগোলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা ভারত, বিশ্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয় যেমন পরিবহণ, খনিজ, শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় জানতে পারত, যা ভবিষ্যতে তাদের চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কাজে লাগত। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়টি রাখা হয় না।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যদি আগের মতো অর্থনৈতিক ভূগোল আবার ফিরিয়ে আনে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক ভূগোল নিতে চায় তাদের সুবিধা হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করলে ভালো হয়।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরুলিয়া টু আলিপুরদুয়ার : মানুষ ও প্রকৃতি

দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রান্তে চলে এলে কত রকম বদল দেখা যায় চারদিকে, তা ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য থাকে না মানুষের।

আশুতোষ বিশ্বাস

কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে উত্তরবঙ্গের কলেজে যুক্ত হওয়ার সুপারিশপত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন-ময়ূরী পেখম তুলে নাচতে শুরু করে দিল। আমি যে এবার চরম রুক্ষ পুরুলিয়া জেলা থেকে সবুজের দেশে যাব! মেঘ যেখানে গাভীর মতো চরে। হিমালয় থেকে আসে বরফ শীতল-স্পর্শ, কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণালি আলোকচক্র থেকে ভগবান বুদ্ধ আশীর্বাদ-মুদ্রায় আমাদের দেখছেন। বৃষ্টির ছাট এসে অবিন্যস্ত চুল দেয় ভিজিয়ে।

সত্যিই যখন আলিপুরদুয়ার রওনা দিলাম, তখন যে আর পা এগোতে চায় না। কুড়ি বছরের কর্মস্থল, অন্ন উপার্জনের প্রথম শহর মানবাজারের জন্য মনটা হুহু করে উঠেছিল। পুরুলিয়া রুখা হোক, শুখা হোক সে আমার। নুড়ি, কাঁকড় লালমাটিতে প্রাণের স্পন্দন। অসমতল দিগন্তজোড়া খাঁখাঁ প্রান্তর। চৈত্রের দহন-দুপুর আগুন ঝরাতে ঝরাতে সর্পিল পিচপথ মিশে গিয়েছে দূরে সোনাঝুরি শালবনের গাছের আড়ালে। আপনি ভ্রমণবিলাসী হেঁটে চলেছেন, একটু পরেই দেখবেন আপনার কেশদাম সোনাঝুরি ফুলের হলুদ পরাগে ভরে গিয়েছে। আপনার চোখ যাবে পলাশ বিছানো পথের কিনারে, যেখানে অজস্র রক্তিমপলাশ ফুল কেউ ছড়িয়ে রেখেছে! ডান-বাম যেদিকেই চোখ পাতবেন পলাশের হাতছানি পাবেন- যদি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মুসাফির হন।

দহন-ক্লান্ত রাখাল গোরুরপাল প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে পলাশ গাছের তলায় গামছাখণ্ডকে বালিশ করে নির্বিকার ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের অসুখী মনের হারমোনিয়ামে বেজে ওঠা

গানের ধুন থমকে দাঁড়ায়- আদিবাসী পরিবারের মাটির দাওয়ায় এসে। টিলা, পাহাড়, বনবাদাড়, শালপিয়ালের গাছের তলায় একদণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার স্বর্গসুখ। রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে সংগত নেওয়া পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষগুলি আমার প্রাণের মানুষ। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাটুকু মিটে গেলেই তাদের আনন্দ। যে আনন্দে কুমারী, কংসাবতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা ছুটে যায় পাহাড় পেছনে ফেলে। খেলা-মেলা-নাচ-গান, ছৌনাচ, ভাদু, টুসু, করম, মোরগের লড়াই, কাড়া লড়াই নিয়ে ঋতু রঙ্গশালায় তারা নটরাজ। সন্ধে গড়ানো হ্যাজাক-জ্বলা মোরগ লড়াইয়ের মাঠে একজন মোরগ বিজয়ী মনিবের কী যে আনন্দ তা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। পশুপালন, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আদিবাসী সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওরাওঁ, কুর্মি জনজাতির নারী-পুরুষ হাটে-মাঠে খাটে, প্রাণ খুলে হাসে।

এলাম উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা কলেজে। সবুজ ঘাসের নরম গালিচায় মোড়া কলেজ-প্রাঙ্গণ, পাশে আমলকী বন। বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা বলে এখানকার তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, ব্রহ্মপুত্র, কালজানি নদীকণ্ঠের গান থামে না। রাভা, বোরো, তামাং, ভুটানি, অসুর, টোটো, রাজবংশী জনজাতির মানুষ স্বীয়-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। কৃষি, বনসম্পদ এবং চা বাগান শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে এদের জীবিকা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, জয়ন্তী, চিলাপাতা পর্যটনকেন্দ্রগুলি স্থানীয়দের আয়ের পথ। সদ্য-আগন্তুক আমার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে আমি এই জনপদেরই একজন। মাসকয়েক আগে স্ত্রীর এ-নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের দরকার হয়েছিল। আমি সন্ধেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে ফোন করেছিলাম কলেজের সহকর্মীকে। রাত এগারোটার সময় একজন রক্তদাতাকে সঙ্গে করে সে হাজির! সেই রক্তে সে যাত্রায় স্ত্রী প্রাণে বেঁচে গেল। পরে সে যখন বলেছিল, স্যর, সেদিনের সেই রক্তদাতা ছেলেটি তার বন্ধুর ভাই, ওরা জাতিতে মুসলমান! আমি নির্বাকদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চেয়ার থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম মনে নেই।

(লেখক শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ। আলিপুরদুয়ার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৭

পাশাপাশি : ১। তালপাতার পাখা বা হাতে নিয়ে বাতাস করার মতো ছোট পাখা ৩। এই লম্বা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয় ৫। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখভোগ ৬। লোহার শেকল, কারাগারও হতে পারে ৭। সংখ্যায় কমপক্ষে একশো ৯। সময়ের পারম্পর্য অনুসারে ১২। নোনতা ভাব অথবা সৌন্দর্য ১৩। অধস্তন সরকারি কর্মচারী।

উপর-নীচ : ১। অত্যন্ত দুষ্টু বা ভীষণ বদমাশ ২। অহেতুক বা বিনা কারণে ৩। যাতে রস আছে ৪। সাপের সঙ্গে যে প্রাণীর শত্রুতা আছে ৫। গলার আওয়াজ ৭। শালিবাহন ছিলেন এই জাতের রাজা ৮। টাকাপয়সা ৯। দিন মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিক ১০। আলোর ঝলকানি বা দ্যুতি ১১। যে মিশতে দ্বিধাবোধ করে না।

সমাধান ■ ৪১২৬

পাশাপাশি : ১। আপনি ৪। জহিন ৫। ভাত ৭। লঙ্গর ৮। বহির্বাস ৯। তৃপ্তি মিত্র ১১। মক্কেল ১৩। দণ্ডি ১৪। রবেকা ১৫। ইলিশ।

উপর-নীচ : ১। আগল ২। নজর ৩। জনরব ৬। তমস ৯। তৃণাদ ১০। এসরেণু ১১। মকাই ১২। লঙ্কেশ।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

কালিয়াগঞ্জ শহরের কলেজপাড়ার সৌনাভ তরফদার (৭) অঙ্কনে জেলা ও স্থানীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছে। আগামীতে একজন প্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পী হতে চায় সে।

সরকারি হোক কিংবা বেসরকারি, নেই চাকরি। বাড়ছে বেকারত্ব। তাই পঠনপাঠনেও এসেছে পরিবর্তন। পড়াশোনা এখন শুধু আর বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জোর দেওয়া হয়েছে কারিগরি শিক্ষায়। ঠিক সেই কারণেই পড়ুয়াদের আয়ের পথ দেখাতে উদ্যোগী মালদা কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ।

কেঁচো চাষে প্রশিক্ষণ কলেজ পড়ুয়াদের

চাকরি নয়, স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ মালদায়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৮ এপ্রিল : শুধু বইয়ের ডারউইনের সূত্র কিংবা এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের ফর্মুলা নয়, এবার স্বনির্ভরতা লক্ষ্যে পড়ুয়াদের হাতেকলমে কেঁচো সার তৈরি করা শেখাচ্ছে মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষ। মালদা কলেজের এই উদ্যোগে রীতিমতো উৎসাহ দেখা গেল পড়ুয়াদের মধ্যে।

কলেজে ঢুকে কিছুটা এগোলেই বাম হাতে কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র বায়োজলি বিভাগ। দ্বিতল ভবনের সামনে কিছুটা ফাঁকা জমি আছে। সেই জমির একদিকে বাঁশের তৈরি কাঠামোর মাথায় কালো পলিথিন টাঙিয়ে শুরু হয়েছে কেঁচো সার তৈরির উদ্যোগ। এই নিয়ে বোটানির হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট পীযূষকান্তি সাহার মন্তব্য, 'এই প্রকল্প নিয়ে দুটি সংস্থার সঙ্গে মউ চুক্তি হয়েছে। একটি রাজাদিঘি হেলথ সার্ভিস সোসাইটি, অন্যটি ইকো ফ্রেন্ডলি অ্যাগ্রো ডেভলপমেন্ট সোসাইটি। এই দুটি সংস্থা ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণে কেঁচো সার উৎপাদন করে স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছে।'

সোমবার মালদা কলেজে গিয়ে দেখা গেল, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য তৈরি করা স্তূপাকৃতি গোবর সার, পাতা পচা, কচুরিপানায় জল দিচ্ছেন পড়ুয়ারা। এই নিয়ে প্রশ্ন করলে মালদা কলেজের বোটানি ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া সরস্বতী সাহার উত্তর, 'চাকরির যা বাজার, তাতে শুধু মুখস্ত বিদ্যায় কিছু হবে না। হাতেকলমে শেখা দরকার। তাই আমরা কলেজের এই উদ্যোগে খুশি। কাজ না পেলেও কেঁচো সার উৎপাদন করে স্বনির্ভর হতে পারব।'

মালদা কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের পড়ুয়া আমবিয়া পারভিন। কেঁচো সার তৈরি শিখতে পারলে দুটি ভালো দিক আছে। একটি অবশ্যই স্বনির্ভর। অন্যটি বিশ্বকে রাসায়নিক সার মুক্ত করা। আমরা গ্রামে থাকি। তাই খুব সহজেই পুকুরের পাঁক, গোবর আর খড় শুকনো পাতা পাওয়া যায়। এখন কেঁচো সারের বাজার ক্রমশ বাড়ছে। অনলাইনে অনেক দামে সেই সার বিক্রি হচ্ছে। অথচ আমরা এই সার ২০-২৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি করতে পারব।'

কেঁচো সার উৎপাদনে নানারকমের কেঁচো ব্যবহার করা হয়। এরমধ্যে সেরা অ্যাসেনিয়া ফ্যাবিডা। সেই কেঁচো দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে আর কিছুদিনের মধ্যেই যেমন সার উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে, তেমনই কেঁচো বংশ বৃদ্ধি করায় তা বিক্রি করা যাবে। এই প্রজাতির কেঁচো ২ হাজার টাকা কেজি দরে বিকোয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, প্রথমদিকে উৎপাদিত কেঁচো সার দিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠা মেডিসিন প্ল্যান্ট গার্ডেন পরিচর্চা করা। পরে কলেজ থেকেই বাজারজাত করা হবে।

মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্যের মন্তব্য, 'শুধু পাঠ্যবইয়ের উপর নির্ভর না করে হাতেকলমে কেঁচো সার তৈরি শেখানো হচ্ছে। যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে।'

পথের প্রাণীদের জন্মহার রোধ করতে পদক্ষেপ

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : অনেক সময় রাস্তাঘাটে পথপশুদের নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ ওঠে। তাদের দ্বারা দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে আক্রমণের কথাও শোনা যায়। এবার পথপশুদের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার রোধ করতে পদক্ষেপ করল পশু চিকিৎসকরা।

রবিবার রাস্তায় থাকা সারমেয় সহ একাধিক পথপশুর নির্বীজকরণের উদ্যোগ নেওয়া হল বালুরঘাটে। পশ্চিমবঙ্গ ভেটেনারি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। আগামীতে পাড়ায় পাড়ায় এই উদ্যোগ চলবে বলে জানালেন পশুপ্রেমীরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লকের লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সহ উদ্যোক্তা সংস্থার পদাধিকারী ও শল্য চিকিৎসক পলাশ হাঁসদা।

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সারমেয়দের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হয় স্থানীয় পুরসভা থেকে প্রশাসনের। যদিও প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে মাঝেমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে তা সীমিত। ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তায় পথপশুদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

আগে বিভিন্ন রাজ্যে পথপশুদের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু এখন তাদের নির্বীজকরণ করলেই জন্মহার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তবে সেই প্রক্রিয়ার খরচ যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

> পথকুকুরের কামড়ে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগজীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য এই টিকাকরণ। পাশাপাশি সারমেয়দের বংশবিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বীজকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।
>
> **দিবেন্দুবিকাশ কর্মকার**
> অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ভেটেরিনারি

একটি পুরুষ সারমেয়কে নির্বীজকরণ করলে গড়ে ৩৫০০ টাকা খরচ রয়েছে। এরপর যত্ন ও এন্টি ব্যাকটিরিয়াল চিকিৎসা প্রয়োজন। তবে এদিন বালুরঘাট প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া বিনামূল্যে করা হয়েছে। পাশাপাশি জলাতঙ্ক রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে ২০০ টির ওপরে পথপুকুরদের অ্যান্টি রেবিস টিকা দেওয়া হয়েছে।

বালুরঘাটের পশুপ্রেমী ব্রতীন চক্রবর্তী বলেন, 'এদিন অনেক পথকুকুরদের নিয়ে গিয়ে আমি জলাতঙ্ক রোগ আটকাতে টিকা করিয়ে নিয়ে এসেছি। এই উদ্যোগের ফলে অনেক উপকার হয়েছে। তারা বিনামূল্যে নির্বীজকরণ করিয়েছে। শুধু ১০০ টাকা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে।' পশু চিকিৎসক সংগঠনের জেলা সম্পাদক ডঃ আজগর আলি মণ্ডল বললেন, 'এদিন প্রায় ২০০ টি পথপশুদের অ্যান্টি র‍্যাবির্জ টিকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য পৃথিবী থেকে জলাতঙ্ক রোগ দূর করা। এজন্য অনিয়ন্ত্রিত জন্ম রোধ প্রয়োজন। এদিন ছয়টি পথকুকুরদের বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়েছে। এতে আগামীতে তাদের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।'

অন্যদিকে, পথকুকুরদের টিকাকরণ ও নির্বীজকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল রায়গঞ্জে। রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেনারি অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন এবং চতুর্থ আরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তবে এদিনের কর্মসূচিতে উত্তর দিনাজপুর পিপল ফর অ্যানিমালস, রায়গঞ্জ পিপল ফর অ্যানিমালস এবং কাইন্ডনেস অ্যান্ড কেয়ার টু অ্যানিমালস সোশ্যাল ট্রাস্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও অংশ নেয়। ২০ টি পথকুকুরের নির্বীজকরণ করা হয়। সেইসঙ্গে টিকাকরণ কর্মসূচি চলে।

ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি অফিসার দিবেন্দুবিকাশ কর্মকার বলেন, 'পথকুকুরের কামড়ে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগজীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য এই টিকাকরণ। পাশাপাশি সারমেয়দের বংশবিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বীজকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।'

পথকুকুরদের টিকাকরণ। - মাজিদুর সরদার

স্মরণসভা

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন অধ্যাপক হরিদাস ঘোষের(৯১) স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। গত বুধবার বার্ধক্যজনিত কারণে হরিদাসবাবু প্রয়াত হন।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়, রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার, গণিত বিভাগের অধ্যাপক তথা ডিন অশোক দাস সহ অন্যরা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	১৪
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২২
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	২৬
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৩
ও নেগেটিভ	০

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২৫
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১৯
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৮
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২৭
ও নেগেটিভ	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৯৪৪৮৫১৪৮৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

মায়ের যত্নে...। সোমবার মালদা শহরের রথবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

মেন্টর ও কো-মেন্টরকে সংবর্ধনা

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : সোমবার দুপুরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের মেন্টর ও কো-মেন্টর পদে দায়িত্ব নিলেন শংকর সরকার এবং শিপ্রা নিয়োগী পাল। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র প্রমুখ।

তবে দায়িত্ব নেওয়ার দিনই ফের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জেলা পরিষদের ২১ জন জনপ্রতিনিধি সদস্য হলেও হাতেগোনা কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এমনকি আজ উপস্থিত ছিলেন না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকারও। যদিও ব্যক্তিগত কারণেই বাকি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন না বলেই জানিয়েছেন জেলা পরিষদের মেন্টর পদে দায়িত্ব নেওয়া শংকর সরকার। আগামীদিনে জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজের দ্রুততা আনা সহ উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে বলেই তিনি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের মেন্টর শংকর সরকার ও কো-মেন্টর শিপ্রা নিয়োগী পালের নাম ঘোষণা হতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। দুজনেই বিপ্লব ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত।

এদিন মৃণাল সরকারের মন্তব্য, 'আজকে কি অনুষ্ঠান জেলা পরিষদে ছিল তা আমার জানা নেই। নিজস্ব কাজে আমি নিজেও জেলা পরিষদে উপস্থিত হতে পারিনি।' অম্বরিশ সরকার বলেন, 'আমি হিলিতে ছিলাম। তাই আজকে জেলা পরিষদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারিনি।' পাশাপাশি শংকর সরকার মন্তব্য, 'আগামীদিনে সকলকে নিয়ে কাজ করব।'

নিকাশিনালার সঙ্গে মহানন্দার সংযোগ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৮ এপ্রিল : অবশেষে সম্পন্ন হল হিউমপাইপ জ্যাকপুশ করার কাজ। বর্তমানে নর্দমার জল শোধনের জন্য চেম্বার তৈরির কাজ চলছে। মে মাসের মধ্যেই মহানন্দার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে মালদা শহরের মূল জলনিকাশি ব্যবস্থাকে। বুধবার খবরটি জানালেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

তিনি বলেন, 'আগামী মাসে মহানন্দা নদীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থাকে। শহরে বৃষ্টির জমা জলের স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে। আমরা রামনগর কাছারি থেকে হিউমপাইপ জ্যাকপুশ করে মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'এখনই ক্যানালের সঙ্গে সংযোগ করা হচ্ছে না। তবে বেশ কয়েকটি চেম্বার তৈরি করা হচ্ছে। চেম্বারগুলো নিয়মিত সাফাই করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি নর্দমার জল পরিশোধন করার।'

বর্ষাকালে জমা জলের সমস্যা থেকে মালদা শহরকে রক্ষা করতে মূল জলনিকাশি ব্যবস্থার গতিপথ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়

> গত মাসের ৪ তারিখ থেকে মাটির নীচ দিয়ে হিউমপাইপ জ্যাকপুশ করার কাজ শুরু হয়। রামনগর কাছারির মূল সড়কের নীচ দিয়ে বড় বড় হিউমপাইপ জ্যাকপুশ করে মহানন্দা বাঁধের নীচ দিয়ে নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে জ্যাকপুশের কাজ।

পুরসভা। ২০২২ সালে দুর্গাপুজোর আগে বৃষ্টির জমা জল শহর থেকে বের করতে রেগুলেটেড মার্কেট থেকে খাল কেটে জল ফেলা হয় মহানন্দায়। পুরসভার এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষামূলকভাবে সফল হলেও জলনিকাশির স্থায়ী সমাধানে এই ক্যানালটি পাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে জেলা সেচ দপ্তর।

প্রথমে উপগ্রহ থেকে চিত্র নিয়ে জল নিষ্কাশনের গতিপথ নির্ধারণে ম্যাপ তৈরি করা হয়। গোটা প্রকল্পটির আর্থিক অনুমোদনের আবেদন রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়। এরপর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়।

গত মাসের ৪ তারিখ থেকে মাটির নীচ দিয়ে হিউমপাইপ জ্যাকপুশ করার কাজ শুরু হয়। রামনগর কাছারির মূল সড়কের নীচ দিয়ে বড় বড় হিউমপাইপ জ্যাকপুশ করে মহানন্দা বাঁধের নীচ দিয়ে নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। দেড় মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এছাড়াও তৈরি করা হচ্ছে তিনটি বড় বড় চেম্বার। চেম্বারগুলোতে নোংরা জল অনেকটাই শোধন হবে বলে দাবি চেয়ারম্যানের।

জেলা শাসককে স্মারকলিপি র‍্যাশন ডিলারদের

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : সার্ভার গোলযোগের কারণে গ্রাহক সংযুক্তিকরণের সমস্যা তৈরি হয়েছে র‍্যাশন ব্যবস্থায়। এমনকি দুয়ারের র‍্যাশন প্রকল্প পরিকাঠামোর অভাবে জেরবার। সমস্যা সমাধানের আশায় জেলা শাসকের দ্বারস্থ র‍্যাশন ডিলাররা। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে মোট ১২ দফা দাবিতে জেলা শাসকের কাছে লিখিত স্মারকলিপি জমা করা হয়েছে।

এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক বিপ্লব জোয়ারদার জানান, 'পুরোনো যে ইপজ মেশিন রয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান প্রযুক্তির সঙ্গে মিল খাচ্ছে না। এমনকি সার্ভারের সমস্যার জন্য গ্রাহকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। সেই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছি। আমাদের জীবনবীমা বা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে পরিবার সুরক্ষিত করার আবেদন করেছি। জেলা প্রশাসনের তরফে শিবির করে আমাদের সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

কল খুললেই জলের সঙ্গে পোকা পড়ে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জলের লাইন পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সেই জলেই মিলছে পোকা। যা নিয়ে আতঙ্কে বালুরঘাটবাসী। সোমবার এমনই ঘটনায় বালুরঘাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নামাবঙ্গী এলাকায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, এদিন সকালে জল আসতেই জোঁকের মতো পোকা বেরিয়ে আসে একাধিক বাড়িতে।

বালুরঘাট পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের লাইন পাতার কাজ দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। ইতিমধ্যেই সিংহভাগ বাড়িতেই পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রচুর শহরবাসী এই জল চোখ বন্ধ করে পান করেন। কিন্তু এর আগে কখনও এই পানীয় জল নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শোনা যায়নি। বিষয়টি দেখার পর পুরসভায় অভিযো গ জানানো হয়। খবর পেয়েই পুরকর্মীরা এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি বেশ কিছু বাড়ির জলের লাইন বিচ্ছিন্ন করেছেন। বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলার পরিমলকৃষ্ণ সরকারের নজরে পড়তেই তিনি বিকেল নাগাদ ওই এলাকায় যান। পুরসভার তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নামাবঙ্গী এলাকার বাসিন্দা স্বাগতা ভাদুড়ির অভিযোগ, 'এদিন সকাল সাড়ে সাতটায় জল আসার পরেই একটি গামলাতে ভরতে থাকি। তখনই জোঁকের মতো একাধিক পোকা দেখি। দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কাউন্সিলারকে বিষয়টি জানিয়েছি। প্রতিবেশীদেরও এই জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার না করতে বলেছি। আবার দুপুর দেড়টায় জল আসার পরেও পোকা বেরিয়েছে। পুরসভা থেকে কর্মীরা এসেছিলেন।' আরেক বাসিন্দা কার্তিক দত্তের কথায়, 'বালতিতে জল ভরার সঙ্গে সঙ্গে একটি জোঁকের মতো পোকা বেরিয়ে আসে। বালতি ফাঁকা করে ওই পোকার গায়ে লবণ দিতেই তা মরে যায়। আমরা এই জলটাই পান করছি। তাই ঘটনাটি যথেষ্টই আতঙ্কের। এটা পান করলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি হবে।'

এপ্রসঙ্গে বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি অনোজ সরকারের মন্তব্য, 'এমন কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। সংবাদমাধ্যমের কাছেই জানলাম। বিষয়টি খতিয়ে দেখব। সমস্যা থাকলে ব্যবস্থা করব। যদিও এমন কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। দেখতে হবে পোকা কোথা থেকে বেরিয়েছে।'

শিল্পীকে সংবর্ধনা

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : সম্প্রতি রায়গঞ্জের বিশিষ্ট তবলাবাদক প্রণব সরকার সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ ত্রফে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তারই স্বীকৃতি দিতে রবিবার রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহিত সেনগুপ্ত সংবর্ধনা জানালেন প্রণব সরকারকে। হাজির ছিলেন রায়গঞ্জের শিল্প-সংস্কৃত জগতের বিশিষ্টজনেরা। একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদয়পুরের নিজ বাসভবনে মোহিত সেনগুপ্তের কাছ থেকে প্রণববাবু গ্রহণ করেন উত্তরীয়, স্মারক সহ অন্যান্য উপহার। গানবাজনা আর শিল্পকথায় শেষ হয় অনুষ্ঠান।

আঁচল কর্মসূচি

পুরাতন মালদা, ২৮ এপ্রিল : রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে শনিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা শহরের একটি বেসরকারি লজে 'আঁচল' কর্মসূচি পালিত হল। ৭ ও ৮, এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, পুরাতন মালদা শহর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী অনুসূয়া মণ্ডল, কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা প্রমুখ।

বৃদ্ধা ফিরে পেলেন হারানো ঠিকানা

হাসপাতালের বিছানায় শনাক্ত প্রতিবেশীর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : প্রায় ২১ দিন আগে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বৃদ্ধাকে সুস্থ করে এবং পরিচয় বের করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল। সোমবার বিকেলে ওই বৃদ্ধাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মানসিক বিভাগ থেকে নতুন শাড়ি পরিয়ে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর বৃদ্ধাকে খুঁজে পাওয়ায় খুশি বৃদ্ধার আত্মীয়রা।

খোঁজ পাওয়ার পর জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার নাম ফুলমণি কিসকু (৭০)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিগ্রামে। প্রায় মাস খানেক আগে থেকেই নিখোঁজ ওই বৃদ্ধা। কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় এর আগেও এমনভাবে বাড়ি থেকে

বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরে আবার চলেও আসতেন।

চলতি মাসের ৭ তারিখে শহরে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ওই বৃদ্ধাকে। তবে নাম পরিচয় জানতে না পারায় অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধাকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। ওই সময় বৃদ্ধার মাথায় আঘাত ছিল। যার কারণে তাকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় ২০ দিন থাকার পর মাথার আঘাত ঠিক হয়।

> শাশুড়ি মানসিকভাবে অসুস্থ। মাসখানেক আগে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তিনি আর ফিরে আসেননি। আশপাশের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর করেছি, কিন্তু কোথাও খোঁজ পাইনি।
>
> **নমিতা কিসকু,** পুত্রবধূ

এদিকে সার্জিক্যাল বিভাগের চিকিৎসাধীন থাকার সময় গত শনিবার ওই বৃদ্ধাকে চিনতে পারেন প্রতিবেশী এক মহিলা। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসলে বৃদ্ধাকে দেখে চিনতে পারেন। এরপরই ওই প্রতিবেশী মহিলা বৃদ্ধার বাড়িতে খবর দেন। রবিবার বৃদ্ধার বাড়ির সদস্যরা হাসপাতালে আসেন এবং তাঁকে শনাক্ত করেন।

এবিষয়ে ওই বৃদ্ধার পুত্রবধূ নমিতা কিসকুর মন্তব্য, 'শাশুড়ি মানসিকভাবে অসুস্থ। দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে চোখে দেখতে পান না। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন আবার চলেও আসতেন। মাসখানেক আগে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তিনি আর ফিরে আসেননি। আশেপাশের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর করেছি, কিন্তু কোথাও খোঁজ পায়নি। অবশেষে গত শনিবার উনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন তা প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পারি।'

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ জানিয়েছেন, 'ওই বৃদ্ধার পরিবার থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেনি। তাই ওঁর নাম পরিচয় জানতে খুব সমস্যা হচ্ছিল। পুলিশকে জানিয়েও কোন লাভ হয়েছিল না। অবশেষে ওঁর এক প্রতিবেশী দেখতে পাওয়ার পর তাঁর নাম পরিচয় জানা যায়।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Ram Mandal, আমার স্ত্রী Late Anjoli Sarkar এর আধার কার্ডে আমার নাম ভুলবশত Ram Sarkar থাকায় গত 9/4/2025 এ J.M. তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Ram Sarkar থেকে Ram Mandal করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114081)

সন্ত্রাসবাদকে হারাতেই হবে

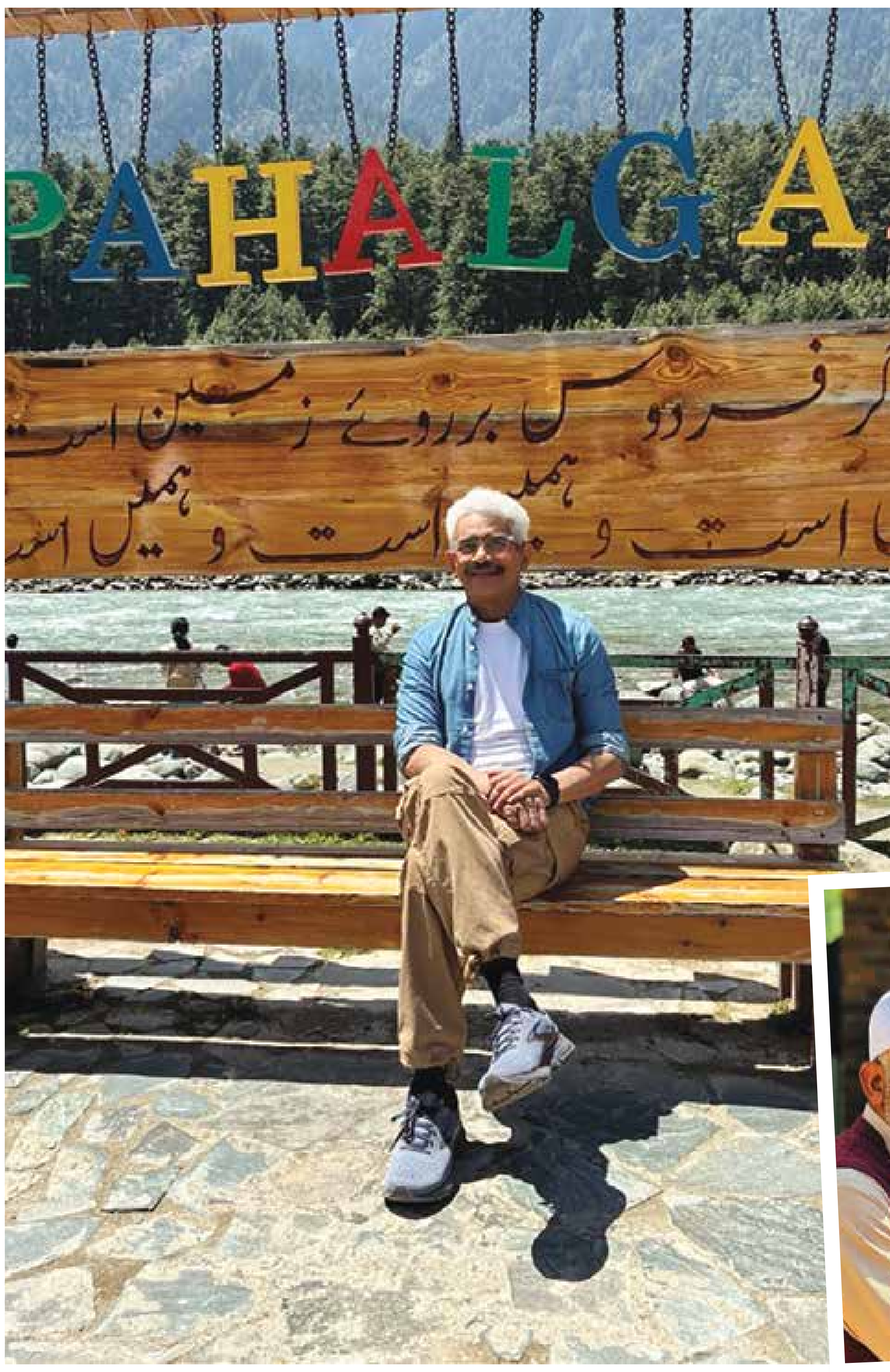

ফাঁকা বিমানে কাশ্মীরে অতুল কুলকার্নি

২৬ জন পর্যটকের মৃতদেহের ছবি এখনও ভাসছে চোখের সামনে। কাশ্মীর থেকে পর্যটকরা ফিরে আসছেন ভয়ে। পর্যটন ওখানে বিপর্যস্ত। বিমান বাতিল হচ্ছে পরপর। কিন্তু অনেকে এর মধ্যেই কাশ্মীরে যেতে চাইছেন, তাঁদের কথায় সন্ত্রাসবাদকে হারাতেই হবে। সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তা দেবার জন্য ফাঁকা বিমানে কাশ্মীরে গেলেন অভিনেতা অতুল কুলকার্নি। সেখান থেকে ছবি তুলে পোস্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কাশ্মীর আমাদের। আমরা কেন আসব না এখানে। আমাদের আসতেই হবে। কাশ্মীরের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। ... তাঁর বক্তব্য, সামাজমাধ্যমে লিখলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। তিনি বলেছেন, '২২ এপ্রিলের ঘটনা দুঃখজনক। কিন্তু থেমে গেলে হবে না। সন্ত্রাসীরা বলছে কাশ্মীর এসো না। কিন্তু এটা হবে না। কাশ্মীর আমাদের, আমরা আসবই। এ কথা মুম্বাইয়ে বসে বলতে পারতাম না, তাই চলে এলাম। পর্যটকদের বলি, আমি এলে, সারা দেশ আসতে পারবে। ভয় না পেয়ে এখানে আসুন।'

অতুলের পোস্টে কেউ মন্তব্য করেছেন, সত্যি কথা, কিন্তু সাধারণ নাগরিকরা তো ভয় পাবেই যতক্ষণ না সরকার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে। কেউ লিখেছেন, আমরা, ভারতের মানুষের কাশ্মীরকে বয়কট করা উচিত নয়।

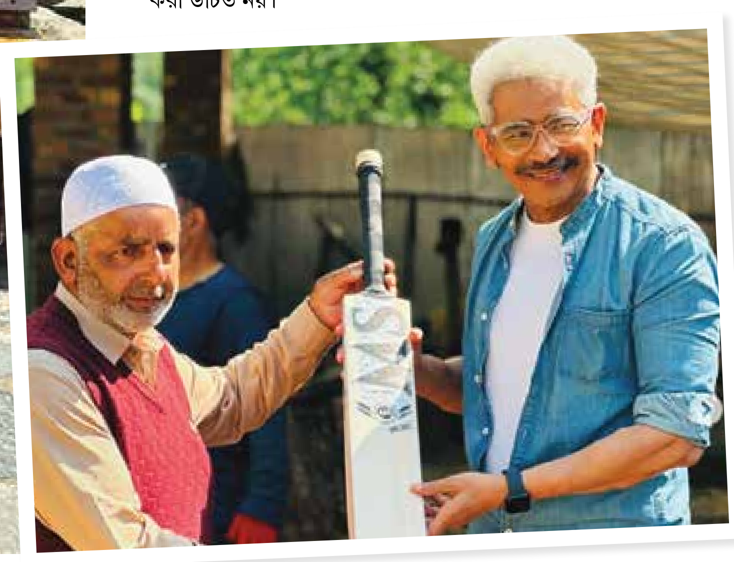

পহলগামের জের, লন্ডনের শো বাতিল সলমনের

পহলগামের হত্যাকাণ্ডের পর দেশ এখনও সন্ত্রস্ত। সাধারণ নাগরিক থেকে সেলেব্রিটি, সকলেই নিন্দা করেছেন ঘটনার। বাদ যাননি সলমন খানও। তবে তিনি তাতেই না থেমে আরেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। লন্ডনে দ্য বলিউড বিগ ওয়ান শো হবার কথা ছিল। কাশ্মীরের ঘটনায় আনন্দের এই অনুষ্ঠান তিনি বাতিল করছেন। সোমবার সমাজমাধ্যমে শো বাতিলের কথা জানিয়ে সলমন পোস্ট করেন, 'কাশ্মীরের দুঃখজনক ঘটনার জন্য সবাই ভারাক্রান্ত। এমন সময়ে এই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লন্ডনে দ্য বলিউড বিগ ওয়ান শো হবার কথা ছিল ৪ ও ৫ মে। জানি অনুরাগীরা অনুষ্ঠান দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আমরা জানি এই অবস্থায় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখাই ভালো। অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কারও কোনও অসুবিধা হলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' সলমন ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মাধুরী দীক্ষিত, টাইগার শ্রফ, বরুণ ধাওয়ান, কৃতি শ্যানন, সারা আলি খান, সুনীল গ্রোভার প্রমুখের।

কাশ্মীর যেতে চান অনির্বাণের স্ত্রী?

নাট্যকর্মী। মধুরিমা গোস্বামী। একইসঙ্গে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী। সমসাময়িক ঘটনায় মধুরিমা সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেন প্রায়শই। সেদিক থেকে অনির্বাণ কিছুটা পিছিয়ে। এমনকী অভয়া কাণ্ডেও মধুরিমার প্রতিবাদী স্বর শোনা গিয়েছিল ভীষণভাবে। অধিকাংশ নেটিজেনই তাঁকে সায় দিয়েছেন।

পুনরায় পহলগাম কাণ্ডে অতুল কুলকার্নির দুঃসাহসিক পোস্টের নীচে মন্তব্য করেছেন নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী। অতুল বলেছেন, কাশ্মীর আমাদের, কেন আমরা আসব না এখানে। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তা দেবার জন্য তিনি ফাঁকা বিমানে রওয়ানা হয়েছেন কাশ্মীরে। সেই ছবি তিনি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে। অতুলের পোস্ট দেখে বাংলার নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর স্ত্রী পোস্ট করেছেন, 'ইশ, টাকা থাকলে আজই চলে যেতাম।'

একনজরে সেরা ৫

বর্ডার শুটিং

জাট-এর সাফল্যে আটকে থাকলেন না সানি, শুরু করলেন বর্ডার ২-এর শুটিং। ইন্সটাগ্রামে দেরাদুনের শুটিংস্থল থেকে ছবি দিয়ে এই খবর দিয়েছেন। শুটিংয়ে তাঁর সঙ্গী বরুণ ধাওয়ান। ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের অনুপ্রেরণায় তৈরি হচ্ছে বর্ডার ২। ছবিতে আছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টিও। পরিচালনায় অনুরাগ সিং। মুক্তি ২০২৬-এর ২৩ জানুয়ারি।

বদলে গেল রেইড ২

অজয় দেবগণ অভিনীত 'রেইড ২' আসছে ১ মে ২০২৫। সেন্সর বোর্ড থেকে ছবির রেলওয়ে মন্ত্রীর বদলে বড়া মন্ত্রী এবং ছবির প্রথমে আট সেকেন্ডের সংলাপে পয়সা, হাতিয়ার তাকত ছাড়া আর কোনও বদলের কথা বলেনি। এবার আইপিএস অফিসার অময় পাটনায়ক ৪,২০০ কোটি টাকার স্ক্যাম নিয়ে তদন্ত করবেন। তার প্রতিপক্ষ রীতেশ দেশমুখ।

ডকু সিরিজে সুকেশ

২০০ কোটির অর্থ জালিয়াতির হোতা কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরকে নিয়ে একটি ডকু সিরিজ হচ্ছে। যে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এটি তৈরি করছে, তারা ডিটেলে সুকেশের জীবন, লটারির স্ক্যাম নায়িকা জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তুলে ধরতে চাইছে। তাই জ্যাকলিনকে এই সিরিজে নির্মাতারা চাইছে, নায়িকা সম্মতি দেননি এখনও। পরের বছর শুটিং শুরু হতে পারে।

প্রথম শাহরুখ

সম্ভবত চলতি বছর মেট গালায় পা রাখবেন শাহরুখ খান, পরবেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পোশাক। সেক্ষেত্রে ভারতীয় পুরুষ অভিনেতা হিসেবে এই ভূমিকায় তাঁকেই প্রথম দেখা যাবে। তিনি বা তাঁর সচীব পূজা দাদলানি কেউ এই তথ্য স্বীকার করেননি। কিয়ারা আদবানি ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবার মেট গালায় প্রথম পা রাখবেন।

বিতর্কে পোস্টার

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রাহুল বোস অভিনীত ম্যাডাম সেনগুপ্ত ছবির পোস্টার নিয়ে বিতর্ক। ছবির কেন্দ্রে আবোল তাবোল হত্যা রহস্য। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর একটি অডিশনের জন্য প্রয়াত শিল্পী বিমল দাস এঁকেছিলেন ছবিটি। সে ছবিই নির্মাতারা পোস্টারে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর নাম দেননি। তাই শিল্পী দেবাশিষ দেব পোস্টারটি শেয়ার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আদনানের সঙ্গে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর বাগযুদ্ধ

পহলগাম আবহে আদনানের সঙ্গে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর মারাত্মক বাগযুদ্ধ!

আদনান শামি কোন দেশের মানুষ? তাঁর নাগরিকত্ব কী? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন চৌধরী ফাওয়াদ হুসেন। পহলগাম আবহে ছেড়ে কথা বলেননি গায়ক আদনানও। এটা সত্যি যে, একসময় পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ছিল আদনানের। কিন্তু তিনি চিরকালই মনেপ্রাণে ভারতীয়। ভারতপ্রেমী। তা তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেছেন। কঠোর জবাবও দিয়েছেন। সেই বাগযুদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছেও। বর্তমানে পাক মুলুকের প্রাক্তন মন্ত্রী সরাসরি আদনান শামিকে 'বডি শেমিং' করলেন। আর যথারীতি হুসেনকেও ছেড়ে কথা বলেননি গায়ক। আদনান শামির নিতম্ব নিয়ে কুৎসিত খোঁচা দিয়েছেন চৌধরী ফাওয়াদ হুসেন।

আমির গুরু নানক?

গুরু নানকের লুকে আমির খানের ছবি নেটে ঘুরছে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর জল্পনা এবং চর্চা শুরু হয় এই নিয়ে যে, এবার আমির নানক হচ্ছেন। ইউটিউবে, একটি জনপ্রিয় মিউজিক কোম্পানির লোগো লাগিয়ে এক সংস্থা আমিরের নানক-রূপী ছবি পোস্ট করে। নেটমহলে এসব দেখে আমিরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'এটি এআই জেনারেটেড ছবি। একেবারে ভুয়ো। আমির খান এরকম কোনও বেশ ধরেননি। তিনি গুরু নানককে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর অমর্যাদা হয়, এমন কোনও কাজ আমির করবেন না। এইসব ভুয়ো খবর থেকে দূরে থাকুন।'

দিলজিতের ছবি থেকে হানিয়া বাদ

গত অক্টোবরে লন্ডনে দিলজিৎ দোসাঞ্জের শো-তে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির স্টেজে উঠে গায়কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তার জন্যই দিলজিৎ গেয়েছিলেন বিখ্যাত গান লাভার, হানিয়ার ফ্যানগার্ল মোমেন্ট ছিল সেটি। তারপর জানা গেল, দুজনে একসঙ্গে কাজ করবেন সম্ভবত সর্দার জি ৩-এ। কিন্তু অনুরাগীদের সব আশা শেষ করে দিল কাশ্মীরের সন্ত্রাসী আক্রমণ। শোনা যাচ্ছে, হানিয়া এই ছবি থেকে বাদ পড়বেন। দিলজিৎ ও নীরু বাজওয়া অভিনীত সর্দার জি ৩-এই হানিয়া আমির ডেবিউ করতেন। পহেলগামের ঘটনার পর নির্মাতারা হানিয়াকে বাদ দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য অভিনেত্রীকে নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে ছবির লন্ডন অংশের শুটিং শেষ হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এখন অন্য অভিনেত্রীকে দিয়ে হানিয়ার অংশ আবার শুট করবেন নির্মাতারা। সিদ্ধান্ত কী হয়, তা শিগগির জানাবেন নির্মাতারা। নেটমহলে এই নিয়ে নানারকম মন্তব্য করা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন বেশ খারাপ। এই অবস্থায় পাকিস্তানের কেউই স্বাগত নয় ভারতের কোনও জায়গাতেই। ফাওয়াদ খানের আবির গুলালও মুক্তি পাচ্ছে না ভারতে।

গলার ফাঁস এবং মূত্রপান, বিতর্কে পরেশ

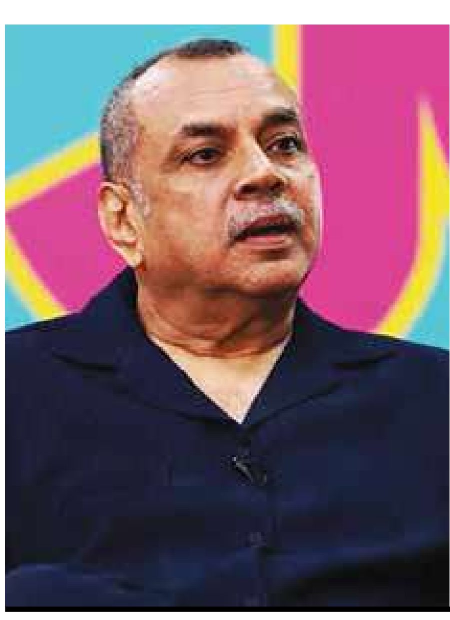

বলেছেন পরেশ রাওয়াল। তাঁর এই অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ দেখার জন্য দর্শক অপেক্ষা করছেন সেই কবে থেকে! হেরা ফেরি ৩ তৈরিও হচ্ছে, কিন্তু 'বাবুভাই'-এর ইমেজ আর তিনি বইতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন পরেশ। তাঁর কথায়, 'আমি ২০০৬-এ হেরা ফেরি মুক্তির পরের বছর বিশাল ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, একই গেট আপে আমাকে অন্যরকম চরিত্র দাও। আমি অভিনেতা, কোনও নির্দিষ্ট ইমেজের চোরাবালিতে ডুবে যেতে চাই না। কিন্তু বিশাল বলল, আমি একই চরিত্র নিয়ে কাজ করি না। আর বালকির কাছে গিয়েও একই কথা বললাম। আমি টাইপকাস্ট হতে চাই না। হেরা ফেরি আমাকে সাফল্য দিয়েছে, আমার তা ভালো লাগে কিন্তু আমার যেন গলার ফাঁস হয়ে গিয়েছে বাবুভাই। আমার দমবন্ধ লাগে।' এখন সিক্যুয়েল তৈরির কথা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মুন্নাভাই এমবিবিএস-এর সিক্যুয়েলের কথা। তাঁর কথায়, 'চরিত্র এক আছে, কিন্তু তাকে অন্যভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। আমার ৫০০ কোটির একটা গুডউইল আছে প্রথম ছবির সূত্রে, সেটা মনে রাখা দরকার। কিন্তু হেরা ফেরির সিক্যুয়েল আমার ভালো লাগেনি। পরিচালক নীরজ ভোরাকে সে কথা বলেওছিলাম। মানুষকে হাসানোর জন্য যা খুশি করা যায় না।' এখন হেরা ফেরি-র তিন নম্বর ভাগের প্রস্তুতি চলছে, পরিচালক প্রিয়দর্শন। এই সাক্ষাৎকারে আরও এক আশ্চর্য তথ্য দিয়েছেন পরেশ। হাঁটুর ব্যাথার জন্য তিনি নাকি মূত্রপান করে সুস্থ হয়েছেন। পরেশ বলেছেন, 'ঘাতক-এর শুটিংয়ে হাঁটুতে চোট লাগে। টিনু আনন্দ আর ড্যানি আমাকে নানাবতী হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার বলেন, তিন মাস লাগবে সুস্থ হতে। এর মধ্যে একদিন অজয় দেবগণের বাবা ভিরু দেবগণ আমাকে দেখতে গিয়ে পরামর্শ দেন, আমার দিনের প্রথম মূত্র পান করতে। আমি বিয়রের মতো করে তা খেয়েছি ১৫ দিন ধরে। তারপর এক্স রে করে দেখে ডাক্তার তো অবাক-- জানতে চাইলেন কী করে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হলাম! ৩ মাসের জায়গায় দেড় মাসে আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই।' যদিও পরেশের কথায় নেটিজেনদের অনেকে গা-ঘিনঘিন থেকে শুরু করে শিউরে ওঠার কথা বলেছেন।

ভারতে থাকা নিয়ে কী বললেন মাধুরী-কর্তা

ছেলেমেয়েদের মিডিয়ার নজরের বাইরে রাখতে চান। আরও ভালো করে বড় করতে চান। সেই কারণে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা লন্ডনে চলে গিয়েছেন। অনেকে সমালোচনাও করেছেন তাঁদের।

এই প্রেক্ষিতে অতীতে মাধুরী দীক্ষিতের স্বামী ডা. শ্রীরাম নেনের এক সাক্ষাৎকার এখন বেশ ভাইরাল। কুখ্যাত রণবীর এলাহাবাদিয়ার শো-তে শ্রীরাম নেনেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমেরিকার থেকে ভারতে থাকা কতটা সুখের? উত্তরে শ্রীরাম নেনে বলেছিলেন, 'এই থাকা খুব সুখের, এ কথা বলব না। আমেরিকায় বেশ স্বাধীনভাবে ঘোরা যায়, আড়ালে থাকা যায়, নিজের মতো করে জীবন পরিচালনা করা যায়। আবার ভারতে আমার সংস্কৃতি আছে, অনেকরকম বন্ধন আছে—দুটো আলাদা।' আর দেশের অন্যতম বৃহৎ তারকার সঙ্গে দাম্পত্যের অভিজ্ঞতা কেমন? এর উত্তরে নেনে বলেন, 'এটাও আমেরিকার মতোই ব্যাপার। ওকে আমি তেমনভাবে চিনতাম না। আমরা দুজন দুটো আলাদা জগৎ থেকে এসেছি। আমার অতীত নিয়ে ও আগ্রহ দেখায়নি, ওরটা নিয়ে আমিও দেখাইনি। ও আমার স্ত্রী আর সঙ্গী। আমরা দুজনেই মহারাষ্ট্র থেকে। আমাদের বিয়েটা ভাগ্যের জোরে হয়েছে। আর এটাই আমার জীবনের সবথেকে আশ্চর্যের ঘটনা।'

পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে পারিনি, আক্ষেপ ওমরের

‘কোন মুখে রাজ্যের মর্যাদা চাইব’

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে এখানকার নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায় তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেই বার্তাই দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তাঁর মতে, পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করায় শুধু ‘কাশ্মীরিয়ত’-ই আহত হয়নি, এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টিও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। এদিন শ্রীনগরে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পহলগাম হত্যার প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের কড়া নিন্দা করেন ওমর। তিনি বলেন, ‘পহলগামে হামলা গোটা দেশকে নাড়া দিয়েছে। গত ২১ বছরে বৈসরণ উপত্যকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মৃতদের পরিবারকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না।’

ওমর জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কাশ্মীরের গৃহকর্তা। তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন পর্যটকরা। সেই পর্যটকদের নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। গৃহকর্তা হিসাবে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অস্বীকার করতে পারে না, তা খোলাখুলি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি। মৃতদের পরিজনদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।’ এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরত পাওয়া যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন ওমর। তাঁর কথায়, ‘আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নেই। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবিতে দরকষাকষি করতে পারব না। আমি মৃতদেহ নিয়ে রাজ্যের দাবি জানাব না। অন্য কোনও সময় সেটা করা যেতে পারে।’

তাঁর সাফ কথা, ‘আমার রাজনীতির ধরন এত সস্তা নয় যে ২৬টি প্রাণের বিনিময়ে রাজ্যের মর্যাদা আদায়ের চেষ্টা করব। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে সেখানে অবশ্যই রাজনীতির একটা গণ্ডি থাকা উচিত।’ ২০১৯-এর অগাস্টে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা প্রত্যাহার করে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর দীর্ঘ ৫ বছর সেখানে বিধানসভা নির্বাচন হয়নি। ২০২৪-এ হওয়া নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীরে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট। বিধানসভা নির্বাচন হলেও দিল্লি, পুদুচেরির ধাঁচে জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা বজায় রাখা হয়েছে। বিধানসভা ভোটের পর থেকে রাজ্যের তকমা ফিরে পাওয়ার দাবিতে সরব সেখানকার অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। এই পরিস্থিতিতে ওমরের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

সন্ত্রাসবাদের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আজ আমরা পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের মধ্যে কেউই এই হামলাকে সমর্থন করেন না।... গত ২৬ বছরে আমি কখনও সাধারণ মানুষকে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখিনি। পহলগাম হামলার প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভগুলিতে মানুষ স্বেচ্ছায় ব্যানার, পোস্টার নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।’

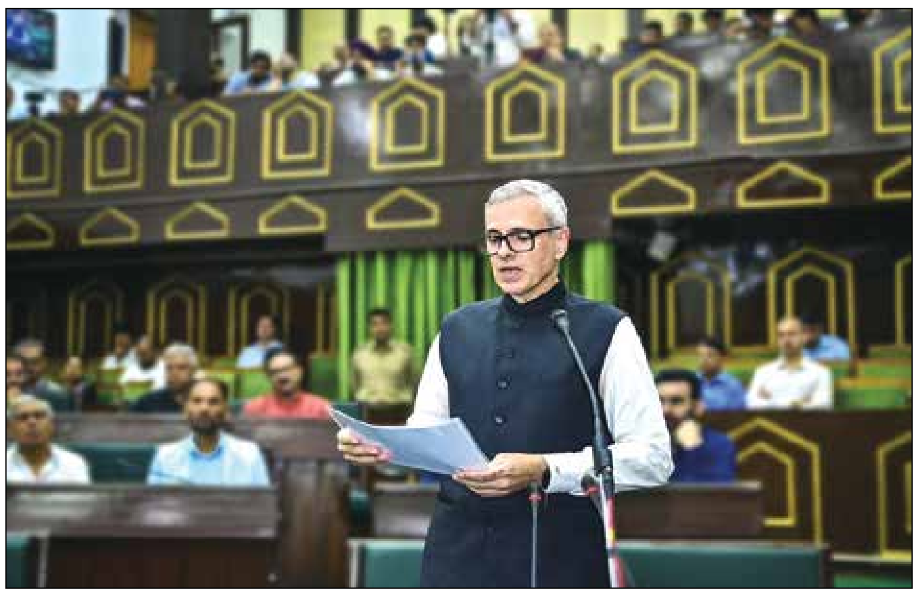
জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার শ্রীনগরে।

দায় স্বীকার

- পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি
- গত ২১ বছরে বৈসরণ উপত্যকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মৃতদের পরিবারকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না
- আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবিতে দরকষাকষি করতে পারব না
- গত ২৬ বছরে আমি কখনও সাধারণ মানুষকে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখিনি

পহলগাম প্রতিবেদন

বিবিসি-কে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার খবর প্রকাশে বিবিসির ভূমিকা নিয়ে কড়া আপত্তি তুলল ভারত। সোমবার বিবিসির ভারত বিভাগের প্রধান জ্যাকি মার্টিনকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই আপত্তি জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, বিবিসির এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পহলগাম হামলাকে ‘জঙ্গি হামলা’ বলা হয়েছে, যা তারা মোটেও মেনে নিতে পারছে না। সরকারের দাবি, এই ধরনের শব্দচয়ন সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ লঘু করে দেখায়। আরও জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রক ভবিষ্যতে বিবিসির সমস্ত প্রতিবেদন কড়া পর্যবেক্ষণে রাখবে।

গত সপ্তাহে বিবিসির প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, ‘ভারতশাসিত কাশ্মীরে একটি জঙ্গি (মিলিট্যান্ট) হামলার পরে পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করেছে। ওই হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন।’ অনেকের মতে, এই শিরোনাম বিভ্রান্তিকর এবং এতে ভুলভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হামলার জন্য ভারতই দায়ী।

এর আগে আমেরিকার সেনেটের একটি কমিটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের একই ধরনের রিপোর্টের সমালোচনা করে বলেছিল, ‘মিলিট্যান্ট’ বা ‘গানম্যান’ বলার মাধ্যমে আসলে সন্ত্রাসবাদী হামলার গুরুত্ব কমিয়ে দেখানো হচ্ছে।

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটি তাদের এক্স পোস্টে লেখে, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস, আমরা তোমাদের ভুল ঠিক করে দিয়েছি। এটা (পহলগাম) ছিল একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা, এটাই সত্য। ভারত হোক বা ইজরায়েল, সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে নিউ ইয়র্ক টাইমস বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।’

এছাড়া পহলগাম হামলার পর সীমান্তপারের মিথ্যা প্রচার ও উসকানিমূলক বার্তা বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সুপারিশে ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করা হয়েছে। এই চ্যানেলগুলির সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার ছিল। বন্ধ হওয়া চ্যানেলের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলও আছে।

মোদিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগে ভোজপুরি গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ মোট ১১টি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। নেহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, পহলগামে ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী করেছেন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে। লখনউয়ের হজরতগঞ্জ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। সমস্ত ধরনের সংবাদমাধ্যমকে কড়া বার্তা দিয়ে কেন্দ্র এদিন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও যদি কোনও ইউটিউব চ্যানেল ভারত ও ভারতের সেনাবাহিনী সম্পর্কে ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিঠিতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

- পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে জঙ্গি হামলা বলে সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ লঘু করে দেখিয়েছে বিবিসি
- ‘ভারতশাসিত কাশ্মীরে একটি জঙ্গি হামলার পরে পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করেছে’ বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বিবিসি। রিপোর্টের শিরোনামে মনে হতে পারে, হামলার জন্য ভারতই দায়ী
- ভবিষ্যতে বিবিসির সমস্ত প্রতিবেদন কড়া পর্যবেক্ষণে রাখবে বিদেশমন্ত্রক
- শোয়েব আখতার সহ ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ
- মোদিকে প্রশ্নবিদ্ধ করায় ভোজপুরি গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ মোট ১১টি মামলা দায়ের হয়েছে

আপাতত নাড্ডাই দায়িত্বে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : মে মাসে বিজেপির নতুন জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকলেও পহলগামে সান্ত্রাসবাদী হামলার জেরে দল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। ফলে জেপি নাড্ডাই আপাতত দলের নেতৃত্বে বহাল থাকছেন।

বিজেপি মনে করছে, এখন দলের সংগঠনের স্থিতিশীলতা এবং সরকারের নীতিগত অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি। তাই দলীয় সভাপতি নির্বাচনকে আপাতত অগ্রাধিকার না দিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, দলের শীর্ষনেতৃত্বও এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন।

২০১৯ সাল থেকে বিজেপির সভাপতি পদে রয়েছেন জেপি নাড্ডা। এর আগেও তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের সিদ্ধান্তেই তাঁর কার্যকাল ফের কিছুদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, নতুন সভাপতি নির্বাচন কবে হবে, তা পরে জানানো হবে দলের তরফে। তবে ইতিমধ্যে নতুন সভাপতির সম্ভাব্য মুখ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মনোহরলাল খট্টার, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং শিবরাজ সিং চৌহান এগিয়ে ছিলেন আলোচনায়।

অভিযানে হত ৩ নাগা জঙ্গি

ইটানগর, ২৮ এপ্রিল : এক অপহরণকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা অরুণাচলপ্রদেশ। এখানে একটি স্কুল নির্মাণে ঠিকাদারি সংস্থার দুই কর্মী নিখোঁজ হওয়ার পর গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের সন্ধানে অভিযানে নামে সেনা ও অসম রাইফেলস-বাহিনী। অরুণাচলের পাঙ্গচাওয়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে লড়াই বাধে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড (কেওয়াইএ) জঙ্গিগোষ্ঠীর। তাতে এই গোষ্ঠীর তিন ক্যাডার নিহত হয়েছে। রবিবারের ঘটনা। এক অপহৃতকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তিনি অরুণাচলের বাসিন্দা। অসম থেকে আসা ঠিকাকর্মীর সন্ধান মেলেনি।

দায় নিয়ে তর্জা সংসদীয় কমিটিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পহলগাম জঙ্গি হামলা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। চলছে দায় ঠেলাঠেলির পালা। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের দেড় মাস আগে বৈসরণ উপত্যকা খুলে দিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর সরকার। এই সিদ্ধান্তে সুবিধা হয়েছে জঙ্গিদের। যদিও বিরোধীদের তরফে আঙুল তোলা হয়েছে সরকারের দিকেই। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার সাতদিন পর সোমবার দিল্লির সংসদ ভবন সংলগ্ন পার্লামেন্ট অ্যানেক্সি ভবনে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এবং বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন রাধামোহন সিং।

বৈঠকের মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও অস্ত্র চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলি। যদিও বৈঠকে পহলগাম হামলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং এই বিষয়টি ঘিরে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হয়। জানা গিয়েছে বৈঠকের শুরুতেই পহলগাম হামলায় নিহতদের উদ্দেশে দু-মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং কাশ্মীরের ঘটনায় নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। পহলগামে ধর্মের নিরিখে হত্যার ছবি সামনে এলেও

কাশ্মীরে হামলা

এদিন স্থানীয় দুই গাইড আদিল হুসেন এবং নাজাকাত আহমেদ শা-র সাহসিকতার জন্য তাঁদের পুরস্কৃত করার কথাও আলোচনা হয় বৈঠকে।

এর আগে, ২৩ এপ্রিল নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটির বৈঠকেও পহলগাম হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছিল। সেই বৈঠকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমনে ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়েছিল, এই হামলার পিছনে সীমান্তপারের মদত ছিল এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন দেখে সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

পহলগামের ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেই মর্মেই রাহুল গান্ধির নির্দেশে কংগ্রেসের তরফে নেতাদের মুখে লাগাম দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস সাংসদ তথা দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ইতিমধ্যে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ‘কংগ্রেস নেতাদের একাংশ সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করছেন। তাঁদের বক্তব্য নিজস্ব মতামত এবং এগুলি কংগ্রেসের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।’ সম্প্রতি কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতার মন্তব্যের জেরে বিজেপির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। এই পরিস্থিতিতে দলের নেতাদের পহলগামের ঘটনায় ঘোষিত অবস্থান মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে কংগ্রেস।

১০০০ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহেও ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স উঠে এল ৮০ হাজারের ওপরে। একইভাবে নিফটিও ২৪৩০০-র ওপরে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বেড়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০০৫.৮৪ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৮০২১৮.৩৭ পয়েন্টে। নিফটি ২৮৯.১৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৪৩২৮.৫০ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হলেও বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। এই কারণেই দু’দিন নামার পর ফের ঊর্ধ্বগামী যাত্রা শুরু করেছে দুই সূচক।

হেপাজত বাড়ল রানার

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানার এনআইএ হেপাজতের মেয়াদ আরও ১২ দিন বাড়াল দিল্লির আদালত। প্রতিদিন তার স্বাস্থ্যপরীক্ষা হবে। একদিন অন্তর আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে রানা। তবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এনআইএ-র আধিকারিকরা। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল তার নেপথ্যে ছিল অন্যতম চক্রী মার্কিন নাগরিক ডেভিড কোলম্যান হেডলি। রানা তারই ঘনিষ্ঠ। আমেরিকা সম্প্রতি রানাকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করেছে।

অটারি-ওয়াঘা সীমান্তে সেই একই চিত্র। সেনার জেরায় চোখে জল খুদের। সোমবার।

ইউরোপে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

মাদ্রিদ, ২৮ এপ্রিল : বড় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কবলে ইউরোপের তিন দেশ। সোমবার আচমকাই স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের কিছু জায়গায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে গণপরিবহণ বন্ধ, রাস্তায় তীব্র যানজট এবং রেল ও বিমান পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে দোকানপাট, রেস্তোরাঁ সব অন্ধকারে ডুবে যায়। পর্তুগালের রাজধানী লিসবন সহ দেশের বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট ছিল নিষ্প্রদীপ। যুদ্ধের সময় যেমন ব্ল্যাক আউট হয়, পরিস্থিতি অনেকটা সেরকমই স্পেন ও পর্তুগালের একাধিক শহরের। ট্রাফিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পর্তুগিজ পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানী লিসবন এবং পোর্তোতে মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ।

স্পেন ও পর্তুগাল সরকার ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয় ফ্রান্সের কিছু অংশেও সাময়িকভাবে প্রভাব ফেলেছে। যদিও সে দেশের গ্রিড অপারেটর আরটিই জানিয়েছে, সেখানে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল বটে। তবে এখন তা পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে।

পর্তুগালের এবং স্পেন জানিয়েছে, তারা ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

কুনোয় আরও ৫ চিতা শাবক

ভোপাল, ২৮ এপ্রিল : মা হল চিতা নিরভা। কুনো জাতীয় উদ্যানে পাঁচ শাবকের জন্ম দিয়েছে সে। উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২৫ এপ্রিল সন্তানদের জন্ম দিয়েছে নিরভা। রবিবার পশু চিকিৎসকরা তাদের ভিডিও সংগ্রহের পর শাবকদের অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এর ফলে দেশে চিতার সংখ্যা হল ৩১। তার মধ্যে কুনোতেই রয়েছে ২৯ চিতা। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা

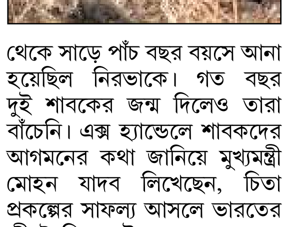

থেকে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে আনা হয়েছিল নিরভাকে। গত বছর দুই শাবকের জন্ম দিলেও তারা বাঁচেনি। এক্স হ্যান্ডেলে শাবকদের আগমনের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব লিখেছেন, চিতা প্রকল্পের সাফল্য আসলে ভারতের জীববৈচিত্র্যকেই প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছোচ্ছে ভারত।

বামেদের দখলেই থাকল জেএনইউ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জেএনইউএসই) নির্বাচনে জিতল বামপন্থীরা। সংসদের চারটি প্রধান পদের মধ্যে তারা তিনটি দখল করেছে। অন্যদিকে আরএসএস ঘনিষ্ঠ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) নয় বছর পর আবার একটি কেন্দ্রীয় পদের দখল নিতে সক্ষম হয়েছে।

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর ২০২৪ থেকে ছাত্র সংসদে নির্বাচন হল জেএনইউতে। গত শুক্রবার ভোট গ্রহণ হয়েছিল দিল্লির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ভোট দিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার জন। রবিবার ভোটগণনা হয়।

সোমবার ভোরে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) নীতীশ কুমার ১,৭০২ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবিভিপির শিখা স্বরাজ পেয়েছেন ১,৪৩০ ভোট। তৃতীয় স্থানে ছিলেন এসএফআই সমর্থিত তায়েবা আহমেদ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৯১৮।

উপাধ্যক্ষ (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পদে ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (ডিএসএফ) মনীষা জয়ী হয়েছেন। তিনি ১,১৫০ ভোট পেয়েছেন, যেখানে এবিভিপির নীতু গৌতম পেয়েছেন ১,১১৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদেও ডিএসএফের প্রার্থী মুন্তেহা ফাতিমা জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১,৫২০ ভোট। এবিভিপির কুনাল রাই পেয়েছেন ১,৪০৬ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে এবিভিপির বৈভব মীনা ১,৫১৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আইসার নরেশ কুমার পেয়েছেন ১,৪৩৩ ভোট এবং পিএসএর নিগম কুমারী পেয়েছেন ১,২৫৬ ভোট।

বামপন্থী জোটের তিনটি পদে জয়লাভের বিষয়টি আইসা কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের রায় বলে ব্যাখ্যা করেছে। অন্যদিকে এবিভিপি তাদের জয়কে ‘জেএনইউয়ের রাজনৈতিক বাতাবরণে ঐতিহাসিক পরিবর্তন’ বলে দাবি করেছে। তারা বলেছে, এটা বামপন্থীদের তথাকথিত ‘লাল দুর্গ’ ভেঙে ফেলার শুরু। নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক বৈভব মীনা বলেন, ‘এটা আমার ব্যক্তিগত জয় নয়, এটা আদিবাসী চেতনা ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিজয়।’

সংসদের সভাপতি পদে বিহারের গরিব পরিবারের সন্তান নীতীশ কুমারের জয় নিয়েও উদ্বেল হতে দেখা গিয়েছে বাম শিবিরকে। অনেকেই সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, তবে কি দিল্লির রাজনীতিতে আর এক নীতীশ কুমারের উদয় হতে যাচ্ছে! বৈভব মীনার জয় এবিভিপির কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ২০১৫-’১৬ সালের পর আবার তারা কেন্দ্রীয় প্যানেলে কোনও পদে জয় পেল।

এবিভিপি শেষবার ২০০০-’০১ শিক্ষাবর্ষে সভাপতির পদে জয় পেয়েছিল। তাছাড়া তিনটি প্রধান পদে বিজেপির পড়ুয়া শিবির হেরে গেলেও প্রতিটিতেই তারা সমান তালে বাম প্রার্থীদের সঙ্গে লড়েছে। আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বামেদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে এবারের ভোটের ফল যে গেরুয়া শিবিরের পড়ুয়াদের মনোবল বাড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা বাম শিবিরের পক্ষে উদ্বেগের কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে ২৬ রাফাল কিনতে চুক্তি ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বায়ুসেনার পর এবার রাফাল যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। সোমবার ২৬টি রাফাল-এম (নৌবাহিনীর জন্য তৈরি রাফালের বিশেষ সংস্করণ) কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে কেন্দ্র। এজন্য খরচ পড়বে ৬৩ হাজার কোটি টাকা। ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য এত বড় অঙ্কের যুদ্ধবিমানের বরাত নজিরবিহীন। বিমানগুলি হাতে পেলে নৌসেনার বিমানবহর আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সূত্রের খবর, এদিনের চুক্তি অনুযায়ী ২৬টি রাফাল-এমের মধ্যে ২২টি হল এক আসনবিশিষ্ট যুদ্ধবিমান এবং ৪টি দুই আসনের প্রশিক্ষণ বিমান। ২০৩১-এর মধ্যে সবকটি বিমান নৌসেনার সঙ্গে যুক্ত হবে। বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সহায়তাও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, রাফাল-এম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌ-যুদ্ধবিমান। বর্তমানে এই বিমান একমাত্র ফরাসি নৌবাহিনীই ব্যবহার করে। ক্যাটোবার প্রযুক্তির সাহায্যে যুদ্ধজাহাজ থেকে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে বিমানগুলি। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে হামলা চালাতে রাফাল-এমের জুড়ি মেলা ভার। ভারতীয় নৌসেনায় রাফালের ব্যবহার শুরু হলে শুধু পাকিস্তান নয়, চিনও চাপে পড়বে।

২০১৬-য় ফরাসি বিমান সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশন থেকে ৩২টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনতে চুক্তি করেছিল ভারত। হরিয়ানার আম্বালা এবং পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিমানগুলি মোতায়েন রয়েছে।

অনলাইনে অশ্লীলতা, কড়া কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : অনলাইনে অশ্লীলতা তথা আপত্তিকর দৃশ্য দেখানোর অভিযোগ নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহি চেয়ে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। যৌনতাধর্মী বিষয়গুলি বিভিন্ন ওটিটি (ওভার দ্য টপ) সংস্থা ও সমাজমাধ্যমে দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। মামলাটির শুনানি হয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চে।

মামলার মূল দাবি হল, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলামেলা দৃশ্যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হোক। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, যে অভিযোগ এসেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট ‘লাইভ ল’ অনুসারে তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা হল অ্যামাজন প্রাইম, নেটফ্লিক্স, অলটবালাজি, উল্লু ডিজিটাল, গুগল, মেটা, অ্যাপল, এক্স ও মুবি।

আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন পাঁচ আবেদনকারীর পক্ষে সওয়ালে জানিয়েছেন, ওটিটি ও সমাজমাধ্যমে অশোভন দৃশ্য দেখানোয় উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বিচারপতি গাভাই কেন্দ্রীয় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে বলেছেন, আইনগত কোনও পদক্ষেপের ব্যবস্থা করুন। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মেহতা জানিয়েছেন, কিছু অনুষ্ঠান এতটাই ‘বিকৃত’ যে, দু’জন একসঙ্গে বসে তা দেখতে পর্যন্ত পারেন না। তিনি জানান, কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আরও কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের চিন্তাভাবনা চলছে।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত এই মামলার আবেদনে এও বলা হয়েছে, আদালত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স ও ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে অশ্লীলতা রোধে বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ তদারকি ও নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করুক। এর উত্তরে দুই বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনকারীকে জানিয়েছে, এই বিষয়টি আইনসভার আওতাধীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টারে 'বদনাম'

দোষীদের হদিস দিতে ব্যর্থ কোটি টাকার সিসি ক্যামেরা

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২৮ এপ্রিল : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক কখনোই পিছু ছাড়েনি। এবার ফের নয়া বিতর্কের সূচনা করল পোস্টার কাণ্ড। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে পোস্টার পড়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কোটি কোটি টাকা খরচ করে অত্যাধুনিক ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আইসির বিরুদ্ধে পোস্টার কে বা কারা মারল তা কর্তৃপক্ষের নজরে এল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও আইসির বিরুদ্ধে পোস্টারিং এর বিষয়টি কিছু জানা নেই বলে দায় এড়িয়েছেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। গৌড়বঙ্গের ইতিহাসে কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ার ঘটনা এই প্রথম।

শনি ও রবিবার বন্ধ ছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকের চোখে পড়ে বেশকিছু পোস্টার। পোস্টারগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সমূহের নিয়ামক তথা আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর নামে বিতর্কিত কথাবার্তা লেখা হয়েছে। বেশকিছু পোস্টারে তার ছবি দেওয়া রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত দাবি করা হয়েছে। পোস্টারগুলিতে নীচে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এমনটাই লেখা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রয়েছে কোটি কোটি টাকা খরচে কেনা অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা। তা সত্ত্বেও কে বা কারা এই পোস্টারগুলি লাগিয়েছে, এই ব্যাপারে তদন্তের দাবি করেছে শিক্ষক সংগঠনের একাংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রবেশদ্বার, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি জায়গায় এই পোস্টার কে বা কারা লাগিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে সেই বিতর্কিত পোস্টার।- সংবাদচিত্র

পোস্টারগুলিতে বিএড কলেজগুলির নজরদারির দায়িত্বে থাকার সময়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। কম যোগ্যতা সত্ত্বেও আধিকারিক পদে নিয়োগের অভিযোগের তদন্তের দাবি করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে আসা দুর্নীতির চিঠি প্রভাবশালীর যোগসাজসে চেপে রাখা হয়েছে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এই ব্যাপারে উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এই ধরনের ঘটনা আমার জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কেউ জানাননি।'

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার গৌড়বঙ্গ ইউনিটের সম্পাদক অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। কারও যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তা জানানোর জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তা না করে একজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে পোস্টারিং করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমানের সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেখানে নিশ্চয়ই ফুটেজ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের নাম করে কারা এটা করেছে তার রহস্য উদঘাটনে আমরা উপাচার্যের কাছে তদন্তের দাবি জানাব।'

পোস্টার কাণ্ডে ছাত্রছাত্রীদের নাম জড়িয়ে থাকার প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের বক্তব্য, 'পোস্টারে তৃণমূলের ছাত্রছাত্রীদের কথা উল্লেখ নেই। তাই এই দায় আমাদের নয়। ছাত্রছাত্রীদের নাম করে যারা আইসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে পোস্টার লাগিয়েছেন, তাদের নির্দিষ্ট ফোরামে অভিযোগ করা উচিত।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তির আবরণ উন্মোচনে অভিনেতা সোহম। সোমবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

বৈষ্ণবনগর, ২৮ এপ্রিল : দাদুর বাড়িতে ঢুকে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় এক তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে কালিয়াচক থানার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পরিবার সূত্রে খবর, ওই তরুণের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় সাবালিকা হলে তারা ওই তরুণের সঙ্গে বিয়ে দেবে। পরে তারা খবর পায়, তরুণ মাদকাসক্ত। তারা বিয়ে দিতে অস্বীকার করে। সেই আক্রোশেই মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তরুণ পলাতক। পুলিশ তার খোঁজ শুরু করেছে।

জাল টাকার কারসাজি ফাঁস

সামশেরগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের সীমান্ত ঘেঁষা সামশেরগঞ্জে ফের সক্রিয় হয়ে ওঠা ভারতীয় জাল টাকার কারবারি চক্রের কারসাজি ফাঁস করল পুলিশ। সেইমতো জোড়া পাচারকারীকে বিরাট অঙ্কের জাল নোট সহ গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। ধৃতদের নাম আল আমিন শেখ এবং মিস্টার শেখ। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৬ লক্ষ টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সবগুলি ৫০০ টাকার নোট। এই জাল নোট মালদা থেকে সামশেরগঞ্জে আনা হয়েছিল বলে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

হাসপাতালের দরজায় তালা মেরে বিক্ষোভ

হরষিত সিংহ

হবিবপুর, ২৮ এপ্রিল : মুমূর্ষু রোগী চিকিৎসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হাসপাতালের বাইরে। তখনও খোলেনি হাসপাতালের সদর দরজা। দু'জন ধরে রেখেছেন রোগীকে। শুধু তাই নয়, আরও অনেকেই চিকিৎসার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। ঘড়ির কাঁটায় সময় হলেও তখনও কোনও চিকিৎসক বা কর্মী পৌঁছাননি।

পরিষেবা সময়মতো না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। বাধ্য হয়ে হাসপাতালের সদর দরজায় তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। সেসময় সেখানে পৌঁছান কর্তব্যরত নার্স। তিনি আসতেই মুমূর্ষু রোগীকে ভেতরে নিয়ে যান। নার্স ওই রোগীর চিকিৎসা করেন। কিন্তু হাসপাতালে আসেননি চিকিৎসক। এমনই অবস্থা হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের।

খাতায়-কলমে চিকিৎসক থাকলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে আসছেন না। বাধ্য হয়ে একজন নার্স ও ফার্মাসিস্ট চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। হাসপাতালে চিকিৎসকের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। এবিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বাবর আলি জানান, 'কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। ডাক্তারের সঙ্গেও কোনও কথা হয়নি। সেখানে কর্তব্যরত নার্স ফোন করে বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন। চিকিৎসককে শোকজ করা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।'

হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এই প্রাথমিক

ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সদর দরজায় তালা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এলাকার তিনটি পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। হাসপাতালে বেড থাকলেও তা চালু হয়নি। ফলে বর্তমানে হাসপাতালটিতে শুধুমাত্র বহির্বিভাগ পরিষেবা চালু রয়েছে। একজন চিকিৎসক, একজন নার্স ও একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। সপ্তাহে তিনদিন চিকিৎসক যেতেন গত প্রায় দুই মাস আগে। বর্তমানে চিকিৎসক আসছেন না। ফলে চিকিৎসা পরিষেবা সামাল দিতে হচ্ছে নার্স ও ফার্মাসিস্টকে। হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো ও চিকিৎসকের দাবিতে স্থানীয়রা বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। ব্লক থেকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। বর্তমানে চিকিৎসক আসছেন না। পরিষেবা মিলছে না। স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক সিংহ জানান, 'এখানে চিকিৎসক পোস্ট রয়েছে। কিন্তু তিনি আসছেন না। হাসপাতালে বেড থাকলেও চালু হচ্ছে না। আমরা বহুবার স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছি। আমরা চাই, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা স্বাভাবিক হোক।'

স্থানীয়রা জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলেও শুধুমাত্র দুই থেকে তিন ঘণ্টা পরিষেবা মিলে। বহির্বিভাগে নার্স ও ফার্মাসিস্ট পরিষেবা দেন। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কোনওরকম পরিষেবা পাওয়া যায় না সময়ের পরে। এনিয়েও ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

অপহৃত উদ্ধার, গ্রেপ্তার তরুণ

তপন, ২৮ এপ্রিল : অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করল তপন থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সম্রাট আলি (২২)। সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে।

তপন থানা এলাকার ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকা এমাসের ২৩ তারিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও খুঁজে পাইনি। এরপর পরিবারের সদস্যরা তপন থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। অপহরণের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ নাবালিকার খোঁজ পায়। এরপর গতকাল রাতে তপন থানার পুলিশ মালদা জেলায় পুকুরিয়া থানা এলাকায় পাড়ি দেয়। পুকুরিয়া থানার পুলিশের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে সম্রাট আলি নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, '২৩ তারিখে নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ হয়। এরপরে তদন্ত শুরু হয়। গতকাল রাতে পুকুরিয়া থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

শ্রমিকের পরিচয় জেনে নির্যাতন ভিনরাজ্যে

আজাদ

মানিকচক, ২৮ এপ্রিল : মালদা ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অস্থিরতা এবং ভূস্বর্গে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের খুনের ঘটনার পর থেকে দেশে তৈরি হয়েছে এক অরাজকতার পরিবেশ। শুরু হয়েছে ধর্মের নামে ভেদাভেদ ও বিভাজন। অভিযোগ, এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের পরিযায়ীদের নিশানা করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে নির্যাতনের। পুলিশের ধরপাকড় চলছে।

মুম্বই ও পুনেতে বহু বছর ধরে ফুটপাথে ব্যবসা করছেন মালদার মানিকচক ও কালিয়াচকের একশ্রেণির মানুষ। গত কয়েকদিন ধরে তাদের উৎখাত করতে নেমেছে বিশেষ কয়েকটি সংগঠনের সমর্থকরা। উৎখাতের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হচ্ছে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই সব পোস্টের সত্যতা যাচাই করে দেখেনি)। প্রাণভয়ে ভিনরাজ্য থেকে পালিয়ে আসতে শুরু করেছে মালদা ও মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী, ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা।

এই নিয়ে সরব হয়েছে বামেরা। তাদের দাবি, বিজেপি ভেদাভেদ ও বিভাজনের রাজনীতির খেলায় মেতেছে। তাদের প্রশ্ন, এই চরম অরাজক পরিবেশে পরিযায়ী ও ছোট ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন কোনও পদক্ষেপ করছেন না।

সিপিএম জেলা নেতৃত্ব দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'দেশজুড়ে যে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে তার জন্য দায়ী বিজেপি ও আরএসএসের বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থকরা। অত্যাচারে বাধ্য পরিযায়ীরা পালিয়ে আসছেন। তাদের জন্য রাজ্য সরকার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেয়নি।' তাঁর দাবি, 'মালদা ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অস্থিরতা বিজেপি ও তৃণমূলের পরিকল্পিত ফল।'

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে এক হাত নেন বিজেপি ও তৃণমূলকে। দেবাঞ্জন বলেন, 'ধর্মের মেরুকরণের মাধ্যমে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চাইছে বিজেপি ও তৃণমূল। আর তাদের পরিকল্পিত ফল বর্তমানে ধর্মের নামে ভেদাভেদের রাজনীতি।'

দুই পরিযায়ীর দেহ ফিরল গ্রামে

সামসী, ২৮ এপ্রিল : সোমবার সাতসকালে ভিনরাজ্যে থেকে চাঁচলের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ ফিরল নিজ নিজ গ্রামে। মরদেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। মৃত পরিযায়ীর নাম আব্দুর রহিম(২০)। বাড়ি চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হজরতপুর গ্রামে। অপর পরিযায়ী শ্রমিকের নাম জামাল হোসেন(৪০)। বাড়ি চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালিগঞ্জ গ্রামে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, আব্দুর রহিম মুম্বইয়ে এক ঠিকাদার সংস্থার অধীনে টাওয়ারের কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। শনিবার দুপুরের দিকে কর্মরত অবস্থায় টাওয়ার থেকে পড়ে যান। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর কফিনবন্দি মরদেহ বিমানে কলকাতা পৌঁছায় রবিবার রাতে। কলকাতা থেকে সড়কপথে অ্যাম্বুল্যান্সে করে রহিমের মরদেহ সোমবার সাতসকালে হজরতপুর নিজ গ্রামে এসে পৌঁছায়।

পরিযায়ী শ্রমিক জামাল হোসেনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সে হরিয়ানায় একটি মাংস কারখানায় শ্রমিকের কাজে যুক্ত ছিল। শুক্রবার কারখানায় কর্মরত অবস্থায় দেখতে পান তার এক সহকর্মী পা পিছলে কুয়োতে পড়ে যান। সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে জামাল নিজেও কুয়োতে পড়ে মারা যান। ময়নাতদন্তের পর জামালের কফিনবন্দি দেহ হরিয়ানা থেকে সড়কপথে নিজ বাড়িতে পৌঁছায়।

চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি বলেন, 'মৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার সরকারি প্রকল্পের সব সুযোগসুবিধে যাতে পান সেটা প্রশাসনের তরফে দেখা হবে।'

রক্তের অপচয় রুখতে স্পেশাল উইং

মালদা, ২৮ এপ্রিল : স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আরও কঠোর হচ্ছে মালদা জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে বেনিয়মের অভিযোগে একাধিক নার্সিংহোম বন্ধ করা হয়েছে। করা হয়েছে জরিমানাও। সোমবার ফের একাধিক নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে মালদা জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি জেলার রক্তসংকট মেটাতেও একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। রক্তের অপব্যবহার রুখতে গঠন করা হচ্ছে সার্ভেলেন্স টিমের স্পেশাল উইং।

সোমবার মালদা শহরের টাউন হলে প্রথমে রক্তের সংকট মেটাতে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শিবিরে জেলার রক্তসংকট মেটাতে কী কী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা হয়। মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও বৈঠকে উঠে আসে। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে এনিয়ে নিজে আলোচনার কথা জানান জেলা শাসক। নার্সিংহোমে রক্তের অপব্যবহারের অভিযোগও উঠে আসে বিভিন্ন এনজিওর তরফে। রক্তের অপব্যবহার রুখতে সার্ভেলেন্স টিমের স্পেশাল উইং তৈরির কথাও জানান জেলা শাসক।

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার মন্তব্য, 'আজ আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি। জেলাজুড়ে রক্তের কত চাহিদা ও জোগানের ফারাক যাচাই করে রক্তদান শিবিরের রোস্টার করা হয়েছে। গরমের সময়ে যাতে কোনওভাবেই রক্তের সংকট দেখা না দেয়। রক্ত নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। সেসব যাচাই করতে সার্ভেলেন্স টিমের স্পেশাল উইং তৈরি করা হচ্ছে।'

হার মানাবে রোবট

প্রথম পাতার পর

আরও নিখুঁতভাবে হবে, মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিকের ব্যাখ্যায়, 'ইনস্ট্রুমেন্ট এবং রোবট যতই আসুক সার্জন ছাড়া অপারেশন সম্ভব নয়। তাহলে তো কম্পিউটার আসার পর মানুষের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেতে পারত। এআই স্কুল-কলেজে এলেও শিক্ষকদের প্রয়োজন হচ্ছে, হবে। আমার মনে হয়, মানবসম্পদ অতুলনীয়। আরও উন্নত রোবট আসবে, নতুন নতুন প্রযুক্তি-মেশিন আসবে, কিন্তু সার্জনদের প্রয়োজন ফুরোবে না।'

সম্প্রতি মেডট্রনিকের হুগো রোবোটিক সহায়তাপ্রাপ্ত সার্জারি (র‍্যাস) সিস্টেম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, সম্প্রতি র‍্যাস ১৩৭টি ইউরোলজিক্যাল সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে প্রোস্টেট, কিডনি এবং মূত্রাশয়ের জটিল অপারেশনও ছিল। তবে, রোবোটিক ত্রুটির কারণে দুটো অস্ত্রোপচারের জন্য পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরে যেতে হয়েছিল। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুগোর রোবট সার্জারিতে প্রাথমিকভাবে ৮৫ শতাংশ সফল হতে পারে বলে অনুমান করা হলেও বাস্তবে সাফল্য এসেছে ৯৮ শতাংশের বেশি। প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এলন ওই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

যদিও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তর যুক্তি, 'রোবট অপারেশনকে আরও নিখুঁত করবে, সেটা নিশ্চিত। কারণ, একটা বয়সের পর চিকিৎসকদের হাত কাঁপা সহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। রোবটের ক্ষেত্রে তা হবে না। যন্ত্রমানব আদতে উন্নত চিকিৎসায় চিকিৎসকের সহযোগী হতে পারে।' রোবটের দৌলতে অপারেশনে লোকবল কম লাগতে পারে, তাই বলে সার্জনদের পেছনে ফেলতে পারবে না বলে বিশ্বাস বিশ্বজিতের। তাঁর সঙ্গে একমত শহরের অপর বিশিষ্ট সার্জন ডাঃ শৈলজা গুপ্ত।

চোরাই সামগ্রী আটক, ধৃত ১

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ এপ্রিল : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে লাগাতার চুরির ঘটনা ক্রমেই ঘটে চলেছে। এবারে স্কুলের চোরাই সামগ্রী সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কামরুজ্জামান। চাঁচলের শুক্রবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সে। গত ৪ মার্চ হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকার একটি স্কুল থেকে কম্পিউটারের মনিটর, সিসি ক্যামেরা চুরি যায়। উদ্ধার হয়েছে চোরাই সামগ্রীও।

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের দাপট

গঙ্গারামপুর, ২৮ এপ্রিল : নির্বিবাদে চুরি হচ্ছে পুনর্ভবা নদীর বালি। এর খুব কাছেই গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহাদেব বর্মনের বাড়ি।

যাদববাটি ও সংলগ্ন ঘাটগুলো থেকে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বালি চুরি হয় দু'দফায়। প্রথম দফায় ভোরে । পরের দফায় বিকেল থেকে সন্ধে। বালি বোঝাই ট্র্যাক্টরের দাপটে সয়রাপুর হাইস্কুলের সামনে রাস্তা বেহাল হয়ে যাওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা রীতিমতো ক্ষুব্ধ।

রক্ষাকালীপুজো

গাজোল, ২৮ এপ্রিল : গাজোলের করলাভিটা রেল স্টেশন মোড়ে রামকৃষ্ণ স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল রক্ষা কালী পুজো। রবিবার রাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা মন্দিরে ভোগ নিবেদন করতে আসেন। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই চলে প্রসাদ বিতরণ। পুজোকে কেন্দ্র করে তিনদিন ধরে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পরমাণু বোমা...

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের সংবাদ সংস্থা 'দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন' দাবি করেছে, ভারতের সঙ্গে সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে শাহবাজকে সতর্ক করেছেন নওয়াজ। কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে পাকিস্তানের সামরিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তিনি। শাহবাজ বা পাকিস্তান সরকারের অন্য মন্ত্রীরা যাতে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মন্তব্য না করেন নওয়াজ সেই পরামর্শও দিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে। বাইরের চাপ যখন বাড়ছে, তখন ঘরে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পাক সরকার। সোমবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রধান শহর ওয়ানায় সরকারপন্থী একটি শান্তি কমিটির দপ্তরে ঘটা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৬। অভিযোগের তির পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবানের দিকে। রবিবার ৫৪ জন তেহরিক জঙ্গিকে হত্যার দাবি করেছিল পাক সেনা। এদিনের বিস্ফোরণ তার জবাব বলে মনে করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে বালোচিস্তানে এক সেনা কনভয়ে হামলায় ১০ জওয়ান প্রাণ হারান। ওই ঘটনার দায় নিয়েছে বালোচ বিদ্রোহী জোট।

ভাঙন রোধে উদ্যোগ

ইটাহার, ২৮ এপ্রিল : ভাঙন রুখতে সুই নদীর পাড়ে বোল্ডার পিচিংয়ের কাজের সূচনা করলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন। গুলন্দর-২ অঞ্চলের ছোটবেল্লা গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। ভাঙন প্রতিরোধের জন্য বিধায়কের মোশারফ হুসেনের আবেদন জানান গ্রামবাসীরা। এরপরেই বিধায়কের তৎপরতায় ও সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ছোটবেল্লা গ্রামে সুই নদীর ৮০০ মিটার দীর্ঘ পাড় বোল্ডার বাঁধাইয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

তরুণকে মার

প্রথম পাতার পর

এক ১৬ বছরের নাবালিকার সঙ্গে দু'বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দিন ১৫ আগে ওই নাবালিকা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের প্রেমিকের কাছে চলে যায়। এই ঘটনায় কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে মেয়ের পরিবারের লোকেরা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। এদিকে ওই প্রেমিক বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল রাজস্থান থেকে বাড়িতে আসে।

এরপর গ্রামের মাতব্বরেরা সালিশি সভা ডাকে মুকুন্দপুর স্কুলের মাঠে। সেখানে হাজির ছিলেন পঞ্চায়েতের ৩ সদস্য ও তাদের স্বামী। সভা চলাকালীন আচমকাই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর নির্দেশে ওই তরুণকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ভাগ্নেকে বাঁচাতে গিয়ে মারধর করা হয় মাসিকে। মাসির পরনের শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে শ্লীলতাহানি করা হয়। এরপর ওই তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জখম তরুণের মায়ের অভিযোগ, 'সালিশি সভার মধ্যে প্রভাবশালীরা আমার ছেলেকে মারধর করে। সেখানে পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর অঙ্গুলিহেলনে এই কাজ হয়েছে।' যদিও তাঁর সাফাই ওই সালিশি সভায় তিনজন পঞ্চায়েত মেম্বার ছিল। আমিও হাজির ছিলাম। বিষয়টি দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনায় বসলে আমি সেখান থেকে চলে যাই। তারপর সালিশি সভায় কী হয়েছে তা বলতে পারব না। এই ঘটনায় এদিন বিকেলে কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণের মার বক্তব্য, 'বড় ছেলের এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মেয়েটা নিজেই আমার ছেলের কর্মস্থলে চলে যায়। তাঁকে ফেরত দিতে এসেই সালিশি সভার মধ্যেই মাতব্বরেরা পাশবিক নির্যাতন চালায়।'

চার নদী

প্রথম পাতার পর

শেষ নেই। নদী নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত নগরায়ন নদীগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবেশে এর প্রভাব পড়ছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই নদীগুলির জীবন ফেরাতে এখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত।

কথা হচ্ছিল মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ভূগোল শিক্ষক শুভঙ্কর রাহা'র সঙ্গে। চার নদীর এই পরিস্থিতি তাঁকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে। শুভঙ্কর বলেন, ' নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কমে গেলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। পলি জমতে জমতে নদীর গভীরতা কমে যায়। তাই নদীগর্ভ থেকে নিয়মিত পলি তোলা উচিত। মজে যাওয়া নদীগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গেলে দরকার খনন এবং সংস্কার। নদীতীরবর্তী বনভূমি সংরক্ষণ এবং বনায়েন করা প্রয়োজন। কারণ, বনভূমি নদীর পাড়কে শক্তিশালী করে এবং পলির পরিমাণ কমিয়ে নদীর গভীরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।'

ব্রাহ্মণী নদীর ধারে বাড়ি নালাগোলার বাসিন্দা ব্যাংক অফিসার হিমাদ্রী ভট্টাচার্যের। নদীর দুর্দশা নিয়ে রীতিমতো আক্ষেপ করছেন। হিমাদ্রী বলেন,'বামনগোলার টাঙন, পুনর্ভবা, হাঁড়িয়ার মতো ব্রাহ্মণীও ছিল প্রাণবন্ত। বর্ষায় এই সব নদীতে জল থাকলেও গ্রীষ্মের শুরুতেই জল তলানিতে এসে পৌঁছায়। ফলে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের জলের আকাল দেখা দেয়। সেচের জল না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন কৃষকরা। মৎস্যজীবীদের জীবনও সংকটে। সংস্কারই একমাত্র নদীকে বাঁচাতে পারে।'

একই অভিমত শুভংকর রাহারও। তিনি বলেন 'নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা, কৃষিক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং নদীর জল পরিষ্কার রাখার জন্য বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। একই সঙ্গে মানুষকেও সচেতন করা জরুরি।' বামনগোলার বিডিও মনোজিৎ রায় বলেন, 'নদীর সমস্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে সেচ দপ্তর সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।'

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নদী সংস্কার না করলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। কৃষক, মৎস্যজীবীদের জীবনেও যেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, সমান প্রভাব পড়তে পারে সাধারণের জীবনেও।' বিবেকানন্দের কথা ধার করে বলতে হয়, 'যদি এ পথে না যাও, তাহলে তোমাদের বিপদ অবসম্ভাবী।'

সমস্যা ও আশ্বাস

- গ্রীষ্মের শুরুতেই চার নদীর জল তলানিতে ঠেকেছে
- পলি জমে কমেছে জল ধারণ ক্ষমতা
- দেখা দিয়েছে জলের আকাল
- ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ
- প্রয়োজন সংস্কারের, দরকার আধুনিক প্রযুক্তি
- সমস্যা খতিয়ে দেখার আশ্বাস বিডিওর
- মানুষকেও সচেতন করে তোলার পরামর্শ

'অভিমানে'র ফাঁসে

প্রথম পাতার পর

আসে ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়।

মৃতের কাকা গৌতম বর্মন শোকস্তব্ধ অবস্থায় বলেন, 'সকালে টিউশন যাওয়া নিয়ে ভাইঝির সঙ্গে বৌদির তর্কবিতর্ক হয়। মা বকাবকি করতে অভিমানে ভাইঝি নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। এত অল্প বয়সে এমন ঘটনা ঘটাবে ভাবতে পারছি না।'

মৃতের আরেক আত্মীয় সুজন সরকার বলেন, 'বিভা শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। লেখাপড়ায় মেধাবী। হাসপাতালে এনেও বাঁচাতে পারলাম না। আমরা শোকাহত।'

ইতিহাস পালটে দিতে মরিয়া পদ্ম

প্রথম পাতার পর

থেকেছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করা থেকে তিন তালাক, ওয়াকফ- বলতে গেলে এক হিন্দুরাষ্ট্র বাদে প্রায় সব অ্যাজেন্ডা পুরো হয়েছে। যখন এসব ভেবে মনে করা হচ্ছে অতঃকিম, তখনই আসছে অন্য কিছু।

এবার হিন্দুত্ব এসেছে সনাতনী চেহারায়। আদর্শ হিন্দু বাস করবেন হিন্দু নামের শহরে। মাছমাংস বর্জন করে হবেন শাকাহারি। মদ ছোঁবেন না। নিত্য গঙ্গাস্নান করবেন। যদি কখনও ভেবে থাকেন এইবার হিন্দুত্বের জিগিরে টান পড়তে চলেছে তাঁরা ভুল ভেবেছেন। একদিকে তাদের 'এক' তত্ত্ব -- এক দেশ, এক নির্বাচন, এক নেতা, এক ধর্ম, এক জীবনযাপন, অন্যদিকে দেশজুড়ে নাম বদলের হিড়িক। যেখানে যত মোগল আমলের শহরের নাম আছে সব বদলে দাও। মুসলিম নাম বদল করে ইতিহাসের শুদ্ধিকরণ চলছে। আগেই যোগীজির রাজ্যে এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই হয়েছে দীনবন্ধু উপাধ্যায় স্টেশন, ফৈজাবাদ মুছে অযোধ্যা, মুস্তাফাবাদ হয়েছে রামপুর, গুরগাঁও গুরুগ্রাম। বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় সেখানে একই কায়দা। তাদের মতে, এটা হিন্দুদের সাংস্কৃতিক অতীতকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা। জনগণ এটাই চাইছে।

তবে যোগীজির রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে পুষ্কর সিং ধামির উত্তরাখণ্ড। সে রাজ্যে নাম বদলের হিড়িক অনেক বেশি। ইংরেজ নাম ম্যাকলয়েডগঞ্জ অবিকৃত রয়ে গেলেও রেহাই নেই মহম্মদপুরের। তার নতুন নাম হয়েছে গুরু গোবিন্দ সিং নগর। মহম্মদপুর জাট এখন মোহনপুর জাট। খানপুর কুরসালি হয়েছে আম্বেদকরনগর। ইদ্রিসপুর এখন নন্দপুর, খানপুর শ্রীকৃষ্ণপুর, আকবরপুর ফজলপুর এখন বিজয়নগর। নবাবি রোডের নাম বদলে অটল মার্গ, সুলতানপটিনগর পঞ্চায়েতের নতুন নাম কৌশল্যাপুরী। উত্তরাখণ্ডের চার জেলায় অন্তত পনেরো জায়গা বা রাস্তার নাম পালটে গিয়েছে। নাম বদলের উদ্যমে এখন গেরোয় পড়েছেন পুষ্কর।

উত্তরাখণ্ডের মিয়াওয়ালার নাম বদলাতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়েছেন তিনি। নবাব, সুলতানের মতো মিয়াও মুসলিম বলে ধরে নিয়েছিল সে রাজ্যের প্রশাসন। সেখানকার রাজপুতরা বেজায় ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, মিয়াওয়ালা মোটেই মুসলিম নাম নয়। রাজপুতদের উপাধি। গাড়োয়াল, কুমায়ুনের রাজারা মিয়াওয়ালা রাজপুতদের নিয়োগ করতেন কঠিন যুদ্ধ জেতার জন্য। তাঁরা হইচই বাধিয়েছেন। নাম বদল নতুন কিছু নয়। ক্যালকাটাকে কলকাতা, মনুমেন্টকে শহিদ মিনার, ধর্মতলা স্ট্রিটে লেনিন সরণি করা হয়েছে। বিস্তর রাস্তা, পার্কের নামও বদলানো হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে কলকাতা বন্দরের নাম দিয়েছে শ্যামাপ্রসাদের নামে, চাপা পড়ে গিয়েছে আগের সুভাষচন্দ্র বসুর নাম। তবে বেছে বেছে মোগল বা মুসলিম নামের শহরগঞ্জের নাম বদলানোর এই অভিযান একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনেই। বিশদে বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা ভেবেছিলেন বিজেপি ফুরিয়ে যাবে, তাদের কর্মসূচি একটা সময়ে ফুরিয়ে যাবে, তাঁরা ভুল বুঝেছেন। তাদের আইডিয়ায় টান পড়েনি। আর হাতের পাঁচ পহলগাম তো রইলই।

স্টার্ক-রাহুল ‘কাঁটা’ নিয়ে
নাইটদের আজ দিল্লি অভিযান

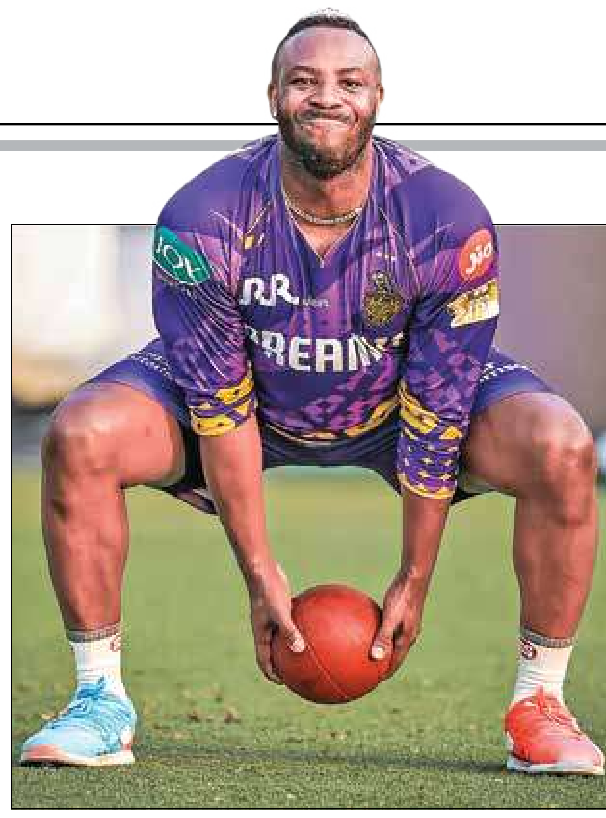

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সোমবার।

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। প্রায় ভেন্টিলেশনে ঢুকে গিয়েছে রোগী। এহেন রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কিন্তু কথাতেই তো রয়েছে, আশায় বাঁচে চাষা। সেই ‘চাষা’ এখন আজিঙ্কা রাহানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে রাহানের দলের কিছুই ঠিকমতো চলছে না। সাজঘরের ক্রিকেটীয় পরিকল্পনা মাঠে কার্যকর হচ্ছে না। কখনও প্রকৃতির রোষেও পড়তে হচ্ছে। যার উদাহরণ, ঘরের মাঠে দিন দুয়েক আগে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ। যেখানে খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার ফলে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে কেকেআরকে। সঙ্গে দলের ব্যাটিংয়ের ‘শনির’ দশা কেটেছে কিনা, সেই প্রশ্নের জবাবও জানে না ক্রিকেটমহল।

এমন অবস্থার মধ্যে আগামীকাল রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে কেকেআর। কালকের ম্যাচের আগে দুই দলের পরিস্থিতি, আবহ সম্পূর্ণ আলাদা। গত রাতে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে গিয়েছেন অক্ষর প্যাটেলরা। সেই হারের ‘খলনায়ক’ হিসেবে সামনে এসেছে দিল্লি শিবিরে থাকা বাংলার দুই প্রতিনিধি অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার। অভিষেক বাউন্ডারিতে ফিল্ডিংয়ের সময় ক্রুণাল পান্ডিয়ার সহজ ক্যাচ মিস করেছিলেন। আর ডেথ ওভারে নিয়মিতভাবে ফুলটস বোলিং করে বেঙ্গালুরুর জয় নিশ্চিত করে দেন দিল্লির মুকেশ। কেকেআরের বিরুদ্ধে রাজধানী ফ্র্যাঞ্চাইজির দলে থাকা বাংলার দুই প্রতিনিধি কেমন করেন, সেদিকে নিশ্চিতভাবেই নজর থাকবে ক্রিকেট সমাজের।

যদিও ক্রিকেটীয় বিচারে নাইটদের সামনে ‘কাঁটা’ হিসেবে হাজির লোকেশ রাহুল ও মিচেল স্টার্ক। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে রাহুল দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। নিয়মিতভাবে ভরসা দিচ্ছেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে। ৮ ম্যাচে ৩৬৪ রান যার প্রমাণ। এহেন রাহুল সোমবারও নাইটদের সামনে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য তৈরি। আর রয়েছেন প্রাক্তন নাইট স্টার্ক। শেষ মরশুমে স্টার্ক ছিলেন কেকেআরে। অদ্ভুতুড়ে কারণে স্টার্ককে রিটেইন করেনি নাইট কর্তৃপক্ষ। সেই স্টার্ককে আগামীকাল সামলাতে হবে রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের। পারবেন ছন্দহীন নাইট ব্যাটাররা?

আজ সন্ধ্যার দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের জোরে বোলার হর্ষিত রানা খুব একটা ভরসা দিতে পারেননি। বলেছেন, ‘দল হিসেবে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই আমরা। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য জয় প্রয়োজন আমাদের। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।’

গম্ভীরকে ‘মিস’ করছেন হর্ষিত

হর্ষিতের কথাতেই স্পষ্ট, নাইট শিবিরের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। শুধু তাই নয়, শেষবার দল যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই সময় মেন্টর গৌতম গম্ভীরের ভূমিকা ছিল বিশাল। গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের বাইরে নাইটদের অন্দরে গম্ভীরকে এখন ‘মিস’ করছেন হর্ষিত। তাঁর কথায়, ‘আমাদের দলে অনেক বদল হলেও কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরা প্রায় একই রয়েছেন। অভিষেক নায়ারও ফিরে এসেছেন। শুধু গোতিভাই নেই। দলের অন্দরে ওঁর একটা প্রভাব ছিল। সেটা এবার নেই। যদিও এমন ভাবনাটা একেবারেই ব্যক্তিগত আমার। কিন্তু এটাই আমার বিশ্বাস।’ গম্ভীরের অনুপস্থিতি নাইটদের অন্দরে যে প্রভাব ফেলেছে ভালোরকম, সেই কথা কারও অজানা নয়। হর্ষিত বিষয়টি নিয়ে আজ শুধু মুখ খুলেছেন। তাছাড়া হর্ষিত তাঁর ঘরের মাঠে (দিল্লির ছেলে হর্ষিত) খেলতে নামার আগে নাইটদের নয়া শুরুর বার্তাও দিয়েছেন আজ। কিন্তু সেই বার্তার পরও কোচ চান্দু স্যরের সঙ্গে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ক্রিকেট দর্শনের বিভাজন দলের অন্দরে বিস্তর সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে। যার শেষটা কী হয়, সেটাই দেখার।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টে থাকা কেকেআর কীভাবে আগামীকাল নয়া শুরু করবে, সময়ই তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে কুলদীপ যাদবদের বিরুদ্ধে দলের ব্যাটিং অর্ডার থেকে শুরু করে কম্বিনেশন, সবকিছু নিয়েই প্রবল অস্বস্তিতে রয়েছেন রাহানেরা। কোচ পণ্ডিতের স্ট্র্যাটেজিরও সমালোচনা চলছে। সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিনে যে রোজ সাফল্য আসবে না, সেটাও প্রমাণিত। তাই ‘মঙ্গলে শনির দশা’ কেটে নাইটদের নতুন শুরু হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস
বনাম
কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মুখোমুখি

ম্যাচ ৩৪
কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৮
দিল্লি ক্যাপিটালস ১৫
একটি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল

ভারতের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল : পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই এখন যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে চলছে। এরমধ্যে পহলগাম হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন পাক তারকা শাহিদ আফ্রিদি। তিনি পরিষ্কার ভারতের ওপরে দোষ দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেছেন, ‘এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা পহলগামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আট লক্ষ ভারতীয় সেনার একজনকেও সেইসময় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে। পরে দোষটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘কোনও দেশ বা ধর্ম সন্ত্রাষবাদকে সমর্থন করে না। আমরা সবসময় শান্তি চাই। ইসলাম আমাদের শান্তির শিক্ষা দিয়েছে। আর পাকিস্তানও এই ধরনের কার্যকলাপকে সমর্থন করে না।’

এদিকে, পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ১৬টি পাকিস্তানি চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারমধ্যে প্রাক্তন পাক তারকা শোয়েব আখতারের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলটিও রয়েছে।

পহলগাম হত্যাকাণ্ড

এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা পহলগামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আট লক্ষ ভারতীয় সেনার একজনকেও সেই সময় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে। পরে দোষটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

শাহিদ আফ্রিদি

২০ বার ইংল্যান্ড সেরা হয়ে মাঠেই শ্যাম্পেন-স্নানে কোচ আর্নে স্লটকে ভেজালেন লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক-রায়ান গ্রাভেনবার্চরা।

খুচরো রানে ভরসা রেখেছিলাম : কোহলি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : আইপিএল ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা ছয়টি অ্যাওয়ে ম্যাচ জয়। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছে প্লে-অফের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া। এবারের আইপিএলে রূপকথা লিখছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তাদের এহেন রঙিন কাহিনীর অন্যতম লেখক বিরাট কোহলি। ১০ ম্যাচে হাফডজন অর্ধশতরানের সঙ্গে ৪৪৩ রান নিয়ে বর্তমানে কমলা টুপির মালিক তিনি। ছয়টির মধ্যে বিরাটের পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি এসেছে রানতাড়ায় নেমে।

রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ২৬/৩ পরিস্থিতি থেকে নিজে অর্ধশতরান করার পাশাপাশি ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে ১১৯ রানের জুটিতে বৈতরণি পার করে দেন বিরাট। ম্যাচ শেষে ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। ঘরের মাঠে জয়ের সঙ্গে দিল্লির বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার স্বস্তি নিয়ে বিরাট বলেছেন, ‘পিচ ও পরিস্থিতির বিচারে দুর্দান্ত জয়। অন্য ম্যাচের চেয়ে এদিন পিচের চরিত্র একেবারে আলাদা ছিল। জানতাম বাউন্ডারি মারা কঠিন হবে। তাই সিঙ্গলস, ডাবলসে ভরসা রেখেছিলাম। যাতে রানতাড়ায় পিছিয়ে না পড়ি। মানুষ পার্টনারশিপের গুরুত্ব ভুলে যায়। কিন্তু আমরা পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিপক্ষের উপর চাপ বজায় রাখতে চেয়েছিলাম।’

২০১৬ সালের পর আইপিএলে পঞ্চাশের গণ্ডি পার করলেন ক্রুণাল। হার্দিক পান্ডিয়ার দাদার প্রশংসা করে বিরাট বলেছেন, ‘ক্রুণাল অসাধারণ খেলল। জানতাম ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ওর রয়েছে। সেটা সঠিক সময়ে এল। রানতাড়ার সময় ক্রুণাল বলেছিল, সুযোগ পেলে ও বড় শট নেবে। যা আমার চাপ কমিয়ে দেয়।’

ক্লপকে ‘ধন্যবাদ’ জানালেন স্লট

লিভারপুল, ২৮ এপ্রিল : গত বছরের জুন মাস। লিভারপুল কোচ হিসেবে নিজের বিদায়ি ম্যাচে পরবর্তী কোচ আর্নে স্লটের নামে স্লোগান দিয়েছিলেন জুরগেন ক্লপ। এবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতার পর পালটা সম্মান জানালেন বর্তমান লিভারপুল কোচ স্লট। টটেনহাম হটস্পার ম্যাচের পরেই তাঁর গলায় শোনা গেল জুর্গেন ক্লপের জয়ধ্বনি।

এখানেই থেমে থাকেননি, ম্যাচের পর ক্লপকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন স্লট। তিনি বলেছেন, ‘এই দলটা ক্লপের হাতে তৈরি। দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে গিয়েছেন তিনি। এটা আমাকে খেতাব জিততে অনেক সাহায্য করেছে। তাই ক্লপকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার ছিল।’ ইপিএলে নিজের প্রথম মরশুমেই খেতাব জিতেছেন স্লট। ইপিএলের ইতিহাসে তিনিই পঞ্চম কোচ হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

‘রেডস’ কোচ হিসেবে নিজের প্রথম শিরোপা জেতার পর উচ্ছ্বসিত স্লট বলেছেন, ‘আমি প্রচণ্ড খুশি। লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এই মরশুমে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। তারই ফল পেয়েছি।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। কয়েক বছর আগে আমি স্বপ্ন দেখতাম, একদিন লিভারপুলের কোচ হব। যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তখন নিজেকে গর্বিত মনে হয়েছিল। আর এখন এই ক্লাবের ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে গিয়েছি।’

লিভারপুলে আসার পর এটাই মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর দ্বিতীয় লিগ খেতাব। প্রথমবার জিতেছিলেন ২০২০ সালে। তখন করোনার জন্য সমর্থকদের সঙ্গে উৎসব করতে পারেননি তিনি। তবে এবারের লিগ জয়কে স্পেশাল মনে করছেন মিশরীয় তারকা। সালাহ বলেছেন, ‘এইবারের খেতাব জয়টা গতবারের থেকেও বেশি আনন্দের। এই অনুভূতিটা শুধু আমার একার নয়, সমর্থকদেরও।’

ম্যাচ বেড়ে ৯৪ হওয়ার ইঙ্গিত ধুমলের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি এখনও। বড় অঘটন না হলে ২০২৮ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দলের সংখ্যা না বাড়লেও ম্যাচের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। ৭৪ থেকে বেড়ে মোট ম্যাচের সংখ্যা ৯৪ হতে পারে বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ সিং ধুমল আজ এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘বিসিসিআইয়ের অন্দরে আমরা এই ব্যাপারে কথা বলেছি। আইসিসি-র সঙ্গেও কথা চলছে। হয়তো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ২০২৮ সালের আইপিএল থেকে ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে ৯৪ হতেই পারে।’ ম্যাচের সংখ্যা বাড়লেও দলের সংখ্যা আপাতত বাড়ানো হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে।

২০২২ সাল থেকে আইপিএল দশ দলের প্রতিযোগিতা। মাঝে কয়েক বছর পার। সময়ের সঙ্গে দশ দলের আইপিএল আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু দশ দলের প্রতিযোগিতায় ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠছিল শুরু থেকেই। না হলে হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে সব দল একে অপরের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছিল না। সেই সমস্যা মেটানোর জন্যই আপাতত আইপিএলে ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ধুমল বলেছেন, ‘ম্যাচের সংখ্যা ৭৪ থেকে বাড়িয়ে ৯৪ করতে হলে আমাদের আরও বেশি সময় প্রয়োজন হবে। আইপিএলের জন্য উইন্ডোর সময় আরও দীর্ঘ করতে হলে বোর্ডের পাশাপাশি আমাদের আইসিসি-র সঙ্গেও আলোচনা করে ওদের অনুমতি নিতে হবে। দ্রুত বিষয়টা চূড়ান্ত করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।’

আইপিএল ২০২৮

আইপিএলের জন্য উইন্ডোর সময় আরও দীর্ঘ করতে হলে বোর্ডের পাশাপাশি আমাদের আইসিসি-র সঙ্গেও আলোচনা করে ওদের অনুমতি নিতে হবে। দ্রুত বিষয়টা চূড়ান্ত করে ফেলার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

অরুণ ধুমল

প্রস্তুতিতে বাগান

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : সুপার কাপের সেমিফাইনালের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার বিকেলে ভুবনেশ্বরে কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে গা ঘামালেন সুহেল আহমেদ বাটরা। এফসি গোয়া-পাঞ্জাব এফসি কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ দেখেছিলেন মোহন কোচ। মানোলো মার্কুয়েজের দলের শক্তি-দুর্বলতা তাঁর নোটবুকে উঠে গিয়েছে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন বাস্তব রায়। এদিন সেই অনুযায়ী অনুশীলন করিয়েছেন তিনি।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সর্বাধিক উইকেট সংখ্যায় লসিথ মালিঙ্গাকে পেরোনোর পর সাজঘরে আদর্শের সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ।

মালিঙ্গা এখনও আমার চেয়ে ভালো : বুমরাহ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ২০১৪ সালে বিরাট কোহলিকে এলবিডব্লিউ করে শুরু। মাঝের সময়ে শুধু আইপিএল বা ভারত নয়, ক্রিকেটেরই মহার্ঘ সম্পত্তি হয়ে উঠেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। রবিবার শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকা লসিথ মালিঙ্গাকে টপকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক ১৭৪ উইকেটের মালিক হয়ে যান তিনি। নতুন কীর্তি গড়েও প্রাক্তন সতীর্থ ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বর্তমান বোলিং কোচ মালিঙ্গাকে নিজের চেয়ে ভালো মানছেন বুমরাহ।

লখনউ সুপার জায়েন্টসকে হারিয়ে আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে ১৫০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়েছে মুম্বই। এবারের লিগে টানা পাঁচ জয়ে প্লে-অফের স্বপ্নকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে তারা। রবিবার ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের জন্য ড্রেসিংরুমে বুমরাহকে সেরা বোলারের পুরস্কার দেন ট্রেন্ট বোল্ট। বুমরাহকে জড়িয়ে ধরেন মালিঙ্গাও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। আলিঙ্গনের মাঝে বুমরাহ বলেছেন, ‘মালিঙ্গা এখনও আমার চেয়ে ভালো।’ যা শুনে মালিঙ্গা বলেছেন, ‘বুমরাহই বিশ্বের সেরা।’

এদিকে, সমালোচকদের একহাত নিলেন বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। লখনউয়ের বিরুদ্ধে বুমরাহ উইকেট নেওয়ার পরেই গ্যালারিতে বসে থাকা সঞ্জনা ও তাঁর ছেলে অঙ্গদের দিকে ক্যামেরা তাক করে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদের দুই হাত উপরে তুলে ধরেন সঞ্জনা। এই ঘটনার পর অঙ্গদকে নিয়ে অনেকে মশকরা করেন। যার জবাবে সঞ্জনা লিখেছেন, ‘আমাদের ছেলে আপনাদের বিনোদনের বিষয় নয়। আমি ও জসপ্রীত অঙ্গদকে সমাজমাধ্যম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। আমি জানি ক্যামেরাভর্তি একটা স্টেডিয়ামে একটা বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার ফল কী হতে পারে। কিন্তু সকলকে বুঝতে হবে যে আমি আর অঙ্গদ শুধুমাত্র জসপ্রীতকে সমর্থন করতেই স্টেডিয়ামে যাই।’

নিজের ফর্ম নিয়ে ভাবছেন না ঋষভ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ৯ ম্যাচে ১১০ রান। গড় মাত্র ১২.২২। স্ট্রাইক রেট ৯৮.২১। আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি (২৭ কোটি) ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের চলতি মরশুমে ব্যক্তিগত পারফরমেন্স এটাই।

প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে চেকের বড় অঙ্কই কি চাপে ফেলেছে ঋষভকে?

লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক অবশ্য ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া ভালো চোখে দেখছেন না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের পর বলেছেন, ‘দল যখন ভালো খেলছে না তখন সেটা নিয়েই ভাবনাচিন্তা করা উচিত। কারণ শেষপর্যন্ত ক্রিকেট দলগত খেলা। হ্যাঁ, একজন ক্রিকেটার ফারাক গড়তে পারে। তবে আমার মনে হয় না বারবার একজনের ওপর প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে।’

টানা দুই ম্যাচে দুই অঙ্কের রান পাননি ঋষভ পন্থ। এবারের আইপিএলে ৯ ম্যাচে করেছেন ১১০ রান।

তবে সময় যে খারাপ তা মানছেন ঋষভ, ‘ফর্ম নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না। কারণ কোনওকিছুই যখন ঠিক যায় না, তখন নিজের মধ্যেই নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেটা আপনি করতে চাইবেন না।’

মুম্বই ম্যাচে হারের সঙ্গে গোদের উপর বিষফোড়া হিসেবে ঋষভের চিন্তা বাড়িয়েছে মন্থর ওভার রেট। তাঁকে দিতে হবে ২৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। তবে খারাপ সময়ে ঋষভ পাশে পেয়েছেন মেন্টর জাহির খানকে, ‘ও দলের নেতা। তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি নিশ্চিত ব্যাটিংয়ে দল ওর থেকে যে নির্ভরতা চাইছে তা দ্রুত পাওয়া যাবে।’

মেন্টর এনরিকের সামনে আজ আর্তেতা

লন্ডন, ২৮ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে জয়। তাও ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা’ রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। আর্সেনাল খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে প্যারিস সাঁ জাঁ-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে নামছে মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ক্লাবের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত ইউরোপ সেরার স্বাদ পায়নি আর্সেনাল। এবার কিন্তু সেই সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে রিয়ালকে হারানোর পর আলাদা আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবে ডেকলান রাইসরা।

তবে প্রতিপক্ষের নাম পিএসজি। যার কোচ আর্তেতারই মেন্টর লুইস এনরিকে। এনরিকের অধীনে তারাও খেতাবের লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছে। কয়েক বছর আগে ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হয়নি ফরাসি ক্লাবটির। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে বর্তমান ইপিএল জয়ী লিভারপুল এবং অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে এনরিকের দল। সেমিফাইনালে আরেক ইংলিশ জায়েন্টদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী তারাও। বিশেষ করে দলে যখন বড় কোনও চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই লন্ডনের মাটিতে পা রেখেছে ফরাসি ক্লাবটি।

এদিকে রিয়ালকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও দলে চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে আর্সেনালের। এমনিতেই লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে রয়েছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস, কাই হাভার্জের মতো তারকারা। নির্ভরযোগ্য মিডিও জর্জিনহোকেও পাবেন না মিকেল আর্তেতা। এছাড়াও সাসপেনশন থাকায় এই ম্যাচে নেই থমাস পার্টি। এছাড়াও বেন হোয়াইটের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এতকিছুর পরেও ঘরের মাঠে জয় পেতে মরিয়া মিকেল আর্তেতার দল। রিয়ালের বিরুদ্ধে ‘বেন্ড ইট লাইক ডেকলান’ এর সৌজন্যে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে দাপুটে জয় পেয়েছিল আর্সেনাল। এই ম্যাচেও ডেকলান জাদু দেখার অপেক্ষায় আর্সেনাল সমর্থকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

আর্সেনাল বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

বিরোধীগোষ্ঠীর প্রচারে নামতে চলেছেন টুটু বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনি প্রচারে সরাসরি অংশ নিতে সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা স্বপনসাধন বসুর (টুটু)।

ক্রমশ চড়ছে সবুজ-মেরুনের পারদ। বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সচিব দেবাশিস দত্ত ও বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসুর কেউই যে এবার বিনা যুদ্ধে ক্লাবের জমি ছাড়তে রাজি নন, তা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত সদস্যপদ নবীকরণ প্রক্রিয়া জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি। তবে তার জন্য বসে না থেকে ইতিমধ্যেই প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন দেবাশিস ও সৃঞ্জয় গোষ্ঠী। প্রায় প্রতিদিনই মোহনবাগান সদস্য অধ্যুষিত অঞ্চলে দুই পক্ষই সভা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, ক্লাবের নেতৃত্ব স্থানীয়দের বাদ দিলে অনুগামীদের দলবদলও চলছে পাল্লা দিয়ে। আজ এই পক্ষের সভায় যোগ দিয়েই অন্যপক্ষের দিকে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে বহু অনুগামীকে। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও চলছে চাপানউতোর ও একে অন্যকে দোষারোপ।

এসবের মধ্যেই ‘কাহানি মে টুইস্ট’-এর মতো উঁচুতলাতেও হঠাৎই যেন সুর-তাল কাটা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বসু পরিবারের অন্দরের ভাঙন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সৃঞ্জয়ের ছোট ভাই সৌমিক বসু বর্তমান কমিটিতে শুরু থেকেই আছেন। এবার সৌমিক প্রচার শুরু করেন দেবাশিস গোষ্ঠীর হয়ে। এমনকি একদিন আগে এরকমই এক সভায়, তিনি এই বর্তমান কমিটির সাফল্যের কথা তুলে ধরে কেন এই কমিটিরই ফের ক্ষমতায় থাকা উচিত সেকথাও বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত টুটু বসুর এই পদত্যাগ এবং সরাসরি নির্বাচনি প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছে। এদিন ক্লাব সচিব ও কমিটির সদস্যদের পাঠানো এক চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আমরা সবাই জানি যে মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচন আসন্ন... এই আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাই... মোহনবাগান ক্লাব আমার কাছে মাতৃসম... মোহনবাগান চিরকাল আমার হৃদয়ের বাঁদিকে ছিল, আছে, থাকবে। আমি এতদিন একনিষ্ঠ সেবায়েতের মতো ক্লাবের নিত্যপুজো করেছি... ক্লাবের নির্বাচন যেহেতু দোরগোড়ায় তাই সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমারও কিছু বলা দরকার। কারণ কোন কমিটি আসবে, তাতে কারা থাকবেন, তা ঠিক করবেন সদস্যরা। কিন্তু সভাপতির চেয়ারে বসে থেকে সেই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আসলে সভাপতির চেয়ার থেকে কোনও এক পক্ষের প্রচার করা উচিত নয়... তাই ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে তা আমি নির্দ্বিধায় আমার প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।’

তাঁর এই চিঠির পরেই বিরোধী গোষ্ঠীতে উল্লাস চোখে পড়েছে। সৃঞ্জয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘টুটু বসু আমাদের হয়ে যদি প্রচারে নামেন, সেটা অবশ্যই আমাদের সৌভাগ্য।’ তবে তিনি সৌমিক-প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি। দেবাশিস দত্তর বক্তব্য জানা যায়নি কারণ তিনি ফোন ধরেননি। টুটু বসুর বক্তব্যেই পরিষ্কার তিনি সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর হয়ে সরাসরি প্রচারে নামতে চলেছেন। এদিনের এই পদত্যাগপত্র বিরোধী গোষ্ঠীর মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

মোহনবাগান-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা

ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে তা আমি নির্দ্বিধায় আমার প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।

-টুটু বসু

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Dear Arjun / Daidu : Many Happy Returns of the Day. God Bless You. Deb Roy / Dutta Family.

☺ রিও-র (তনিষ্ক) : শুভ জন্মদিনে অনেক আদর ও আশীর্বাদ রইল। -বাবা ও মুনামুনা।

বিবাহবার্ষিকী

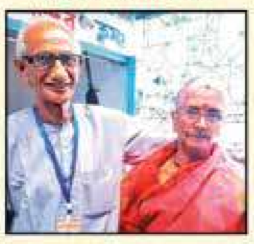

☺ সুবোধ পাল (৮৯) ও প্রতিমা পাল (৮২) : তোমাদের ৬৫তম বিবাহবার্ষিকীতে বক্সিরহাট সুভাষপল্লির পাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। বিকাশ পাল ও প্রকাশ পাল (পুত্র), কণা পাল ও সীমা পাল (কন্যা), মানসী পাল, মনীষা পাল (পুত্রবধূ), রাজদীপ, সৈকত, শুভদীপ, অনির্বাণ (নাতি), বাসন্তী, বাবলি (নাতবৌ), মৌমিতা, মধুমিতা, ইপ্সিতা, বিদিশা, দীপশিখা, বিদীপ্তা (নাতনি)।

আইপিএলে অব্যাহত সুদর্শনীয় শুভম্যানিয়া

গুজরাট টাইটান্স-২০৯/৪
রাজস্থান রয়্যালস-৩২/০
(৩ ওভার পর্যন্ত)

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল : চোখের আরাম চান? তাহলে চলতি আইপিএলে শুভমান গিল-বি সাই সুদর্শনের ব্যাটিং দেখুন। দৃষ্টিনন্দন সব শটে মসৃণ ক্রিকেটে দর্শকদের মন ভরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শুভমান ও সুদর্শনের। সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও 'সুদর্শনীয় শুভম্যানিয়া' বজায় থাকল।

গুজরাট টাইটান্স অনেকটা বিশ্ব ক্রিকেটের নিউজিল্যান্ডের মতো। যাদের নিয়ে শব্দ কম খরচ হলেও নিজেদের কাজটা চুপচাপ করে যায়। এবারও প্রায় নিঃশব্দে প্লে-অফের রাস্তা কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছে গুজরাট। এবারের গুজরাট দলটার মূল চালিকাশক্তি তাদের ব্যাটিংয়ের টপ থ্রি। গত আটটি ম্যাচে গুজরাটের প্রথম তিন ব্যাটারের মধ্যে কেউ একজন অর্ধশতরান করেছেন। এদিন সেই ধারা বজায় রাখলেন শুভমান (৫০ বলে ৮৪)। তাঁকে সংগত দিলেন দ্বিতীয় ওভারে জীবনদান পাওয়া সুদর্শন (৩৯)। তাঁদের ৯৩ রানের পার্টনারশিপ গুজরাটের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়।

২৯ বলে অর্ধশতরান করা শুভমান পাঁচটি চার ও চারটি ছয়ে মুগ্ধতা ছড়ালেন। এমন কিছু শট খেললেন যা উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য আদর্শ টিউটোরিয়াল হতে পারে। সুদর্শন ফেরার পর জস বাটলারকে (২৬ বলে অপরাজিত ৫০) নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান শুভমান। তাঁদের ৭৪ রানের জুটিতে গুজরাটের অন্তত ২২৫ স্কোর নিশ্চিত দেখাচ্ছিল।

এবার গুজরাট প্রথমে ব্যাটিং করলে শেষদিকে গিয়ে মন্থর হয়ে পড়ছে। এদিনও তারা একই সমস্যায় ভুগল। শেষপর্যন্ত গুজরাট থামে ২০৯/৪ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুটা ভালো করেছে রাজস্থান। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের স্কোর ৩ ওভারে ৩২/০। ক্রিজে বৈভব সূর্যবংশী (২১) ও যশস্বী জয়সওয়াল (৯)।

অর্ধশতরানের পর শুভমান গিল। জয়পুরে সোমবার।

নামলেন সূর্যনগর ফ্রেন্ডসের সঙ্গে অনুশীলনে

হায়দরাবাদ এফসি-তে থাকছেন মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : আইএসএলের পর সুপার কাপও ভালো যায়নি হায়দরাবাদ এফসি-র। হতাশা নিয়ে তিনদিন আগে রাজগঞ্জের বাড়িতে ফিরেছেন মনোজ মহম্মদ। তারপরই আগামী মরশুমের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনোজ। বলেছেন, 'আমার কাছে জামশেদপুর এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি-র প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ২০২৭ সাল পর্যন্ত হায়দরাবাদ এফসি-র সঙ্গে চুক্তি থাকায় ওদের সঙ্গেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চেষ্টা করব এবারের ব্যর্থতা পুষিয়ে দেওয়ার।'

মনোজের হাতে এখন লম্বা ছুটি। তিনি বলেছেন, 'দেড় মাস ছুটি পেয়েছি ক্লাব থেকে। হায়দরাবাদ এফসি থেকে জানানো হয়েছে, ডুরান্ড কাপের আগে প্রস্তুতি শুরু হবে। তার আগে ক্লাব থেকে ডেকে নেওয়া হবে।' ছুটিতে বসে না থেকে রবিবার থেকেই মনোজ রাজগঞ্জের এমএন হাইস্কুলের মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁর বেশ কিছু বন্ধু শিলিগুড়িতে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের লক্ষ্যে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন তিনিও। বলেছেন, 'ওই দলে বেশ কিছু ভালো ফুটবলার রয়েছে। ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে শুধু ফিট থাকা নয়, আমিও মজা পাচ্ছি। কথা দিয়েছি, ছুটিতে ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করব। ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক প্রদীপ রায়কে সুপার ডিভিশনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

মনোজকে তাদের অনুশীলনে স্বাগত জানিয়ে ফ্রেন্ডসের তরফে সোমবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ফ্রেন্ডসের সচিব মদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মনোজের মতো দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যাওয়া ফুটবলারের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে আমাদের ছেলেরাও খুশি। আশা করছি, ওর থেকে পাওয়া পরামর্শে উপকৃত হয়ে প্রদীপরা সুপার ডিভিশনে ভালো পারফরমেন্স করবে।'

সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত মনোজ মহম্মদ।

সেরা কোচবিহার

কোচবিহার, ২৮ এপ্রিল : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তমালিকা ঘোষ ও মহসিন আলি ট্রফি ভলিবলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার জেলা দল। সোমবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে ফাইনালে কোচবিহার ২৫-২১, ২৫-১৯ পয়েন্টে আলিপুরদুয়ারকে জেলা দলকে হারিয়েছে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা যথাক্রমে কোচবিহারের রবিজিৎ বর্মন ও রাজু অধিকারী। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন মেখলিগঞ্জের কামাতবৃন্দি পল্লি যুব সংঘ। ফাইনালে তারা ২৫-১৮, ২২-২৫, ২৫-১৬ পয়েন্টে হলদিবাড়ির মিলন সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়।

চ্যাম্পিয়ন হিলি

হিলি, ২৮ এপ্রিল : হিলি ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হিলি গ্রাম পঞ্চায়েত। ফাইনালে তারা ২৫ রানে হারিয়েছে ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে। ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুদীপ বর্মন প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার হয়েছেন। ফাইনালের সেরা ও প্রতিযোগিতার সেরা বোলার হিলি জিপি-র বিকাশ সিং। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৫ হাজার টাকা।

উত্তরের খেলা

৩ উইকেট অসিতের

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : ইয়ং বয়েজ ক্লাবের এপিএল ক্রিকেটে সোমবার মহাকাল ৬ উইকেটে এওয়াইবি দলকে হারিয়েছে। প্রথমে এওয়াইবি ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৭ রান তোলে। জবাবে মহাকাল ৯ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৮ রান তুলে নেয়। ২৮ রান করেন ম্যাচের সেরা পরিতোষ রায়।

অন্য ম্যাচে এমজি কিং ৮ রানে টুনবাড়ি দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। এমজি প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৬২ রান তোলে। জবাবে টুনবাড়ি ৫৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা অসিত কুজুর পেয়েছেন ৩ উইকেট।

মিলনের ড্র

রায়গঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রায়গঞ্জ সুপার লিগে সোমবার কসবা মিলন সংঘ ও এসটি ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। টাউন ক্লাব ময়দানে কসবার গোলস্কোরার সত্যজিৎ মার্ডি ও বাঙাল মার্ডি। ইউনাইটেডের গোল করেন মিলন মুর্মু ও সজল সরেন। মঙ্গলবার খেলবে বেণুভারতী ফুটবল ক্লাব এবং আরএসবি ফুটবল ক্লাব।

পদক গলায় তাইকোন্ডোতে সফল খেলোয়াড়রা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

সেরা বালুরঘাট অ্যাকাডেমি

বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো সংস্থার পরিচালনায় ও ইউনিভার্সাল তাইকোন্ডো ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় জেলা তাইকোন্ডোতে ২১৬ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠের তাইকোন্ডো অ্যাকাডেমি। তারা ২৫টি সোনা, ১০টি রুপো ও ১১টি ব্রোঞ্জ জিতেছে। ৬টি সোনা, ৭টি রুপো ও ১১টি ব্রোঞ্জ সহ ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স তপন জুনিয়ার তাইকোন্ডো অ্যাকাডেমি। বিভিন্ন বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীদের শংসাপত্র সহ ১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

জিতল এফইউসি

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবলে সোমবার এফইউসি টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। গোল করেন টাউনের দিলীপ সোরেন ও এফইউসি-র অনুশীলন ছেত্রী।

স্মরণে

স্বর্গীয়া নমিতা রায়
যাওয়া 29/4/2021
মা, যেখানেই আছো ভালো থেকো,
আমাদের আশীর্বাদ করো,
তোমার মনা, বাবু, সলিল